হিরণ্যগর্ভ
নবম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা
২৮শে আশ্বিন, ১৪২৩

Hiranyagarbha
Volume 9, No. 3
हिरण्यगर्भ
नवम वर्ष, तृतीय संख्या
तारिख-१५अक्टूबर,२०१६

২৮শে আশ্বিন, ১৪২৩ | 15th October, 2016

সূচীপত্র a Contents

বাংলা বিভাগ ঃ—	বেতাল ও ভৈরবের কথা	শ্রীশ্রীমা সর্বাণী	05
	নিরুক্তশাস্ত্রের দৃষ্টিতে বৈদিক দেবতার স্বরূপ আলোচনা	অধ্যাপক ডক্টর উদয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	07
	যোগীশ্বর রূপে শ্রীশ্রীসরোজ বাবা	শ্রীপ্রদীপ চট্টোপাধ্যায়	09
	আধ্যাত্মিক প্রশ্নোত্তরী	শ্রীশ্রীমা সর্বাণী	10
	শ্রীশ্রীভগবান কিশোরী মোহনের পত্রাবলী	শ্রীশ্রীমা সর্বাণী	12
	ব্রহ্মবাদিনী সতী ওঘবতী	শ্রীশ্রীমা সর্বাণী	13
	নিত্যসিদ্ধ মহাত্মার দিব্যদর্শনে—শ্রীরামকৃষ্ণ লীলা	শ্রীবিষ্ণুপদ সিদ্ধান্ত ঠাকুর	14
	জ্ঞানগঞ্জের যোগ প্রসঙ্গে	শ্রীশ্রীমা সর্বাণী	15
	শ্রীশ্রীমায়ের প্রথম বদ্রীনাথধাম ভ্রমণ কথা	স্বামী সংবেদানন্দজী	16
	দণ্ডী রাজার কথা	শ্রীশ্রীমা সর্বাণী	17
	গুরুগীতা	যোগীরাজ শ্রীহরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	18
	রাজস্থানের সুপ্রসিদ্ধা শ্রীশ্রীসতীমায়ের লীলামৃত	শ্রীমতী বীণা চৌধুরী	19
	গীতা ভাবনা	অধ্যাপক ডক্টর উদয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	22
	যোগ প্রসঙ্গে উপলব্ধিত আলোকে	শ্রীশ্রীমা সর্বাণী	23
	যৌগিক চেতনায় শ্রীশ্রীচণ্ডীতত্ত্ব	অধ্যাপক শ্রীহরপ্রসাদ রায়	24
	গুপ্তযোগী ভূপতি মহারাজ	শ্রীসজল কান্তি ভট্টাচার্য্য	25
हिन्दी विभाग ঃ—	वेताल और भैरव की कथा	श्रीविमलानन्द	27
	योगीश्वर के रूप में श्रीश्रीसरोज बाबा	श्रीचंद्र पारेख	29
	आध्यात्मिक प्रश्नोत्तरी	श्रीश्रीमाँ सर्वाणी	31
	दंडी राजा की कथा	श्रीमती ज्योति पारेख	32
	श्रीश्रीभगवान किशोरी मोहन की पत्रावली	श्रीविमलानन्द	33
	ज्ञानगंज के योग प्रसंग पर	श्रीविमलानन्द	34
	नित्यसिद्ध महात्मा के दिव्य दर्शन में – श्रीरामकृष्णलीला	श्रीमती सुशीला सेठिया	35
	ब्रह्मवादिनी सती ओघवती	श्रीमती ज्योति पारेख	36
	गुरुगीता	श्रीश्रीमाँ सर्वाणी	37
	परमब्रह्म के साक्षी	श्रीविमलानन्द	38
	उन्मेष	श्रीमती सुशीला सेठिया	38
	श्रीश्रीमाँ की प्रथम बद्रीनाथधाम यात्रा	श्रीमती ज्योति पारेख	39
	योग प्रसंग पर उपलब्धित आलोक	श्रीविमलानन्द	41
English Section ঃ—	Vetala and Bhairava	Prof. Partha Pratim Chakrabarti	43
	Gems from the Garland of Letters	Sri Arnab Sarkar	46
	Sri Sri Saroj Baba as Spiritual Supremo	Dr. Barun Dutta	48
	The Philosophy of Truth	Dr. Barun Dutta	50
	Galpo Holeo Satyi - Bedtime Tale	Prof. Partha Pratim Chakrabarti	51
	My Life With Anirvan	Sri Gautam Dharmapal	54

ISBN No. 978-93-80373-91-1 Cover : Sree Sree Maa Durga

Printed and Published by Dr. Barun Dutta on behalf of Mata Sharbani Trust, Plaza Housing, Vill : Jagannathpur (Shibrampur), P.O. : Ashuti, Pin : 700141, 24 Parganas (South), West Bengal, India. Tel : (033) 2488-1826, website : www.akhanda-mahapeeth.org, Email : akhanda.mahapeeth@gmail.com. Printed at : Rama Art Press, 6/30, Dum Dum Road, Kolkata-700 030, Tel : 2557-4419

Editor : Shri Arnab Sarkar • Associate Editors : Smt. Keya Chakraborty and Shri Mohit Shukla

সম্পাদকীয়

আশ্বিনের শারদপ্রাতে বেজে উঠেছে আলোক-মঞ্জির; ধরণীর বহিরাকাশে অন্তর্হিত মেঘমালা। বিশ্বচরাচর আলোকিত ক'রে, নব আশ্বাস ও প্রাণধারায় মানবমন সঞ্জীবিত ক'রে মা আসছেন।

আজ এক মাহেন্দ্রক্ষণ সমাগত। এই পরম পুণ্যলগ্নের ঠিক পঁচিশ বছর পূর্বে, সকল গুরুমহারাজগণের আশীর্বাদে, শ্রীশ্রীমায়ের আধ্যাত্মিক সঙ্কল্পে ও কৃপাবর্ষণে মাতৃ-আরাধনার যে শুভ সূচনা হয়েছিল, তা আজ রজতজয়ন্তী পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত। সেদিন যে আধ্যাত্মিক নব-কিশলয় উন্মীলিত হয়েছিল শারদ-সূর্য অভিমুখে, যৌবনমধ্যাহ্নের দৃপ্ত গরিমায় তা' আজ আধ্যাত্মিক মহীরুহে উন্নীত। শ্রীশ্রীমায়ের পরম অনুকম্পায় ও আধ্যাত্মিক ভাবধারায় শত শত ভক্তমণ্ডলীর জীবনবেদ আজ অনুপ্রাণিত, সঞ্জীবিত, সমর্পিত।

সেই মাহেন্দ্রক্ষণের আহ্বানে আশ্রমপ্রাঙ্গণে আজ বেজে উঠুক মহাশঙ্খ। ধূপ-দীপ, পুষ্পমাল্যের বরণডালায়, মনের বিশুদ্ধ আর্তিতে, আমরা প্রণতঃ হই সেই বরবর্ণিনী মায়ের চরণে যিনি আদিভূতা সনাতনী, ব্রহ্মশক্তিস্বরূপা ব্রহ্মাণী, আবার সৃষ্টি-অন্তঃস্থিত অখিল জগত-চরাচরের প্রাণস্বরূপা, সর্বব্যাপিনী জগজ্জননী। তিনি দেবগণের উৎপাদিকা শক্তি, বেদমাতা, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারিণী, অখিল বিশ্বচরাচরের সঞ্চালক শক্তি।

হিরণ্যগর্ভের এই শারদীয়া সংখ্যায় শ্রীশ্রীমা বিধৃত করেছেন বেতাল ও ভৈরবের উৎপত্তিরহস্য ও আধ্যাত্মিক মাহাত্ম্য। শিব সাধনার পথে জীবের ক্রমানুযায়ী বেতাল ও ভৈরব, তন্ত্রধারার দুটি গুহ্য তত্ত্ব। উভয়েই পূর্ণ শিবের রূপান্তর মাত্র। এঁরা অজর, অমর — পরমশিবের শাক্তাংশ বিশেষ, সাধনতৎপর ও পরম মঙ্গলময়।

সনাতন ধর্মের নবজাগরণ, সর্বধর্ম সমন্বয় ও মানবকল্যাণ হেতু, শক্তি আরাধনার যে দীপশিখা শ্রীশ্রীমা প্রজ্জ্বলিত করেছেন আমাদের মনোমন্দিরে, আমাদের পরমারাধ্য শ্রীশ্রীবাবা ও শ্রীশ্রীমায়ের অনুকম্পায় সেই আলোকবর্তিকা ক্রমশঃ উজ্জ্বলতর হয়ে উঠুক সুবর্ণজয়ন্তীর স্বর্ণালোকে - পরমপূজ্য গুরুমহারাজগণের রাতুলচরণে ইহাই আমাদের ঐকান্তিক প্রার্থনা।

আজ মহাপঞ্চমীর পুণ্যলগ্নে হিরণ্যগর্ভের এই বিশেষ সংখ্যাটি মাতৃচরণে নিবেদন করে আমরা ধন্য হলাম। তাঁর আশীর্বাদে, মহাশক্তির শুভ আরাধনায়, আমাদের মনের সকল কালিমা দূরীভূত হউক — শ্রীশ্রীমায়ের পুণ্যচরণে ইহাই আমাদের বিনীত প্রার্থনা।

Editorial

As nature lifts the veil of dark cloudsfrom the skies and deluges the horizon with sparks of golden hue, we can feel the divine reverberations of the advent of Mother Goddess in our hearts.

At this juncture, we are proud to stand at the crossroads of a historic moment. It was exactly 25 yearsago when we set forth on a pious journey of worshipping the Supreme Mother, buoyed with the blessings of all Guru Maharajas and spiritual mission of Sree Sree Maa. We are celebrating the silver jubilee of that epoch-making occasionthis year. The humble beginning on those yonder years has evolved itself into a glorious spiritual movement which, these days, modulates the life, devotion and dedication of hundreds of Sree Sree Maa's disciples and devotees who are associated with Her mission.

Let the clarion call of conch shells herald this stupendousoccasion in our Ashram as we prepare ourselves for worshipping the Divine Mother who is the primordial supreme power – the Shakti of the Param Brahman, the driving force behind all that is visible and tangent in this universe.

This special edition of Hiranyagarbha contains a treatise by Sree Sree Maa on the origin and spiritual significance of Betal and Bhairav. They are the manifestations of the spiritual power of Param Shiva and depict two distinct philosophies in the realm of Shiva Sadhana. They are immortal, invincible, meditative and supportive of saints and savants in their spiritual pursuits.

We pray to the Lord that the flame of light which Sree Sree Maa has kindled in our hearts towards the noble pursuits of Sanatan Dharma, spiritual unification and welfare of mankind may strengthen further as we start treading the path towards completion of the golden jubilee from this silver jubilee year.

On the auspicious occasion of Durga Panchami, we feel ourselves blessed to offer this edition of Hiranyagarbha to the lotus feet of Sree Sree Maa. We offer our humble homage to her and to all Guru Maharajas of our lineage and pray that the veil of darkness of our hearts be lifted by their blessings and the compassion of Goddess Durga.

বেতাল ও ভৈরবের কথা

শ্রীশ্রীমা সর্বাণী

ইন্দ্রাদি দেবগণ তারকাসুরের অত্যাচারে জর্জরিত হইলে পরে, তারকাসুর বধের নিমিত্ত হরসমীপে স্তুতিবাক্যে উমার গর্ভে হরের ঔরসে মহাপরাক্রমশালী শুদ্ধসত্ত্বাত্মজ সন্তান প্রার্থনা করিলেন। ভগবান শঙ্করও সম্মত হইয়া দৃঢ়সংকল্পিত চিত্তে দেবগণের প্রার্থিত অসাধারণ বলবান পুত্রের নিমিত্ত তখন উমাসহ মহাসুরতক্রীড়া আরম্ভ করিলেন। ভগবান শঙ্করের মহামৈথুন সুরতক্রীড়ায় সমস্ত জগৎ কম্পিত হইয়া আকুলিত হইয়া উঠিল, কিন্তু কোনভাবেই শিববীর্য পতিত হইল না। তখন দেবরাজ ইন্দ্র আপন সিংহাসন হইতে চ্যুত হইবার ভয়ে ভীত হইয়া ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলেন। ইন্দ্র বলিলেন, ''হে ব্রহ্মন্! এইরূপ হরগৌরীর সঙ্গমে যে পুত্র উদ্ভূত হইবে, সে নিশ্চয় আমাকে অতিক্রম করিবে। এখন ক্রীড়াসক্ত মহাদেবের ঔরসজাত পুত্র হইতে আমার তারক অপেক্ষাও অধিক ভয় হইতেছে। অতএব আপনি আমাদিগকে এই মহাভয় হইতে উদ্ধার করুন।'' ইহাতে ব্রহ্মা বলিলেন, ''যদি উমার গর্ভে শঙ্করের তেজে পুত্র উৎপন্ন হয় তাহা হইলে সেই পুত্রের পরাক্রম ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণের ও সমস্ত লোকের দুঃসহ হইবে নিশ্চয়। অতএব যাহাতে হরতেজ সম্ভূত পুত্র উমাগর্ভে উৎপন্ন না হয়, আমি হর সমীপে গমন করতঃ সেই চেষ্টা করিতেছি। আর যাহাতে তারকাসুরও শীঘ্র বিনষ্ট হয় আমি তাহারও প্রতিবিধান করিতেছি।'' এই কথা বলিয়া ব্রহ্মা দেবগণ সমভিব্যাহারে কৈলাস পর্বতে হরগৌরীর নিকট গমন করিলেন। তথায় উহারা মহাদেবকে স্তবস্তুতি দ্বারা সন্তুষ্ট করিলেন। ব্রহ্মার কথায় তখন হর শান্তমূর্তি ধারণকরতঃ ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে কাহার মধ্যে তিনি তাঁহার তেজকে নিক্ষেপ করিবেন? ব্রহ্মা অগ্নিতে তেজ নিক্ষেপ করিবার জন্য অনুরোধ করিলে তখন শঙ্কর মৈথুন সম্ভূত স্বকীয় তেজবীর্য্য দহনশীল বহ্নিমধ্যে পরিত্যাগ করিলেন।

অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত তেজ হইতেই ভগবান কার্তিকেয়র জন্ম হয় এবং কার্তিকেয়র হস্তেই তারকাসুর নিহত হয়। অন্যদিকে অগ্নিতে পরিত্যক্ত তেজের পরমাণুদ্বয় পরিমিত অল্প তেজ গিরিসানুতে পতিত হইয়া যায়। সেই পতিত অণুদ্বয়-মাত্র তেজ হইতে শঙ্করের দুইটি পুত্র উৎপন্ন হইল। সেই পুত্রদ্বয় মধ্যে একটি ভৃঙ্গ সদৃশ কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া ব্রহ্মা তাহার নাম রাখিলেন 'ভৃঙ্গী', অপরটি মর্দ্দিত অঞ্জন সদৃশ অত্যন্ত কৃষ্ণ, এইজন্য পিতামহ তাহার নাম 'মহাকাল' রাখিলেন। শঙ্কর উহাদের উভয়কে প্রমথাদি গণসমূহ দ্বারা প্রতিপালন করাইলেন এবং গৌরীও তাহাদিগকে বিশেষ যত্নকরতঃ বর্দ্ধিত করিলেন। তাহারা হর ও উমার প্রতিপালনে প্রবৃদ্ধ হইল এবং হর তাহাদেরকে স্বীয় গণাধিপতি করিয়া দ্বারে দ্বারপালরূপে নিয়োগ করিলেন।

তদনন্তর কোন সময়ে হরপার্বতীর একত্র অবস্থানকালে ভৃঙ্গী ও মহাকাল দ্বাররক্ষকরূপে অবস্থান করিতেছিল। সেই সময় সমাধিস্থচিত্ত দেবী পার্বতী বিপর্য্যস্ত অবস্থায় আলগা বেশে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া আসিলে পরে দুই দ্বারপাল দেবীর সেই অবস্থা দেখিয়া প্রথমে অত্যন্ত কুপিত হইল এবং তৎপরে মাতাকে তদ্রূপাবস্থা দেখিয়া অতি দীনভাবে অধোবদন হইল, তাহাদিগের তীব্র চিন্তাবেগ প্রবাহিত হইতে লাগিল, ঘন ঘন দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়িতে লাগিল তাহাদের এইরূপ অপ্রস্তুত অবস্থা দেখিয়া এবং উমাকে সেইরূপ অবস্থায় তাহারা দর্শন করিয়াছে বলিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া দেবী ইহাদের শাপ দেন যে 'তাঁহার এই অমর্য্যাদার জন্যে ইহারা দুইজন মনুষ্যযোনিতে জন্মগ্রহণ করিবে ও মাতৃআবেক্ষণ দোষে মনুষ্যযোনিতে জন্ম হইয়া উহাদের বানর-মুখ সদৃশ মুখকান্তি হইবে।' তখন ইহারা দেবীকে বিনয়পূর্বক অনুরোধ করে যে যদি মনুষ্যরূপেই জন্মগ্রহণ করিতে হয় তবে তিনি ও শিব পৃথিবীতে যেন মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ হন। তাহার পর মর্ত্যে তাহারা যেন

মনুষ্যরূপী হরের তেজে এবং হরজায়া শিবাণীর গর্ভে উভয়ে জন্মগ্রহণ করেন। যদি তাহারা হরাত্ম এবং নিরপরাধ হন তাহা হইলে তাহাদের এই বাক্য অবশ্যই সত্য হইবে। অনন্তর কিয়ৎকাল অতীত হইলে শিব ভবিষ্যৎকার্য্য জানিতে পারিয়া স্বয়ং মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করিলেন।

কালান্তরে মহাদেব প্রজাপতি দক্ষের প্রৌত্র রাজা পৌষ্যের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিলেন। তাঁহার নাম হইল 'চন্দ্রশেখর'। অন্যদিকে ইক্ষ্বাকুবংশীয় ককুৎস্থরাজকন্যারূপে শিবাণী জন্মগ্রহণ করিলেন। তাঁহার নাম হইল 'তারাবতী'। চন্দ্রশেখরের সহিত তারাবতীর বিবাহের ফলে দৈবের অনুশাসনে দুইটি বানরমুখো পুত্রের জন্ম হইল। ইহাদেরই নাম 'বেতাল ও ভৈরব'। ইহাভিন্ন তারাবতীর গর্ভসম্ভূত রাজা চন্দ্রশেখরের মহাবল পরাক্রান্ত পরম রূপবান তিনটি ঔরস-পুত্র ছিল; তাহার মধ্যে জ্যেষ্ঠর নাম উপরিচর, মধ্যমের নাম দমন ও কনিষ্ঠের নাম অলর্ক। ইঁহারা বেতাল ও ভৈরব হইতে বয়োজ্যেষ্ঠ। বিধাতার পঞ্চভূত সদৃশ অশেষ শক্তিসম্পন্ন এই পাঁচটি পুত্র কালক্রমে সমুন্নত হইয়া ঔদার্য্য ও দর্পে সমস্ত পৃথিবী জয় করিয়াছিলেন। অতঃপর কালক্রমে ইঁহারা বলশালী, দীর্ঘকায়, সর্ব্বশাস্ত্র পারঙ্গম, অস্ত্রশস্ত্র বিশারদ ও বেদপারগ হইয়া উঠিলেন। পঞ্চভ্রাতা প্রীতিনিবন্ধন বশতঃ সর্বদাই সম্মিলিত হইয়া থাকিতেন। কিন্তু পিতা চন্দ্রশেখর প্রথম তিন পুত্রকে যেমন স্নেহ করিতেন তেমন ভাবে বেতাল ও ভৈরবকে স্নেহ করিতেন না। রাজা অন্য তিন পুত্রকে রাজ্য সমেত সকল বৈভব প্রদান করিলেন কিন্তু বেতাল ও ভৈরবকে উপযুক্ত স্থানও দিলেন না। তখন বেতাল ও ভৈরব মনদুঃখে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ভ্রমিতে ভ্রমিতে তাহাদের কাপোত মুনির সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। তখন উহারা উহাদের মনদুঃখবেদনা মুনিকে বিস্তারিত বলিল ও আত্মজ্ঞান লব্ধ হইবার জন্য তপস্যা করিতে চাহিল। মুনি তখন যোগবলে বেতাল ও ভৈরবের প্রকৃত পরিচয় তাহাদের নিকট জ্ঞাপিত করিয়া মহাদেবের শরণাপন্ন হইতে বলিলেন এবং কামরূপে সন্ধ্যাচলে বশিষ্ঠের নিকট তাহাদেরকে প্রেরণ করিলেন।

তদনন্তর বেতাল ও ভৈরব কাপোত মুনির উপদেশে বশিষ্ঠদেবের নিকট দীক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া শিবের আরাধনা করিয়া শিবের বরে দেবত্বপ্রাপ্ত হইয়া মনুষ্যদেহ পরিত্যাগ করতঃ দেবদেহতে রূপান্তরিত হইয়া গেলেন। সেই সময় অমৃতপান করিয়া বলশালী বেতাল ও ভৈরব স্বয়ং দৈবশক্তি, দৈবজ্ঞান, দৈবরূপ লাভ করিলেন। মহাদেব তখন অভিন্নরূপে দেবত্ব প্রাপ্ত আনন্দযুক্ত পুত্রদ্বয়কে বলিলেন — ''আমি তোমাদের প্রতি তুষ্ট হইয়াছি। যদি আমার প্রদত্ত ইষ্ট ইচ্ছা কর তাহা হইলে আমার দয়িতা ঈশ্বরী আদ্যাশক্তির সেবা কর। আমি তদ্ব্যতিরেকে ইষ্টফল দিতে পারিব না; অতএব হে বৎস! তাঁহার আরাধনার নিমিত্ত আশ্রয় কর।'' ইহার পর উহারা শিব উপদেশে দেবী মহামায়ার আরাধনা করেন কামাখ্যা পর্বতে। ভগবতীর আরাধনা করিয়া বেতাল ও ভৈরব শাশ্বত দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়া আপন স্বরূপ লাভ করিয়া শিবলোকে গমনকরতঃ অজর ও অমর হইয়াছিলেন। উহারা মহাদেবের গণের অধীশ্বর হইয়া নন্দীর মত হরপার্বতীর দরবারে নিত্য আসন্ন দ্বারস্থিত হইয়াছিলেন।

বেতাল ও ভৈরব শিবানুচর ও শিবের 'গণ' বলিয়া কথিত হইলেও শিব-সাধনার পথে জীবের ক্রমানুযায়ী 'বেতাল ও ভৈরব' তন্ত্রধারায় দুটি তত্ত্ব আছে। দেবী কামাখ্যার পদতলে যে শিত-প্রেতরূপী মহাদেবকে দেখিতে পাওয়া যায় তা বেতালরূপী পূর্ণশিবের রূপান্তর মাত্র। এই শিবই শাক্ত সহস্রারের স্বয়ম্ভু লিঙ্গম্‌রূপেও পরিগণ্য হয়, বেতালতত্ত্ব রহস্য অতীব গুহ্য তন্ত্রতত্ত্ব বিশেষ। শিবভাবের সাধক মাতৃআরাধনার পথে ক্রমানুসারে বেতালতত্ত্বের বিভিন্ন পর্য্যায়কে অতিক্রম করেন। শাক্ত সহস্রারস্থিত স্বয়ম্ভুশিবের 'পঞ্চানন' রূপ হইল বেতাল শিবের প্রতিভূ, যাঁহার মুখমণ্ডল বানর সদৃশ। শক্তিসাধনার ক্রমে বহু সাধক পঞ্চচক্র অতিক্রমকরতঃ শাক্তসহস্রারকে অধিকৃত করিয়া বেতাল যোনি প্রাপ্ত হইয়া বেতাল শিবে পরিণত হন। ইহারা সূক্ষ্মদেহে অবস্থান করিয়া অন্য সাধকগণকে সাহায্যও করেন। আবার, ইহার বিপরীতও সৃষ্টি মধ্যে রহিয়াছে। একজাতীয় প্রেতযোনি আছে যাহাদের 'বেতাল' আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে। ইহারা মাঙ্গলিক কার্য্যে বাধা প্রদান করে বলিয়া ইহাদের 'অপদেবতা' বলা হয়। এই সকল বেতালের সঙ্গে শিবলোকস্থিত ব্যক্তিত্ব ভৃঙ্গীরূপী বেতালের বা শাক্তসহস্রারস্থিত বেতাল শিবের কোনও সম্বন্ধ নাই।

ভৈরবের মার্গও তন্ত্রশাস্ত্রে শিবতত্ত্বের ক্রম বিশেষ। অনেক সাধক যাঁহারা স্থূলদেহে শিব সাধনা সমাপ্ত করিতে পারেন না তাঁহারা 'ভৈরব'রূপে সূক্ষ্ম অবস্থায় থাকিয়া স্বীয় পঞ্চমুণ্ডির আসনে থাকিয়া মানুষের কল্যাণ করেন, সাধককে সহায়তা প্রদান করেন, আবার নিজ সাধনাও সমাপ্ত করেন।

বহু সাধককে ইহারা তত্ত্বগতভাবে জ্ঞান প্রদান করিয়া সাধকের উন্নতি সাধন করিতে সাহায্য করেন। 'ভৈরব' হইল শিবের শাক্তাংশ বিশেষ।

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে আছে যে শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণ নেত্র হইতে ত্রিশূল, পট্টিশ প্রভৃতি নানা অস্ত্রধারী ত্রিনেত্র, অর্দ্ধচন্দ্র শোভিত মস্তক, ভীষণ আকৃতি বিশিষ্ট 'কাল', 'অসিত', 'খট্টাঙ্গ', 'রুরু' প্রভৃতি অষ্ট ভৈরবগণ জন্মগ্রহণ করেন। ভৈরবগণ প্রকৃত পক্ষে আদিশিবের কায়ব্যূহ স্বরূপ। অষ্ট ভৈরবের নাম যথাক্রমে — অসিতাঙ্গ ভৈরব, রুরু ভৈরব, চণ্ড ভৈরব, ক্রোধ ভৈরব, উন্মত্ত ভৈরব, কপালি ভৈরব, ভীষণ ভৈরব, সংহার ভৈরব বা কাল। বামন পুরাণে আছে যে পুরাকালে অন্ধকাসুরের সঙ্গে যখন মহাদেবের যুদ্ধ হয় তখন অন্ধক মহাদেবের মস্তকে পদাঘাত করিলে উহা চারিভাগে বিভক্ত হয় এবং রক্তধারা নির্গত হয়। এই রক্তধারা হইতে ভৈরব উৎপন্ন হয়। পূর্বদিকের রক্তধারা হইতে বিদ্যারাজ ভৈরব, দক্ষিণ ধারা হইতে কামরাজ ভৈরব, পশ্চিম ধারা হইতে নাগরাজ ভৈরব এবং উত্তর ধারা হইতে সাচ্ছন্দরাজ ভৈরবের জন্ম হয়। মহাদেবের ক্ষতস্থানের রক্ত হইতে যে ভৈরব জন্মগ্রহণ করে তাহার নাম 'লম্বিতরাজ'। ইহাভিন্ন শিবের 'গণ' যাঁহারা তাঁহাদের 'ভৈরব' বলা হইয়া থাকে। এই কারণে পুরাণে বহু ভৈরবের নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। স্কন্দপুরাণের কাশীখণ্ডে আছে যে শিবের রোষ হইতে এক ভীষণাকৃতি পুরুষ সৃষ্ট হয়। শিব তাঁহাকে দেখিয়া বলিলেন — ''যেহেতু তুমি কালের ন্যায় বিরাজমান সেইজন্য তোমার এক নাম হইল 'কালরাজ'। তুমি বিশ্বভরণে সমর্থ; সেজন্য তোমার এক নাম 'ভৈরব'। তোমাকে কালও ভয় করিবে তজ্জন্য তোমার অন্য নাম হইবে 'কালভৈরব'। যেহেতু তুমি তুষ্ট হইয়া দুর্বৃত্তগণকে মর্দ্দন করিবে, সেইজন্য তোমার অপর নাম আমর্দ্দক। তুমি ভক্তগণের পাপ ভক্ষণ করিবে, তজ্জন্য তোমার নাম হইবে 'পাপভক্ষণ'। আমার সর্বশ্রেষ্ঠ পুরী কাশীতে তোমার সর্বদা আধিপত্য থাকিবে। চিত্রগুপ্ত এস্থানের পাপপুণ্যকর্ম কিছুই লিখিতে পারিবে না।'' — অতএব আমরা দেখিতে পাই যে শিবের কর্মের প্রয়োজনে যখনই তিনি স্বীয় শাক্তাংশকে প্রকট করিয়াছেন তখনই সেই শিবাংশ কোন না কোনও 'ভৈরব' রূপে প্রকটিত হইয়াছে। 'ভৈরব' শিবের ভীষণশক্তি।

— জয় শিব শম্ভো —

নিরুক্তশাস্ত্রের দৃষ্টিতে বৈদিক দেবতার স্বরূপ আলোচনা

পঞ্চবিংশপর্য্যায় — (বেন)

আধুনিক বেদ মীমাংসক অনির্বাণ কেনোপনিষদে উক্ত 'তদ্‌বনম্' শব্দের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বেনকে শুধু সূর্যই বলেন নি ভাগবৎ পুরাণের পরমপুরুষ বা বৈষ্ণবপদের বঁধূর সঙ্গেও তার সাম্য লক্ষ্য করেছেন। বেদের সূর্য আদিত্য বা ব্রহ্ম এবং জগৎ ও তস্থুষের আত্মা -'সূর্যঃ আত্মা জগতঃ তস্থুষশ্চ'। 'বন্' ধাতু থেকে তিনি বেন শব্দের ব্যুৎপত্তি খুঁজেছেন যার অর্থ কামনা করা। আমাদের পরম কাম্য আত্মা হলেন বন বা বঁধূ। এই বেন আর বন্ অনির্বাণের মতে এক। তিনি সৌন্দর্যর আধারও বটে। বেন্-এর সঙ্গে ল্যাটিন Venus-এর হয়তো সাদৃশ্য আছে। বৈদিক সূর্য বিষ্ণুরূপের মধ্যে বিবর্তিত হয়ে পরে নানা পরিবর্তনের মাধ্যমে ভাগবৎ পুরাণে কৃষ্ণে রূপান্তরিত হয়েছেন। কালিদাসের মেঘদূত কাব্যে কথিত গোপবেশী বিষ্ণুর কথা এক্ষেত্রে স্মরণীয়। গোপীজনবল্লভ কৃষ্ণ সকলরেই বঁধূ কারণ তিনি সর্বাত্মা। রাসলীলায় এই তত্ত্বটি পল্লবিত হয়েছে। বেনের মধ্যে ভাগবতের প্রেমধর্মের বীজ খোঁজাটা কতটা সঙ্গত তা অবশ্যই পণ্ডিতদের বিবেচনার বিষয়।

বেনের দীপ্তিময় রূপের ও সুবর্ণকান্তির তত্ত্ব আলোচনা করতে বসলে সূর্যের মধ্যেই আমাদের অবগাহন করতে হবে। আমরা আগেই বলেছি যে নিরুক্ত মতে বেন দীপ্তি বিশিষ্ট। সূর্যের সঙ্গে যেমন ঝড় বৃষ্টির সম্পর্ক তেমনি বেনেরও সম্পর্ক। বিদ্যুৎ বৈদিক ঋষির কল্পলোকে অতি সহজেই বেনের প্রেমিকা হয়ে দেখা দিয়েছেন। ১০/১২৩/৫ মন্ত্রে পাই— 'অপ্সরা জারমুপসিষ্মিয়ানা যোষা বিভর্তি পরমে ব্যোমন্। চরৎপ্রিয়স্য যোনিষু প্রিয়ঃ সন্ত দীদৎপক্ষে হিরণ্যয়ে স বেনঃ।।'

অর্থাৎ -'বিদ্যুৎ যেন একটি অপ্সরা, বেন যেন তার উপপতি, তিনি যেন বেনকে দেখে ঈষৎ হাস্য করে আলিঙ্গন করলেন। বেন তার প্রেমাস্পদ নায়কের মত প্রেয়সীর রতিকামনা পূর্ণ করে সুবর্ণময় পক্ষে উপবেশন করলেন'।

বেনের সঙ্গে জলের সম্পর্কের কথাও দশম মণ্ডলের সূক্তটিতে আছে।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা বেনকে সূর্যেরই রূপ হিসাবে বিবেচনা করেছেন। Griffith সাহেব প্রাতঃকালে কুয়াশা আর শিশিরের মধ্যে উদীয়মান সূর্যকে বেন বলেছেন। ঋক্‌মন্ত্রেও উদীয়মান সূর্যকে বেন বলা হয়েছে (২/১/১)। Geldner সাহেব নবম মণ্ডলের 'পিশঙ্গ বেন' অংশের অর্থ করতে গিয়ে - তাকে সূর্য বলেই অভিহিত করেছেন। বাল গঙ্গাধর তিলক বেনকে শুক্রগ্রহের প্রতিনিধি বলেছেন। Macdonell ও Keith সাহেব তিলকের মতের সঙ্গে সাম্য প্রদর্শন করেন নি। তাঁরা ঋগ্বেদের ১০/১২৩/১ মন্ত্রে উল্লিখিত 'সূর্যস্য শিশুঃ' বাক্যাংশ বেন সম্পর্কে ব্যবহৃত হওয়ায় সূর্যালোকের দ্বারা প্রতিফলিত রামধনু বলে বেনকে ব্যাখ্যা করেন। এই রামধনু বা ইন্দ্রধনুর সঙ্গে সূর্য ও জল উভয়েরই সম্পর্ক। বৃষ্টির পর যখন আকাশে সূর্য প্রকাশিত হয় তখন সূর্যালোক বিপরীত দিকে সপ্তবর্ণযুক্ত রামধনু সৃষ্টি করে। তাই বোধ হয় তাকে অর্থাৎ বেনকে সূর্যের পুত্র বলা হয়েছে। বৃষ্টি, জল, প্রভৃতি মধ্যমস্থানের কাজ। অতএব রামধনু, বেন হলে তার সঙ্গে ইন্দ্রের সাযুজ্য কল্পনা করতে হবে। 'বায়ুর্বেন্দ্রো বা অন্তরিক্ষস্থানঃ' - এটাই যাস্কের অভিমত। এই দৃষ্টি থেকে দেখার জন্যই হয়তো কৌষিতকি ব্রাহ্মণে (৮/৫) ইন্দ্রের সঙ্গে বেনকে একীভূত করে দেখাবার চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। Oldenberg সাহেব বেনকে আকাশ পথে গমনকারী একটা পক্ষীরূপে ব্যাখ্যা করলেও Apte এই মত অস্বীকার করেছেন।

Ludwing, Hillebrandt, Whitney প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিত বেনকে সূর্য হিসাবে স্বীকার না করে, তাঁকে চন্দ্র বলে মনে করেন। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ৩৪/২ সূক্তে 'সোমস্য বেনাস্' মন্ত্রাংশে কথিত বেনা পদটিকে, বেন শব্দের স্ত্রী লিঙ্গ ধরে বেনাকে সোমের বা চন্দ্রের ভার্যা বলেছেন। সায়নাচার্য এই মন্ত্রের টীকায় বলেছেন সোমের সঙ্গে বেনার বিবাহের সময় কিভাবে তিনচাকার রথে অশ্বিদ্বয় এসেছিল। এই প্রসঙ্গে সূর্যার বিবাহ সংক্রান্ত ঋগ্বেদের সূক্তগুলিও পর্যালোচনার যোগ্য। কিন্তু তাতে মূল বিষয় থেকে আমরা দূরে সরে যাব বলে আর বিস্তৃতির মধ্যে যাচ্ছি না।

ঋগ্বেদের সূক্তে গন্ধর্বদের সঙ্গে সোমের সম্পর্কের কথা আমরা পাই। সায়ণের মতে গন্ধর্ব হল সূর্য। প্রথম মণ্ডলের ৮৩ সূক্তের দ্রষ্টা রহূগণের পুত্র গোতম ঋষি। ঐ সূক্তের পঞ্চম মন্ত্রে বেনকে সূর্য অমৃত বা সোম, ইন্দ্রের বন্ধু উশনা প্রভৃতির সঙ্গে এক করে চিন্তা করা হয়েছে।

ঋগ্বেদের একটি মন্ত্রে (৮/৩/১৮) বেনকে যেমন কামুক পুরুষ বলা হয়েছে। তেমনি অপর একটি মন্ত্রে (১০/৯৩/১৪) তাকে ধনী একজন রাজাও বলা হয়েছে। পরবর্তী সাহিত্যে বেন একজন অধার্মিক ও অত্যাচারী রাজা হিসাবে খ্যাত হন। পুরাণে পাই ঋষিদের অভিশাপে তিনি নিহত হন। তাঁর উরু থেকে নিষাদ জাতির এবং ডান হাত থেকে পৃথুর জন্ম হয়। মনু সংহিতার সপ্তম অধ্যায়ে রাজাদের বেনের মত দুষ্ট না হওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। অবশ্য একথাও ঠিক যে পুরাণের বেন এবং বৈদিক দেবতা বেন এক নাও হতে পারেন।

বেন সংক্রান্ত আলোচনা করতে গেলে সমস্যা দেখা দেয় — এই দেবতা কোন্ স্থানের অধিকারী। নৈরুক্ত ধারায় দ্যুস্থান, পৃথিবীস্থান ও অন্তরীক্ষ স্থান ভেদে দেবতাদের বিভাজন করা হয়েছে। ইন্দ্রের বা জলের সঙ্গে সম্পর্কের দিক থেকে দেখলে এনাকে অন্তরীক্ষস্থানের দেবতা বলতে হবে। আবার তিনি যদি সূর্যের রূপভেদ হন, তাহলে তিনি দ্যুস্থানের দেবতা। এই ব্যাপারটির সমাধান করতে গিয়ে অনির্বাণ সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁর মতে কোন একটি স্থানে দেবতা নিজের প্রকাশ ঘটিয়ে থাকলেও সেখানেই তাঁর কীর্তি নিবদ্ধ থাকে না। মরুতেরা অন্তরীক্ষস্থানের দেবতা হওয়া সত্ত্বেও পৃথিবীস্থানে তাদের শক্তির প্রকাশ ঘটান। মহা দ্যুলোকেও তাঁদের প্রকাশ আছে। তাঁরা দ্যুলোকে পৃশ্নিমাতরঃ অন্তরীক্ষে সিন্ধুসাচরঃ এবং পৃথিবীতে গোমাতরঃ। নিরুক্ত মতে তিন লোকে বিভক্ত দেবতারা একেরই রূপভেদ ও কর্মভেদ মাত্র। তাই একাত্মবাদীদের দৃষ্টিতে একই দেবতা নানা স্থানে অবস্থান করলেও তাঁদের মহত্ত্বের হানি ঘটে না। এই প্রসঙ্গে বেদমীমাংসা ২য় খণ্ডে (২১০ পৃষ্ঠা) অনির্বাণের পর্যবেক্ষণ উদ্ধৃত করে আমরা বর্তমান আলোচনার সমাপ্তি টানছি — 'দেবতাদের লোক নির্দিষ্ট থাকলেও তাঁরা ত্রিলোকসঞ্চারী - যেমন এখান থেকে উজিয়ে যান ওদিকে, তেমনি ওখান থেকে নেমে আসেন এখানে বস্তুতঃ চৈতন্য আলোর মত, একটি কেন্দ্রে থাকলেও তার বিচ্ছুরণ সবদিকে। তাই কোন একটি লোকে কোন দেবতাকে বেঁধে রাখা যায় না'।

...ক্রমশঃ

— অধ্যাপক ডক্টর উদয় চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

যোগীশ্বর রূপে শ্রীশ্রীসরোজ বাবা

প্রসঙ্গ (২৭) : দাদার সমস্ত দিকে দৃষ্টি —

আমার (আশীষ ব্যানার্জী) বাড়ী রামরাজাতলা স্টেশন থেকে আরও কিছুটা ভেতরে। আমি অফিস থেকে ফিরে কিছু

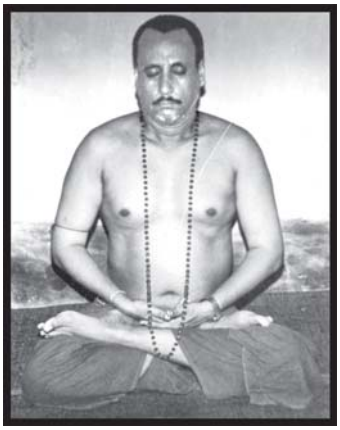

সময় পরে দাদার কাছে সাইকেল নিয়ে রওনা হতাম। এইরকম কোন একদিন বাড়ী থেকে সাইকেল চালিয়ে আসতে গিয়ে দেখি স্টেশনের গেট পড়ে গেছে। আমি তখন মাথা গলিয়ে এবং সাইকেলটা হেলিয়ে লাইনটা পেরিয়ে যেতে গিয়ে দেখি যে ট্রেনটা খুব কাছেই এসে পড়েছে। আমিও ঝড়ের বেগে সাইকেলটা নিয়ে পেরিয়ে গেলাম এবং কেয়ক সেকেণ্ডের ব্যবধানে ট্রেনটা স্টেশনে গিয়ে থামলো। বেশ কিছু পথচারী রেগে গিয়ে গালিগালাজ করলো আমাকে। যাই হোক সেখান থেকে দাদার কাছে চলে গেলাম। দাদার ঘরের ভেতরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দাদা বলে উঠলেন, ''আশীষ, তোর এত তাড়াহুড়ো করার কি আছে? ট্রেনটা চলে গেলে তারপর লাইন ক্রস করতিস।'' একথা সেকথা বলার পর এই ঘটনার জের ধরে বললাম যে ''দাদা, আপনি আগে থেকে জানতে পারেন কি করে?'' দাদা নির্বিকার হয়ে বললেন, ''বায়ু বলে দেয়; বায়ু আমায় আগাম খবর দিয়ে দেয়।''

প্রসঙ্গ (২৮) : ভালো কাজ শ্রীশ্রীবাবার দৃষ্টিতে আগে ধরা পড়ে —

কোন একদিনের ঘটনা। দাদা (শ্রীশ্রীবাবা) তখন দোতলার ঘরে অর্থাৎ সিঁড়ি দিয়ে উঠেই বাঁদিকের ঘরে রয়েছেন। বেশ কিছু ভক্ত দাদার সাথে দেখা করতে এসেছেন, সেই সময় একজন বয়স্কা মহিলা দাদার সঙ্গে দেখা করে আস্তে আস্তে খুব সতর্কতার সঙ্গে (বয়স্কা ভদ্রমহিলার বার্ধ্যক্যজনিত হাঁটা-চলার সমস্যা) সিঁড়ি দিয়ে নামছেন। আমি তখন একতলার ঘর থেকে সিঁড়ি দিয়ে উঠে দাদার দোতলার ঘরের দিকে যাচ্ছি। হঠাৎ সেই ভদ্রমহিলাকে সিঁড়ি দিয়ে খুব সতর্কতার সঙ্গে নামতে দেখে আমি তাঁকে ধরি এবং আস্তে আস্তে একতলার ঘরে নামিয়ে দিই এবং উনি আশীর্বাদ করেন। তারপর আমি দাদার ঘরে এলে দাদা সঙ্গে সঙ্গে আমার মাথায় হাত দিয়ে বললেন যে, ''আমি আশীর্বাদ করি তুই যেন সারা জীবন এইরকমভাবে মানুষের পাশে দাঁড়াতে পারিস।'' (দাদার ঘর থেকে সিঁড়ি কোনভাবেই দেখা যায় না এবং সেই মুহূর্তে কোন ভক্ত বা শিষ্য সিঁড়ি দিয়ে যাতায়াত করেনি। তবে দাদা কেমন করে এ ঘটনা দেখলেন ও জানলেন?)

প্রসঙ্গ (২৯) : সদ্‌গুরু কৃপা মৃত মানুষের মধ্যে মুহূর্তের মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করে —

সদ্‌গুরুরূপী মহাত্মারা অনেক সময় লোকালয়ে এসে সংসারী মানুষকে উদ্ধার করে দিয়ে সেখান থেকে সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্হিত হন। তার কারণ ওনারা চান না যে তাঁদের প্রতি সেই কৃপাপ্রাপ্ত মানুষগুলি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ুক। এইরকম একটি ঘটনা গুরুমহারাজ আমাদের আশীষদাকে বলেছিলেন— তখন আমাদের গুরুদেব (লাহিড়ীবাবা) তাঁর গুরুদেব শ্রীশ্রীনাঙ্গাবাবার সাথে হিমালয়ের প্রান্তরে প্রান্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। এই সময় একদিন তাঁরা একটি জনবসতিতে (সম্ভবতঃ গাড়োয়ালের নদীর ধারে কোনও গ্রামে) এসে দেখতে পেলেন যে একটি পরিবারের একটা বাচ্চা ছেলে সর্পদংশনে মারা গিয়েছে এবং ছেলেটিকে তাদের লোকজন গঙ্গার তীরে জল সিঞ্চন করছে। তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা গেল যে ছেলেটি পরিবারের একটি মাত্র ছেলে এবং সেই কারণে সবাই ভীষণ কান্নাকাটি করছে। ছেলেটির বাবা এবং মা হঠাৎ বিশালদেহী দুই সন্ন্যাসীদের দেখে তখন নাঙ্গাবাবার পদযুগলে আছড়ে পড়ে ছেলেটির প্রাণ ভিক্ষা চাইল। তারা নাঙ্গাবাবার পদযুগল জড়িয়ে ধরে পড়ে রইল। শ্রীশ্রীনাঙ্গাবাবার মনে মুহূর্তের মধ্যে মাতৃভাব ফুটে উঠলো এবং ছেলেটির কাছে গিয়ে তিনি তখন কিছু ক্রিয়া-কলাপের মাধ্যমে প্রাণ সঞ্চার করলেন। তখন সকলে আনন্দে আত্মহারা হয়ে ছেলেটিকে ঘিরে ধরলো এবং বাচ্চাটির মা ছেলেটিকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলো। নাঙ্গাবাবা আমাদের বাবাকে বললেন, ''চল্ বেটা, রে সব কুছ সমঝনে কে পহলে হী হম দোনোঁ য়হাঁ সে চল পড়ে।'' এরপরেই তাঁরা এক মুহূর্তও সেইখানে আর না দাঁড়িয়ে সেখান

থেকে অন্তর্ধান করলেন। এইসব বিরাট মহাত্মা স্বরূপ সদ্‌গুরুরা মানুষকে উদ্ধার করে দিয়ে অদৃশ্য হয়ে যান।

প্রসঙ্গ (৩০) : ক্রিয়ান্বিত সন্তানের প্রতি বাবার প্রতি-মুহূর্তে দৃষ্টি —

আমি প্রত্যেকটি দিন যখন অফিসে যাই তখন বাড়ী থেকে সাইকেল করে রামরাজাতলা বাস-স্ট্যাণ্ডেতে আসি এবং বাস ছাড়তে দেরী আছে দেখে আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দাদার দেওয়া পদ্ধতি অনুযায়ী ক্রিয়া করতে থাকি এবং মনে মনে বেশ আনন্দ পাই। সেইদিন সন্ধ্যাবেলা অফিস থেকে ফিরে দাদার কাছে গেলে দাদা বলে উঠলেন, ''হ্যাঁরে, ভরা পেটে ভাত খেয়েই ক্রিয়া করতে হয়? এতে না হয় সত্যিকারের ক্রিয়া, এবং শরীরেও ক্ষতি হয়। ক্রিয়া জিনিসটা যখন তখন যেখানে-সেখানে করবার নয়; এতে গুরুমহারাজরা অসন্তুষ্ট হন।'' সেইদিন থেকে আমি এটা মেনে চলি।

প্রসঙ্গ (৩১) : সদ্‌গুরু সবই লক্ষ্য রাখেন —

কোন একদিন আমি (আশীষ ব্যানার্জী) দাদার কাছে বসে আছি। দাদার কাছে আরও একজন ভদ্রলোক দাদার (শ্রীশ্রীবাবার সাথে কথায় ব্যস্ত। দাদাও তাকে বিশেষ কিছু কথা বলছেন। আমি তখন একাকী বসে মনে মনে 'প্রণব মন্ত্র' জপ করছি। বেশ কিছুক্ষণ পর হঠাৎ ভদ্রলোককে দাদা বলে উঠলেন যে, ''দাদা, আপনি কি প্রণব মন্ত্র জপ করছেন?'' ভদ্রলোক উত্তর দিলেন, ''না''। দাদা চুপ করে রইলেন। আমি বুঝলাম যে দাদা আমায় জানান দিলেন যে ''আশীষ আমি সব কিছুই লক্ষ্য রাখি।''

(শ্রীশ্রীমায়ের কাছে আমাদের গেরো বাঁধা আছে মায়ের বৃত্তের বাইরে গেলেই ঠিক টেনে নেবেন। কোন ভয় নেই।)

.....ক্রমশঃ

—পিতৃচরণাশ্রিত শ্রীপ্রদীপ চট্টোপাধ্যায়
শিবপুর, হাওড়া

আধ্যাত্মিক প্রশ্নোত্তরী

(বুদ্ধ পূর্ণিমা, ২০১৬)

১) যোগমার্গের সপ্তভূমি কি কি? তাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

উঃ — যোগমার্গের সপ্তভূমি, যথাক্রমে —

(১) শুভেচ্ছা — এটি হল সাধনা চতুষ্টয় সম্পন্ন গুরুর নিকট গমনপূর্বক যথার্থ জ্ঞানের ইচ্ছা।

(২) বিচারণা — গুরুর কাছে গমনের পর তাঁর বাক্য শ্রবণ ও তজ্জন্য মনন রূপ নিজের সন্দেহজনক প্রশ্নের মীমাংসা লাভ।

(৩) তনুমানসা — এটি হল, প্রত্যক্ষবোধের জন্য গুরু উপদেশ মত ধ্যান ও অভ্যাস। ক্ষীণ চিত্ততা, চিত্তবৃত্তি নিরোধ হওয়া অবস্থা।

(৪) সত্তাপত্তি — তত্ত্ব সাক্ষাৎকার প্রাপ্তি। অর্থাৎ যোগপ্রাপ্তি। (৫), (৬) ও (৭) হচ্ছে, তত্ত্ব সাক্ষাৎকারের পর জীবন্মুক্ত পুরুষের তিনটি ভেদাবস্থা।

(৫) অসংশক্তি — বৈরাগ্য প্রাপ্তি

(৬) পদার্থ ভাবনী — একমাত্র আত্মা ব্যতীত অন্য কিছু নাই, এই বোধ।

(৭) তুর্য্যগা — কৈবল্যপদ, নির্ব্বাণ।

২) 'ব্রহ্মচক্র' কি? ব্রহ্মচক্রের স্থান কোথায়?

উঃ — কোন কোন সিদ্ধযোগীগণ বলেন যে মূলাধারে রজোগুণী ব্রহ্মা রয়েছেন বলে সেই মূলাধারকেই 'ব্রহ্মচক্র' বলা হয়। ষট্‌চক্রের অন্তর্গত মূলাধারকেই আধার চক্র বলা হয়ে থাকে। কারণ, এই আধারচক্রেই আধার চেতনার অহং তত্ত্বের বিকাশ হয়।

ক্রিয়া সাধনায় আমরা যখন নাভিক্রিয়া সম্পাদন করি তখন সামনে-পিছনে ধ্যান-ক্রিয়া করা হয়ে থাকে। সেই নাভির ঠিক পিছনেই নাভির মূলটি থাকে, যেটা পঞ্চদল বিশিষ্ট পদ্মের মত; নাভি হল তেজতত্ত্বের স্থল এবং সেই তেজতত্ত্বের পিছনেই রয়েছে 'ব্রহ্মদেব' বা 'ব্রহ্মার'আসন 'ব্রহ্মচক্র'। ব্রহ্মচক্রের পিছনে রয়েছে কালচক্র ও পরে বিষ্ণুনাভি। অতএব ব্রহ্মচক্রের স্থান হল নাভির মূলায়। এই ব্রহ্মচক্রের

সঙ্গে নিম্নে শাক্তসহস্রার বা ঊননাভির সরাসরি সংযোগ রয়েছে এবং শাক্তসহস্রারের উপরেই আধার চক্ররূপী 'মূলাধার চক্র' রয়েছে।

৩) অধ্যাত্মমার্গে 'সমাপত্তি' কাকে বলে? সমাপত্তি কয় প্রকার ও কি কি?

উঃ — চিৎ বস্তু যখন বৃত্তিসারূপ্য প্রাপ্ত হয় তখনই তাহার নাম হয় চিত্ত। চিৎ-এর যে এই চিত্ত হওয়া, এটি যে অবস্থায় প্রত্যক্ষ হয়, অনুভব হয়, তাকেই 'সমাপত্তি' বলে। অর্থাৎ 'সমাধি'র-ই অপর নাম সমাপত্তি।

সমাপত্তির ভেদ অসংখ্য, তন্মধ্যে গ্রাহ্যবিষয়ক সমাপত্তির ভেদ দুই প্রকার — সবিতর্কা ও নির্ব্বিতর্কা; আর গ্রহণ বিষয়ক সমাপত্তির ভেদ দুই প্রকার সবিচারা ও নির্ব্বিচারা। এই চার প্রকার সমাপত্তির ভেদই প্রধান ভাবে লক্ষণীয়।

৪) ললনা চক্রের স্থান কোথায়? ললনাচক্রের বৈশিষ্ট্য কি?

উঃ — মুখের তালুকুহরে ললনা চক্রের স্থান। ললনাচক্রে দেহাভ্যন্তরস্থ ৪৯ বায়ু সমন্বিত ৪৯ প্রধান নাড়ীর সংঘবদ্ধ কেন্দ্রস্থল। অর্থাৎ ৪৯ নাড়ী ললনাচক্রদলে গ্রথিত রয়েছে, যেগুলির মধ্যে ৪৯ প্রকার বায়ুর কার্য্যকারিতা নির্বাচিত হয়। এটি দেহের অন্যতম প্রধান কার্য্য সম্পাদনের কেন্দ্র।

৫) হৃষীকেশের পাঞ্চজন্য শঙ্খধ্বনি কি?

উঃ — ক্রিয়া করতে করতে কূটস্থে ব্রহ্মবিন্দুতে মন স্থির হয়ে এলেই নীচের থেকে একটি বায়ু প্রবাহ গর্‌গর্‌ করে তীব্রবেগে উপরে উঠতে থাকে আর সেই সঙ্গে শব্দেরও স্ফুরণ হয়। সেই শব্দ গগন মণ্ডলে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। এই শব্দকে 'নাদ' বলে; এটা আজ্ঞাচক্রেই শোনা যায়। এই নাদধ্বনি একাগ্র চিত্তে শুনলে বুঝতে পারা যায় যে কতকগুলি বিভিন্ন স্বর এক তালে ধ্বনিত হয়ে একটি স্বতন্ত্র শব্দের মত ধ্বনিত হচ্ছে। এইটাই হল হৃষীকেশের পাঞ্চজন্য শঙ্খধ্বনি।

৬) সাধকের 'কপিধ্বজ' অবস্থা কি?

উঃ — ক্রিয়াকালে জিহ্বা উল্টে নিয়ে নাসারন্ধ্রের উপরে শ্লেষ্মাস্থান অতিক্রম করিয়ে ডগাটা ঈষৎ বাঁ দিকে হেলিয়ে রাখতে হয়। এটিই সাধকের 'কপিধ্বজ' অবস্থা।

৭) 'সুর' কাকে বলে ?

উঃ — সুর (স + উ + র) - 'স' অক্ষরে 'ঈশ্বর' বুঝায়; ''প্রাণোহি ভগবানীশঃ'', সুতরাং প্রাণ, 'উ' অক্ষর হল সহস্রার= স্থিতি পদ; র = তেজ; প্রাণ সহস্রারে স্থির হলে যে তেজোরাশি প্রকাশ পায়, তাই 'সুর'। অতএব 'সুর' হল আলোক, 'ধ্বন্বাত্মক আলোক' যা কূটস্থে অনুভূত হয়।

৮) জন্ম ও মরণ মানে কি?

উঃ — চৈতন্যের নামরূপের আবরণ গ্রহণই 'জন্ম', সেই আবরণ বিহীন হওয়াই মুক্তি, আবার আবরণ পাল্টাবার জন্যে অসাবধানে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের নাম 'মরণ'।

৯) কর্ম কয় প্রকার ও কি কি? 'জড়সমাধি' কাকে বলে? 'ব্রাহ্মীস্থিতি' কাকে বলে?

উঃ — কর্ম দুই প্রকার — সকাম ও নিষ্কাম। সকাম নিষ্কামতা হেতু সমাধি দুই প্রকারের; সকাম কর্মে মনে কামনা-বাসনার চিন্তনের প্রবাহ স্তিমিত হয়ে এলে তখন কামনার বিষয়ের স্মৃতিসংস্কার নিয়েই কূটস্থে মন লয় হয় যখন, তখন একপ্রকার সমাধি হয়। সমাধি ভঙ্গ হয়ে গেলেই জাগ্রত হবার সঙ্গে সঙ্গে সাধকের মনে সেই বিষয়ের স্মৃতি সংস্কার আবার জাগ্রত হয়ে ওঠে। এটির নাম জড়সমাধি।

নিষ্কাম কর্ম ফুরিয়ে যাবার সময়, মনে কোন কামনা না থাকায়, কেবল চৈতন্যই লক্ষ্য থাকে এবং সেই চৈতন্যেই লীন হতে হয়। এ অবস্থা ভঙ্গ হয়ে গেলে কিছুই মনে হয় না, কেবল কি জানি কেমন বেশ ভালছিলাম এই রকম একটা স্থির আনন্দ বোধে অন্তঃকরণ মেতে থাকে। এই অবস্থার নাম চৈতন্য সমাধি বা ব্রাহ্মীস্থিতি।

১০) 'যোগস্থান' কি? স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ কি? সেই স্থিতধী 'জীবন্মুক্ত' কাকে বলে?

উঃ — ক্রিয়াপদ এবং নিষ্ক্রিয়পদের সংযোগস্থলকে যোগস্থান বলে। এই স্থান আজ্ঞায় কূটে অবস্থিত। কূটে লক্ষ্য স্থির করলেই যোগস্থ হওয়া যায়। সুষুম্নায় গুরোপদেশ মত প্রাণ চালনা করতে করতে পরিশেষে নিরালম্ব নিষ্ক্রিয় অবস্থা আপনি আসে। যোগাবস্থায় যে স্পন্দনহীন ভাব হয়, একবার সেই ভাব প্রাপ্ত হলে পরে তা হতে নীচে মন নেমে এলেও মন আর পূর্বের মত বিষয়ে আসক্ত হয় না — তখন প্রজ্ঞা সর্বদাই চলতে বসতে খেতে শুতে সেই পরমাত্মাতে লক্ষ্য রাখে এবং জগৎকেও ক্রমে ব্রহ্মময় করিয়ে তোলে, জেগে থেকেও মন সেই সমাহিত একপ্রকার অটল স্থির অবস্থা বোধ করে। ইহাই স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ। তখন জ্ঞানজ্যোতি স্থির ধীর থাকে বলে, এ অবস্থাকে জাগ্রত সমাধি অবস্থা বলে। এই জাগ্রত সমাধিমুক্ত অবস্থাই হল জীবন্মুক্ত অবস্থা।

শ্রীশ্রীভগবান কিশোরী মোহনের পত্রাবলী

শ্রীঅমরেন্দ্র চন্দ্র শ্যামের গ্রন্থনায়, 'অখণ্ড মহাপীঠ' দ্বারা প্রকাশিত ভগবান শ্রীশ্রীকিশোরী মোহনের জীবনী গ্রন্থ 'বৃহৎ কিশোরী ভাগবত'-এর অন্তর্গত ভগবান কিশোরী মোহনের অমূল্য আধ্যাত্মিক উপদেশ সমৃদ্ধ পত্রাবলীর থেকে নিম্নলিখিত পত্রটি উদ্ধৃত করা হল।

পত্র নং (৩)

ওঁ

১৬ই পৌষ, ১৩৪৫ বাং
কাশীধাম

শ্রীমান ক্ষিতীশ - পরম কল্যাণীয়েষু,

তোমার পত্র পাইয়াছি। তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতেছি — যথা সাধনের তিনটি পথ আছে।

১) ভক্তিযোগ — ঈশ্বর আরাধনা দ্বারা মুক্তি হইতে পারে। পতঞ্জলি বলিয়াছেন — 'ঈশ্বর প্রণিধানৎবা পরে প্রত্যেক চেতনাধিগমঃ অপ্যন্তরায়া ভাবশ্চ' — তদ্বারা আত্মজ্ঞানের বিকাশ হয় এবং যোগের নব প্রকার অন্তরায় বা বিঘ্ন নাশপ্রাপ্ত হয়। যাহাদের তীব্র ভক্তি তাহাদিগেরই এতদ্বারা মুক্তি হয়। ঐ সকল ভক্তের পুরুষকার বলে কিছুই করিবার সাধ্য থাকে না। যাহা কিছু হয় অর্থাৎ ধ্যান, সমাধি ও মুক্তি ঈশ্বরের কৃপাবলে হইয়া থাকে। ঈশ্বর সকলই করিয়া দিবেন এইরূপ আশা ও বিশ্বাস করিয়া ঈশ্বরে আত্ম সমর্পণ ও নির্ভরতা রাখিয়া ভক্ত অবস্থান করেন। তৎসম্বন্ধে ভগবদ্‌গীতায় আছে — 'তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যু সংসার সাগরাৎ। নাশয়ামাত্মভাবস্থঃ জ্ঞান দীপেন ভাস্বতা' ইত্যাদি।

২) অষ্টাঙ্গ যোগ সাধন — ইহাতে যতদিন চিত্ত বিক্ষিপ্ত থাকে তপঃ, স্বাধ্যায়, ঈশ্বর প্রণিধানানি ক্রিয়াযোগঃ। স্বাধ্যায় শব্দের অর্থ — মোক্ষ শাস্ত্রাধ্যয়ন ও প্রণবাদি মন্ত্রজপ। ঈশ্বর-প্রণিধান শব্দের অর্থ — ঈশ্বরে ভক্তি এবং তাহাতে কর্ম অর্পণ করিলে চিত্ত একাগ্র হইলে আত্মধ্যান অভ্যাস করিবে। তখন আর ভক্তিযোগে আরাধনার প্রয়োজন থাকে না।

৩) জ্ঞানযোগ — ইহাতে চিত্ত শুদ্ধ হইলে বিবেকের উদয় হয়। তদ্বারা আত্ম অনাত্ম বিচার ও পরমাত্মার সহিত অভেদে আত্মচিন্তন ও আত্মধ্যানাদির দ্বারা জ্ঞানোদয়ে মুক্তি হয়। আত্মজ্ঞানের উদয় ব্যতীত কোন পথেই মুক্তি নাই। নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়। শ্রুতি বলিয়াছেন — ইহা পুরুষকার বলে সাধন। চিত্ত সম্পূর্ণ শুদ্ধ হইলে বিবেক দ্বারা বিচার করিয়া জ্ঞান ও মুক্তিলাভ হয়। এই পথে ঈশ্বরের উপর নির্ভরতা নাই। কিন্তু যাহাদের চিত্ত সম্পূর্ণ রজোসুখ মলশূন্য হয় নাই, তাহাদের কিছু কিছু ঈশ্বরারাধনা রাখাই ভাল। সম্পূর্ন নির্ভরতা করিতে গেলে আর পুরুষকার বলে সাধন চলে না। তবে কিছু কিছু রাখিলে তদ্বারা যোগ বিঘ্নাদির নাশ হয় এবং কার্যে অনুকূলতা হয়। এই জন্য জ্ঞান-

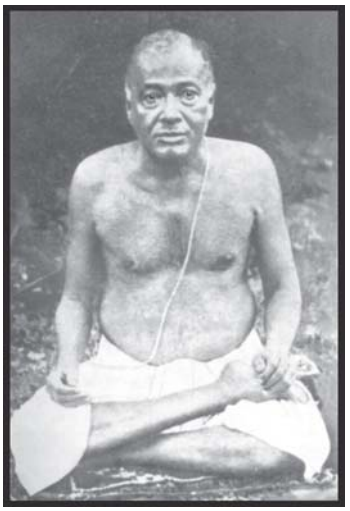

পথের অনেক সাধক সপ্তাহের মধ্যে একদিন ঈশ্বরারাধনা, স্তব, স্তুতি ইত্যাদি করিয়া থাকে। তাহাতে জ্ঞানপথ সরস হয়, কটুতা থাকে না।

ঈশ্বর জগৎগুরু। পতঞ্জলি বলিয়াছেন - 'স পূর্ব্বেষামপি গুরু কালেনানবচ্ছেদাৎ'। তিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু শিবেরও গুরু। সকল দেহধারী গুরুর অন্তর্বর্তী থাকিয়া সদুপদেশ দিয়া থাকেন। এই জন্য শাস্ত্র বিধানে গুরুকে ঈশ্বরভাবে দেখিতে হয়, মানুষ ভাবে নহে। কলির জীব প্রায়ই অসংযমী এজন্য তাহাদিগের ভক্তিযোগে আরাধনা প্রশস্ত। তোমাদের প্রতি আমার যে উপদেশ তাহা পুরুষকার বলে তত্ত্বজ্ঞান সাধন, ভক্তিযোগে আরাধনা নহে। তবে যেমন গুরুকে প্রণাম কর, তাঁহাকে গুরু বলিয়াই প্রণাম করা উচিত। মুক্তিলাভ করিয়াও লোকাচারে গুরুকে প্রণাম করিয়া থাকে। ইহা তোমরা সকলে পাঠ কর এবং তদনুসারে সাধন কর। একমেবাদ্বিতীয়ং।

ইতি —

শ্রীকিশোরী মোহন

তুমি, শ্রীমান রাজা, শ্রীমান বেবী ও শ্রীমান অমরেন্দ্র সকলে আমার আশীর্ব্বাদ জান।

শ্রীমতী সরলা ইহার নকল রাখিবে।

('বৃহৎ কিশোরী ভাগবত' গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত)

ব্রহ্মবাদিনী সতী ওঘবতী

শ্রীশ্রীমা সর্বাণী

মাহিষ্মতী নগরীতে ইক্ষ্বাকুবংশীয় দুর্যোধন নামে এক ধর্মাত্মা নৃপতি ছিলেন। এঁনার ঔরসে দেবনদী নর্মদার গর্ভে 'সুদর্শনা' নামে এক রূপবতী কন্যা জন্মগ্রহণ করে। অগ্নিদেবের সঙ্গে সেই কন্যার বিবাহ হয়। অগ্নিদেবের ঔরসে সুদর্শনার গর্ভে এক পুত্র হয়, তাঁহার নাম সুদর্শন।

ওঘবতী, নৃগরাজের পিতামহ ওঘবানের কন্যা ছিলেন। এঁনার সঙ্গে, সুদর্শনের বিবাহ হয়। রাজা সুদর্শন অত্যন্ত ধার্মিক ছিলেন। তিনি স্ত্রীসহ কুরুক্ষেত্রে বসবাস করিতে থাকেন এবং গার্হস্থ্যাশ্রমে থাকিয়াই মৃত্যুকে জয় করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। তিনি তাঁহার পত্নী ওঘবতীকে বলেন যে তিনি যেন অতিথি সৎকার ব্রত পালন করিতে যত্ন নেন। এমন কি প্রয়োজন হইলে আত্মদান করিতেও যেন কুণ্ঠিত না হন। ইহা ভিন্ন স্বামী গৃহে অনুপস্থিত থাকিলেও যেন অতিথি সৎকারর কোনও ত্রুটি না হয়। কারণ জগতে অতিথিই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি।

একদিন সুদর্শনের অনুপস্থিতিতে স্বয়ং ধর্মরাজ ব্রাহ্মণের বেশে ওঘবতীর আতিথ্য গ্রহণ করেন। ওঘবতী ব্রাহ্মণকে অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহার প্রয়োজন সম্বন্ধে জানিতে চাহিলে ব্রাহ্মণরূপী ধর্ম তাহাকেই প্রার্থনা করিলেন। ইহাতে ওঘবতী তখন তাঁহাকে অন্যান্য অভীষ্ট বস্তুর প্রলোভন দেখাইলেন বটে কিন্তু তথাপি ব্রাহ্মণ তাহাতে অসম্মত হইলেন। তখন পতি-আজ্ঞা স্মরণ করিয়া সলজ্জভাবে ওঘবতী 'তাই হোক' বলিয়া ব্রাহ্মণের সঙ্গে অন্য গৃহে গমন করিলেন।

এদিকে সুদর্শন গৃহে প্রত্যাগমন করিলে দেখিলেন যে ঘরে স্ত্রী নাই। তখন বারংবার তিনি ওঘবতীকে ডাকিতে লাগিলেন। ওদিকে ব্রাহ্মণের বাহুপাশে আবদ্ধ ওঘবতী নিজেকে উচ্ছিষ্ট জ্ঞানে স্বামীর আহ্বানে নিরুত্তর রহিলেন। তখন ব্রাহ্মণ কুটীরের ভিতর হইতে বলিলেন, ''আমি অতিথি ব্রাহ্মণ, তোমার গৃহে এসেছি, তোমার স্ত্রী আমার প্রার্থনা পূরণ করিতেছেন। এ অবস্থায় তোমার যা উচিত মনে হয়, তুমি তাহাই করিতে পার।'' অতিথি সৎকার ব্রত পালনে বিমুখ হইলে সুদর্শনকে বধ করিবার জন্য তাহার পশ্চাতে লৌহমুদ্গরধারী মৃত্যু অদৃশ্যভাবে অপেক্ষা করিতেছিল। কিন্তু অতিথির কথায় বিস্মিত সুদর্শন ঈর্ষা ও ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন যে, ''আপনার অভীপ্সা পূর্ণ হোক; আমার প্রাণ, পত্নী ও সর্বস্ব আমি অতিথিকে দান করিতে পারি। আমি সত্য বলিতেছি, এই সত্য দ্বারা দেবতারা আমাকে পালন অথবা দহন করুন।'' তখন ব্রাহ্মণবেশী ধর্ম কুটীর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া আত্মপরিচয় দিয়া বলিলেন যে তিনি সুদর্শনকে পরীক্ষা করিতে আসিয়াছিলেন। ছিদ্রানুসন্ধিৎসু মৃত্যুকে সুদর্শন জয় করিয়াছেন। ওঘবতী, সুদর্শন ও নিজেকে নিজ ক্ষমতায় রক্ষা করিতে সমর্থা এবং তিনি যাহা বলিবেন তাহা কভুও অন্যথা হইবে না। পতিব্রতা ধর্ম এবং সত্যাবলম্বনকারিনী এই ওঘবতী তখন ধর্মরাজের বরে সত্যরূপ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিলেন। এই ব্রহ্মবাদিনী নিজ তপস্যার প্রভাবে তাঁহার অর্ধশরীর দ্বারা ওঘবতী নদীরূপে লোকপাবন ও লোক-কল্যাণ এবং অর্ধ-শরীরে সুদর্শনের অনুগমন করিয়াছিলেন। সুদর্শন তখন এঁনার সঙ্গে সশরীরে শাশ্বত সনাতন লোক প্রাপ্ত হইলেন। সুদর্শন মৃত্যুকে পরাভূত, বীর্যবলে পঞ্চভূতকে অতিক্রম ও গার্হস্থ্যধর্ম দ্বারা কাম ক্রোধাদি ষট্রিপু জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। অতঃপর দেবরাজ ইন্দ্র শ্বেতবর্ণ সহস্র অশ্বযোজিত রথে সুদর্শন ও ওঘবতীকে তুলিয়া লইলেন এবং উহারা উন্নত স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইলেন। কথিত আছে দেবাসুর সংগ্রামে স্কন্দ, দেবসেনাপতি পদে বৃত হইলে ওঘবতী নদী তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অনুচর সুপ্রসাদ, সুরেণু ও জিষ্ণুকে প্রদান করিয়াছিলেন।

ধর্মরাজ যম পুণ্যবান্ লোকদিগকে দেখিলে নারায়ণ রূপে দর্শন দেন আর পাপীদিগের নিকট তিনি ভীষণরূপ ধারণ করেন। অথর্ববেদে উল্লিখিত আছে যে যমই মৃতদিগকে আশ্রয় দেন ও ভবিষ্যৎবাসের স্থান নির্দেশ করেন। উপরিউক্ত ঘটনায় সুদর্শন মৃত্যুকে অতিক্রম করিবার জন্য তপস্যা করায় ধর্মরাজ তাঁহাকে পরীক্ষা করিতে আসিয়া ছিলেন কিন্তু পরীক্ষা প্রত্যক্ষভাবে দিতে হইয়াছিল তাঁহার পতিব্রতা সতীসাধ্বী স্ত্রীকে। সৎস্বামীর ধর্মকে ধারণ করিয়া স্বামীকে তপস্যায় সহায়তা করাই পতিব্রতার ধর্ম। সদা সত্যাবলম্বন করায় ওঘবতী সত্যস্বরূপই হইয়া যান যার ফলে ধর্মরাজের কঠিন-কঠোর পরীক্ষায় সহজেই উত্তীর্ণ হইয়া সুদর্শনকে তাঁহার চিরন্তন পতিরূপে প্রাপ্ত হইয়া অক্ষয় স্বর্গলাভ করিয়াছিলেন। পাতিব্রাত্য ধর্ম ভক্তিমার্গের কান্ত ও দাস্যভাবের মধ্যে পড়ে এবং অন্তিমে মধুরভাবের সাধনায় পর্য্যবসিত হয়। একমাত্র

পাতিব্রাত্য ধর্মসাধনার মার্গেই স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক চিরন্তন হয়; পাতিব্রাত্য ধর্ম গার্হস্থ্যধর্ম সাধনার এক সুপ্রাচীন মার্গ। এই মার্গের আদি নিদর্শন স্থাপন করেন ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠদেব ও দেবী অরুন্ধতী।

(*সহায়ক গ্রন্থ : মহাভারত ও বামন পুরাণ*)

নিত্যসিদ্ধ মহাত্মার দিব্যদর্শনে—শ্রীরামকৃষ্ণ লীলা

শ্রীবিষ্ণুপদ সিদ্ধান্ত ঠাকুর

(২৮)

রামকৃষ্ণদেব — ''মায়ের কাছে কি জাত-বিজাত আছে? সবাই মায়ের ছেলে, স্কুলে যেমন একই বেঞ্চে বামুন, কায়েথ, ইতর, ভদ্র বসতে পায় মায়ের কাছে তেমনি সবাই সমান। একই গাছের ফল কোনটা পাকা, কোনটা কাঁচা, কোনটা বা কুজো, তাই বলে কি গাছ তাদের ঘৃণা করে? কাউকে ছোট মনে করিস না, কার ভেতরে কি আছে তা কি বোঝা যায়? মায়ের জগতে সবাই বড়, বাবুই পাখীর বাসা দেখেছিস্? মানুষকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলা হয়, সেও কি অমনি একটা বানাতে পারে? একটা সামান্য বিষকীটের জ্বালা সইতে পারিস? তাই বলছি কাউকে ঘৃণা করিস্না। কাউকে ছোট মনে করিস্ না।''

শ্রীবিষ্ণুপদ সিদ্ধান্ত ঠাকুর

বিবেকানন্দ ধীর গম্ভীর কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন—''কিন্তু মানুষের এসব আসে কেন? ছোট বড়োর ভেদ রয়েছে, শিশুকে বৃদ্ধ বলে ডাকব কেমন করে, যে নীচ বা অসত্যের কর্ম করে, চোর বা বাটপাড়দের শ্রদ্ধার চোখে দেখি কেমন করে? অসত্যকে প্রশ্রয় দিলে জগতে অধর্ম আর পাপ কাজতো বেড়েই চলবে তখন আপনাদের মত সাধু-সন্ন্যাসীর স্থান কোথা?''

রামকৃষ্ণদেব — ''দূর বোকা! আগুনের কাছে কি খড়কুটো কূট-বুদ্ধির চাল মারতে পারে? সূর্য্য উঠলে আঁধার থাকে? বেদেদের কাছে সাপের বিষদাঁত থাকে? ঐ কুলোপানা চক্রই থাকে, মায়ের নামে সব রকম ছেলেই মায়ের কোলে শুয়ে পড়ে। পণ্ডিতের কাছে কি মুখ্যুরা দাঁড়াতে পারে? আমি তা বলছিনা, আমি বলছি মায়ের কাছে যেমন সব ছেলেই সমান, কাউকে সে ছোট মনে করে না বা ঘেন্না করে না, সব মানুষই যেন সবাইকে ভালবাসতে পারে। নিজেকেই বড় মনে করিসনা, বড়মানুষী ফলাস না, যত ছোট ভাব মনে রাখবি, ততই নামডাক পাবার অধিকারী হবি—বুঝলি?''

বিবেকানন্দ - ''ও কথাতো পাঠশালা থেকে শুনে আসছি- সদা সত্য কথা বলিবে, কদাচ মিথ্যা কথা বলিবেনা— কিন্তু বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত মানুষ তা পারে না কেন?''

রামকৃষ্ণ হেসে উত্তর দিলেন— ''ও কথার মানে বুঝিস না বলেই দুঃখ পাস্। ও কথার মানে হচ্ছে মায়ের কাছে সবই নিত্য সত্য, মিথ্যা বলে কিছুই নেই। মানুষ বা জীব যে সব কর্ম করে বা কথা বলে সবই মায়ের দেওয়া; মায়ের কাছে কি সত্যমিথ্যা আছে? যে খাবারটা তোর হজম হয় না তোর কাছে অসত্য বা অখাদ্য কিন্তু অন্যের কাছে তা সত্য আর সুস্বাদু খাদ্য। সাধু-সন্ন্যাসী নেংটি পরে দুনিয়া ঘোরে, তোর কাছে তা লজ্জাজনক। আমার এক রাতের একটা গল্প শুনবি? একদিন দুপুর রাতে, মা বললেন—'নেংটা হয়ে ভোর পর্য্যন্ত সারা কলকাতা ঘুরে আয়'— আমি কি পারি তা? কিন্তু করতেই হল। দিগম্বর হয়ে রাস্তায় সে নিঝুম আঁধার রাতে বেরিয়ে পড়লুম, রাত্রি প্রায় তিন প্রহরের সময় বড়বাজারের কাছে এক পুলিসের হাতে ধরা পড়লুম। সে আমায় থানায় নিয়ে যেতে চাইলো, আমি তাকে এক হুমকি দিতেই সে তার উপরওলাকে ডাকলো; তিন চার জন আমাকে চেপে ধরে বলল—'তুমি এত রাত্রে নেংটা হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছ কেন? তোমায় হাজতে পাঠাব।' এই শুনতেই আমি সেখানে বসেই পায়খানা করে বললুম—'তোমরা এটা খেতে পার?' তারা সবাই খানিকটা থ হয়ে বললো-'তুমি পার?' —কোনো কথার উত্তর না দিয়ে যখন গু-গুলো খেতে আরম্ভ করলুম তখন সবাই সেখান থেকে পিট্টান দিল- এই জন্যই বলছি সবই সত্য— মায়ের জগতে অসত্য কোথা?''

বিবেকানন্দ কোন কথার উত্তর না দিয়ে রামকৃষ্ণদেবের পায়ে ঢিপ করে একটা প্রণাম করে হন্ হন্ করে বেরিয়ে গেলেন।

...ক্রমশঃ

জ্ঞানগঞ্জের যোগ প্রসঙ্গে

শ্রীশ্রীসর্বাণীমাকে বিশেষ অনুরোধ, উনি যদি ডঃ গোপীনাথ কবিরাজজীর ১৮টি পত্রের সাধন মার্গের নিগূঢ় তত্ত্ব ও সাধন প্রণালীর উপর আলোকপাত ও ব্যাখ্যা 'হিরণ্যগর্ভ' পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ করেন তা হলে একটা অমূল্য সম্পদ হয়ে থাকবে। পরে তা পুস্তকে রূপ দেওয়া যেতে পারে।

—শ্রীবিজন কুমার সেনগুপ্ত

ডঃ গোপীনাথ কবিরাজের পত্রাবলী প্রসঙ্গেঃ—

মরমী সাধক ডঃ গোপীনাথ কবিরাজজীর গুরুভ্রাতা শ্রীঅক্ষয় কুমার দত্তগুপ্ত মহাশয়কে জ্ঞানগঞ্জের সাধন মার্গের ক্রিয়াযোগের যে সকল নিগুঢ় তত্ত্ব, তথ্য এবং সাধন প্রণালীর বিষয় চিঠিতে উল্লেখ করেছেন তারই কয়েকটি প্রশ্ন :—

২। পত্র (৩) - ''যোগতত্ত্ব ও ব্রহ্মচর্য্যের বিষয়ে ১৭ দিন

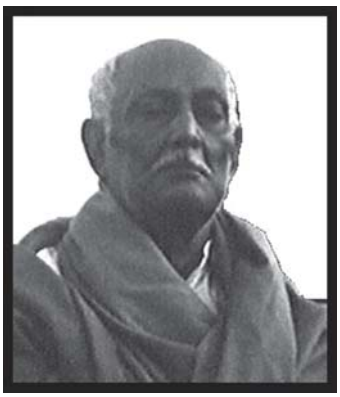

ধরিয়া শ্রীভৃগুরাম স্বামী উপদেশ দিবেন অন্তঃস্থিত যোগ দেহ অবলম্বন পূর্বক; ততদিন 'মা' যোগেশ্বরী মূর্তিতে অটল থাকবেন।''— এই 'মা' কে? অখণ্ড ব্রহ্মচর্য্য কি?

উত্তর — এই মা জ্ঞানগঞ্জের একজন পরমশিবা রূপিণী ভৈরবী মাতা হইবেন যিনি মহাত্মা ভৃগুরাম পরমহংসের সান্নিধ্যে বসিবার অধিকার লাভ করিয়াছেন। এনার প্রকৃত নাম 'যোগেশ্বরী' না 'যজ্ঞেশ্বরী' কিম্বা 'উমা ভৈরবীমাতা' তা বলিতে পারিব না। তবে যাঁহার দিব্য সংসার আছে তিনি পরমশিবের পরমাশিবা স্বরূপা তো বটেই এবং তিনি যে শিবপত্নী উমার মতই হইবেন, ইহাতে আর সন্দেহ কি?

আত্মাতে সংযম সিদ্ধ হইলে সত্যপ্রতিষ্ঠা হয়। এই সংযম সিদ্ধ অবস্থাই অক্ষয়পদ প্রাপ্ত হওয়া; তখন যোগী অখণ্ড ব্রহ্মচর্য্য অবস্থা পালন করিতে সক্ষম হন। অর্থাৎ, তখন যোগীর একপ্রকার বিশুদ্ধভাবময় জাগ্রত-সমাধি অবস্থালাভ হয় এবং সেই ব্রহ্মভাবে অবস্থান করিয়াই তিনি জাগতিক-অজাগতিক এবং কালাতীত ভূমিতে বিচরণ এবং কর্ম সম্পাদন করিতে সক্ষম হন।

৩। পত্র (৪) - উমা মার সংসার যা জ্ঞানরাজ্যের সংসার থেকে ঊর্দ্ধে যা দিব্য সংসার। এই দিব্য সংসার কি ও কোথায়?

উত্তর — 'দিব্যসংসার'-এর স্থিতি কালের গণ্ডীর বাহিরে; যেমন, বৈকুণ্ঠলোক, শিবলোকাদি রহিয়াছে কালাতীত ভূমিতে এবং সেই সব লোকে শুদ্ধবুদ্ধাত্মাগণ তাঁদের পরিবার-পরিজন লইয়া মহানন্দে চিদানন্দে বসবাস করেন। ঐসব দৃশ্যমান দিব্যলোক সকল দিব্যানুশাসনে উদ্ভাসিত হইয়াছে এবং দিব্যের অনুশাসনেই চলে। উহা বিশুদ্ধ জ্যোতির্রাজ্য; ভর্গজ্যোতির রশ্মি তথাকার প্রকৃতিকে চিন্ময় করিয়া মহাসৌন্দর্য্য-মণ্ডিতাবস্থায় প্রকাশ করিয়াছেন। অর্থাৎ, ভর্গজ্যোতি এবং ব্রহ্মজ্যোতির আলোকে ঐ সকল লোক উদ্ভাসিত রহিয়াছে। স্থির মন্থর আকাশ-মণ্ডলেই ঐ লোকের ভূমির অবস্থান, তাই আকাশেই যাতায়াত করিতে হয় দিব্যযানে বা দিব্য-শরীরে। যোগীগণের দিব্য-সংসার হয় পরমধামে; সেখানে সবই চিন্ময়।

উপরিউক্ত পত্রে যোগীর যোগমার্গের পরম উৎকর্ষ অবস্থার স্থিতিকরণ পরমধামে বা দিব্যধামে, যাহা জ্ঞানরাজ্যের বহু ঊর্ধ্বে যোগমায়ার গণ্ডীতে অবস্থিত, সে বিষয়ে এবং দিব্য অহোরাত্র চক্রের বিষয়ে বেশ বিস্তারিত বিবরণই দেওয়া হইয়াছে। সেখানে বলা হইয়াছে যে উমা ভৈরবী মাতার সংসার ও দিব্যসংসারের সহিত মহানিশা ক্ষণের বিশিষ্ট সম্বন্ধ রহিয়াছে। যোগীর অভ্যন্তরেও মহানিশা ক্ষণ রহিয়াছে এবং সেই যোগমার্গের মহানিশা ক্ষণেই দিব্যের ভূমির চেতনা উন্মীলিত হয় এবং সেই মহানিশা পূর্ণ পরমব্রহ্মের আকাশ বক্ষে পরাসম্বিতময়ী মায়ের (চিতিশক্তি) প্রকাশ লোহিত বিদ্যুৎরেখার ন্যায় স্ফুরিত হয়। সিদ্ধ যোগীগণের সত্তায় সেই সম্বিৎ অবতরিত হয় এবং যোগী তখন পরমশিবাবস্থায় উপনীত হন। এই অবস্থাকে 'মায়ের কোলে স্থিতি' বলিয়াও বর্ণনা করা হয়। এই অবস্থায় উপনীত না হইলে দিব্যের ভূমিতে প্রবেশাধিকার হয় না এবং চিদানন্দভাবে 'দিব্য সংসার' লাভ হয় না।

—যোগ প্রসঙ্গের ব্যাখ্যা

শ্রীশ্রীমা সর্বাণী

শ্রীশ্রীমায়ের প্রথম বদ্রীনাথধাম ভ্রমণ কথা

(২)

তীর্থমাহাত্ম্যে বদ্রীনাথধাম সত্যই সর্বশ্রেষ্ঠ। এও শোনা যায় যে, এই তপোভূমি ও মহাপুণ্য দেবভূমি বদ্রীক্ষেত্রে কোন অশুভ গ্রহ কোনদিন প্রবেশ করতে পারেনা। ফলে ভারতবর্ষের প্রধান চারিধামের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে এই বদ্রীনাথধাম। সেখানের মূল মন্দিরকে ঘিরে রয়েছে পঞ্চশিলা অর্থাৎ নারদ, নৃসিংহ, বরাহ, গরুড় ও মার্কণ্ডেয় এবং পঞ্চতীর্থ ঋষিগঙ্গা, কুর্মধারা, নারদকুণ্ড, প্রহ্লাদকুণ্ড ও তপ্তকুণ্ড। মন্দিরটির উচ্চতা প্রায় ৫০ ফুট মতন, শীতের ছয় মাস ইহা বরফে আবৃত থাকে। তখন বদরীবিশালজীর শ্রীবিগ্রহটিকে ৪২ কি.মি. নীচে আচার্য্য শঙ্করের নির্মিত ও প্রতিষ্ঠিত যোশীমঠে নিয়ে এসে সেখানে এই ছয় মাস অনুরূপ শুদ্ধাচারে পূজা, পাঠ, যাগযজ্ঞ ইত্যাদি যাবতীয় সেবা করা হয়ে থাকে। হিমশীতল হিমালয়ে বদ্রীনাথজীর মন্দির খোলা হয়ে থাকে শুভ-অক্ষয় তৃতীয়ায় এবং ভাই দ্বিতীয়ার দিন মন্দিরটি বন্ধ হয়ে যায়। সেই সময় সেখানকার মানুষজনেরা ও তীর্থযাত্রীগণেরাও পাহাড় থেকে নীচে নেমে আসেন প্রচণ্ড ঠাণ্ডার প্রকোপ হতে রেহাই পাবার জন্য।

বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ ও পুস্তক সমূহের মাধ্যমে এই মহাপুণ্যধামের বেশ কিছু কথা জানা থাকলেও, এই তীর্থস্থানটি চোখে চেনা মোটেই ছিল না আমার। তাই অনন্ত সৌন্দর্য্যের অধিকারী হিমাদ্রিপতি নগাধিরাজকে কাছ থেকে দেখার আগ্রহ এবং শ্রীশ্রীবদ্রীনাথজীর চরণতলে পৌঁছে তাঁকে দর্শন ও তাঁর পূজারতি দেখা এবং অন্তরের প্রার্থনার দ্বারা, অসীম কৃপাময়ের অপার কৃপা ও আশীর্বাদ প্রাপ্তির মাধ্যমে পুণ্যফল সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে চলেছিলাম আমরা সদ্‌গুরু শ্রীশ্রীমায়ের আঁচল ধরে। অধীর আগ্রহে গাড়ীতে বসে থাকতে থাকতে মাথার উপর দেখতে পাই, নীল আকাশের মধ্যে চলেছে কখনো মেঘ আবার কখনো রোদ্দুরের খেলা। তারই মাঝে কোথাও কোথাও একপশলা বৃষ্টি হয়ে চলেছে, পরে একস্থানে গাড়ী থামিয়ে কিছুটা বিশ্রাম সেরে আবার রওনা। চলেছিলাম দুরন্ত গাড়ীতে তবুও মন দুরন্ত ছিল আরও অনেক বেশী, কতক্ষণে হরিদ্বারে পৌঁছাব বলে। চলতে চলতে বেলা গড়িয়ে আগত সাঁঝবেলা, আমরাও ততক্ষণে হরিদ্বারে প্রবেশ করেছি। মাতৃআদেশ মতন আমাদের প্রথমে যাবার কথা ছিল হরিদ্বারের পতিত পাবনী গঙ্গার তীরে ও হর্‌কী-পৌড়ীর ব্রীজের কাছে, ১২৭ বছরের কায়াসিদ্ধ মহাত্মা শ্রীশ্রীটাট্‌বালে বাবার আশ্রমে। আমরা সেই মতন গাড়ীটিকে আশ্রমের পাশে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করিয়ে তাঁর আশ্রমে যাওয়ার পথে দেখি তিনি গেটের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। শ্রীশ্রীমাকে দেখে চিনতে পেরেই জড়িয়ে ধরে আদর করতে থাকেন। আমরা সকলে তাঁকে প্রণাম জানালে তিনি আদর করে স্নেহাশীর্বাদ জানান ও সকলকে আশ্রমের ভিতর নিয়ে যান। শ্রীশ্রীমাকে নিয়ে গিয়ে তাঁর হাতে প্রতিষ্ঠিত ও নিত্য পূজিত প্রত্যেকটি দেব-দেবীদের মন্দির দর্শন ও তাঁহার গুরুদেব সিদ্ধ মহাত্মা মেহেরবাবার একটি বিগ্রহ এবং নিজেরও কম বয়সের একটি বিগ্রহ তৈরী করিয়ে নিজের হাতে প্রতিষ্ঠা করে শ্রীশ্রীমা ও আমাদেরকে দেখিয়ে বলেন যে, এটি ছোট মেহেরদাস বাবার মূর্তি। এরপর তিনি শ্রীশ্রীমাকে মাতৃজ্ঞানে পূজা ও আরতি তৎসহ গঙ্গারতি সম্পন্ন করে, সেখানে উপস্থিত সকল ভক্তবৃন্দের সামনে শ্রীশ্রীমাকে 'আমার মা-আমার মা' বলে অভূতপূর্ব সম্মানে ভূষিত করেন। সন্ধ্যারতির পর তিনি নিজের হাতে শ্রীশ্রীমা ও আমাদের সকলকেই প্রসাদ বিতরণ করেন। অকল্পনীয় এই কায়াসিদ্ধ মহাত্মাজীর আপ্যায়ন ও স্নেহযুক্ত আচরণে শ্রীশ্রীমা অত্যন্ত আনন্দিত হন এবং কলকাতা হতে তাঁর জন্য তৈরী করে নিয়ে যাওয়া টাট্‌বস্ত্র নিজের হাতে তাঁকে পরিয়ে দেন তৎসহ তাঁর হাতে তুলে দেন এক প্যাকেট মিষ্টি। তখন মহাত্মাজীর প্রাণভরা আনন্দের বহিঃপ্রকাশ হতে থাকে, তা আমাদের নিকট পরিলক্ষিত হয়। শ্রীশ্রীমা মহাত্মাজীকে তাঁর বদ্রীনাথধামে যাওয়ার মূল উদ্দেশ্য কি, তাও জানান এবং অন্নপূর্ণা মায়ের

বিগ্রহ ও লক্ষ্মী-জনার্দ্দনজীউর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে আমন্ত্রণ, তৎসহ তাঁর উপস্থিতির জন্য অনুরোধ জানান। এই সম্পর্কে কথাবার্তা চলাকালীন তাঁর শিষ্য পুষ্করের সন্তোষদাস টাট্‌বাবার ফোন আসে আমার কাছে, তিনি আমাদের সংবাদ জানতে চান যে, কতদূর পর্যন্ত আমরা এগিয়ে এসেছি। আমি তখন ওনাকে জানাই যে, আমরা তখন হরিদ্বারে তাঁর গুরুদেবের আশ্রমে শ্রীশ্রীমাকে নিয়ে এসেছি। তিনি খুশি হয়ে জিজ্ঞাসা করেন যে, শ্রীশ্রীমায়ের বদ্রীনাথধামে যাত্রা কবে? তা জানার পর আমাকে ফোনে যোগাযোগ রাখতে বলেন। সেই আশ্রমে আমরা অনেকক্ষণ থাকার পর মহাত্মাজীর প্রাণভরা আশীর্বাদ নিয়ে ও সেখান থেকে আসার অনুমতি চেয়ে আমরা সকলে ফিরে আসি গুরুভাই সচ্চিদানন্দজীর (সচ্চিদানন্দ সিং) ব্যবস্থা করে রাখা রাত্রি বাসের জন্য হরিদাসধামে। এই স্থানটি হরিদ্বারের প্রাচীন জৈন মন্দিরের একেবারেই সামনে।

কোন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান দ্বারা তৈরী এবং সেই প্রতিষ্ঠানের গুরুর নামকরণে হরিদাসধামে সাধু-সন্ন্যাসী থেকে আরম্ভ করে সকল তীর্থযাত্রীদের জন্য থাকার ও খাবারের ব্যবস্থা ছিল ভালই। আমরা সেখানে তিনটি ঘর নিয়ে খাওয়া দাওয়া ও রাত্রিবাস করে, সকালবেলায় শ্রীশ্রীমায়ের নির্দেশ মতন সচ্চিদানন্দভাই ও তাঁর স্ত্রী গীতা ভাবীকে নিয়ে আমরা সকলে চলেছিলাম কেশবানন্দজীর আশ্রমে। তিনি যোগীরাজ শ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয়ের ক্রিয়াযোগের ধারায় ও গুরুপরম্পরায় দীক্ষিত সিদ্ধ যোগী মহাপুরুষ ছিলেন। তাঁহার বিশাল চেহারাযুক্ত একটি বিগ্রহ মন্দির রয়েছে সেই আশ্রমে। এছাড়া সেই আশ্রমেই রয়েছে যোগীরাজ শ্রীশ্রীশ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয়ের সমাধি মন্দির, তা সুন্দর ব্যবস্থার দ্বারা সেখানে সুরক্ষিত। সমাধি মন্দিরের পাশেই রয়েছে গুপ্ত সাধনক্ষেত্রে চারটি গুহা স্বরূপ ঘর, অদ্ভুতভাবে তৈরী করা এবং তাহাও সু-সংরক্ষিত। সাধনায় উচ্চাবস্থায় উপনীত হওয়া ক্রিয়াহ্নিক, যাঁরা দীর্ঘক্ষণ ধরে এই ক্রিয়াযোগ সাধনায় আসনে বসেন, তাঁদের উদ্দেশ্যে কোলাহল মুক্ত নির্জন পরিবেশের মধ্যে অবস্থিত সেই গুহাগুলি দীর্ঘ সাধনার সুবিধার্থে তৈরী বলে আমাদের মনে হয়েছিল। সমাধি মন্দিরের উত্তর দিকে রয়েছেন নিত্য পূজিত মা কাত্যায়ণীর বিগ্রহ মন্দির। কাত্যায়ণী মাতা নবদুর্গার একটি বিশেষ রূপ। সাধকগণেদের সাধনার পথের সহায় হয়ে থাকেন তিনি সর্বদা। সাধনার এক অবস্থায় সাধকগণেদের এই মাতৃরূপ দর্শন হয়ে থাকে। নবদুর্গা ও দশমহাবিদ্যার প্রত্যেকটি যোগযুক্ত দেবী মূর্তির যোগের ব্যাখ্যা আছে, তা আপনারা আমার সদ্‌গুরু মাতা শ্রীশ্রীমায়ের লেখা পুস্তক ও ত্রৈমাসিক মুখপত্রে পেয়ে থাকবেন। যোগীমহাপুরুষগণেরা অনেকেই এই পরিপ্রেক্ষিতে কাত্যায়ণী মাতার মূর্তি পূজার্চ্চনা করে থাকেন। আমরা শ্রীশ্রীমাকে নিয়ে আশ্রমের সকল স্থান ঘুরে ও ছবি তুলে সেখানের অফিসে প্রবেশ করি। সেখান হতে কিছু ধর্মীয় পুস্তক ক্রয়, আমাদের আশ্রমে ত্রৈমাসিক মুখপত্র দান ও সেই আশ্রমকে মাতৃনির্দেশ মতন কিছু নগদ টাকা দান দেওয়া হয়েছিল। এরপর উপস্থিত সকলের সাথে প্রণাম আদান প্রদান করে ও তাঁদের অনুমতি নিয়ে আশ্রম হতে প্রস্থান করেছিলাম। ওখানকার ট্রাস্টের কয়েকজন সদস্য শ্রীশ্রীমাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এবং গেট পর্যন্ত তাঁরা শ্রীশ্রীমার সাথে এসে পুনরায় সেখানে উপস্থিত হওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানান।

....ক্রমশঃ

—মাতৃচরণাশ্রিত স্বামী সংবেদানন্দজী

কৃষ্ণ কথা

দণ্ডী রাজার কথা

শ্রীশ্রীমা সর্বাণী

কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী গর্ভজাত শতপুত্রের অন্যতম দণ্ডী। ঊর্বশী অপ্সরা একবার অভিশপ্ত হইয়া যখন ঘোটকীতে পরিণত হয় তখন রাজা দণ্ডী এই অশ্বরূপী অভিশপ্তা ঊর্বশীকে গ্রহণ করেন; কিন্তু কৃষ্ণ এই অশ্বাকে গ্রহণ করিতে চাহিলে দণ্ডী ঘোটকী প্রদান করিতে অস্বীকৃত হন এবং কৃষ্ণের ভীতিতে ত্রিভুবন ভ্রমণ করিয়াও সর্বত্র আশ্রয়লাভে বঞ্চিত হন। অবশেষে অন্যান্য ভ্রাতাদের অসম্মতি সত্ত্বেও ভীম দণ্ডীকে আশ্রয় দেন। এই কারণে তখন কৃষ্ণের সঙ্গে ভীম ও তাঁর অন্যান্য ভ্রাতাদের যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে কৌরবরা পাণ্ডবদের পক্ষ এবং দেবতারা কৃষ্ণের পক্ষ অবলম্বন করেন। শেষে অশ্বারূপী ঊর্বশী কৃষ্ণ কৃপায় শাপমুক্তা হইয়া স্বর্গে গমন করিলে পরে তখন যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে। দণ্ডীও তখন নিজ রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করেন।

(*সহায়ক গ্রন্থ ঃ মহাভারত*)

গুরুগীতা

(মূল, অন্বয়, বঙ্গানুবাদ যৌগিক ও সাধারণ অর্থ সম্বলিত)

যোগীরাজ শ্রীহরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

(১২)

ন গুরোরধিকং তত্ত্বং ন গুরোরধিকং তপঃ।
তত্ত্বজ্ঞানাৎ পরং নাস্তি তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।৪৫

গুরোরধিকং তত্ত্ব ন (নাস্তি), গুরোরধিকং তপঃ ন, তত্ত্বজ্ঞানাৎ পরং (জ্ঞানবিষয়ঃ) নাস্তি, (তদ্ধেতোঃ) তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।৪৫

তত্ত্ব (জানিবার বিষয়)। গুরুব্রহ্ম অপেক্ষা অপর কিছু জানিবার বিষয় নাই, কারণ ব্রহ্মজ্ঞান পাইবার জন্যই জীব বহু তত্ত্ব অনুসন্ধানে ব্রতী হয়। কূটস্থতত্ত্ব লাভোদ্দেশে পঞ্চতত্ত্ব সাধনে জীব ব্রতী হয়, পরে কূটস্থতত্ত্ব - সিদ্ধির দ্বারা সর্ব্বজ্ঞান সম্পন্ন হইয়া জ্ঞানের পরাবস্থায় আসিয়া সর্ব্বতত্ত্ব অতিক্রম করিয়া, পরব্রহ্মকে লাভ করিয়া, সত্যলোকে গতি হইয়া, সে তত্ত্বাতীত অবস্থা প্রাপ্ত হয়; সুতরাং সত্যলোকে আসিয়া জীব সর্ব্বতত্ত্বের অতীতাবস্থায় আসিল বলিয়া, এই তত্ত্বজ্ঞানের অধিক আর কোনো তত্ত্ব নাই। কূটস্থব্রহ্মই পরমব্রহ্মের প্রকাশমান রূপ, সুতরাং জড়-জীবের পক্ষে তিনিই উপাস্য দেবতা হইতে পারেন, পরব্রহ্ম দেব বা শূন্যরূপী বলিয়া (২৮ শ্লোক দেখ), তিনি উপাস্য দেবতা হইতে পারেন না, সুতরাং কূটস্থপদেরই উপাসনা বা তপস্যা হয়, এবং তদ্রূপ তপস্যাসিদ্ধ হইলেই জীবের ব্রহ্মলোকে আপনিই গতি হয়।।৪৫।।

কূটস্থপদকেই তপোলোক বলে, সেই তপোলোকে স্থিতির দ্বারা তপস্যাকার্য্য সম্পাদিত হয়, এই তপস্যা-সিদ্ধির দ্বারা জীব ব্রহ্মণত্ব লাভ করে (যথা — ব্রাহ্মণস্য তাপোমূলং যজ্ঞঃ স্বাধ্যায় এব চ। তস্মাদগ্রে ফলং ব্রূহি তপসোহধ্যায়নস্য চ।। বহ্নিরুবাচ। স্বাধ্যায়তপসোর্বক্ষ্যে তন্মে নিগদিতং শৃণু। তপসো হি পরং নাস্তি তপসা বিন্দতে মহৎ। তপসা ক্ষীয়তে পাপং মোদতে সহ দৈবতৈঃ। তপসা প্রাপ্যতে স্বর্গস্তপসা প্রাপ্যতে যশঃ।। তপসা সর্ব্বমাপ্নোতি তপসা বিন্দতে পরম্। জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্নঃ সৌভাগ্যং রূপমেব চ।।.....ইত্যাদি — বহ্নিপুরাণম্)।৪৫।

মন্নাথঃ শ্রীজগন্নাথো মদ্‌গুরুঃ শ্রীজগদ্‌গুরুঃ।।
মমাত্মা সর্ব্বভূতাত্মা তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।৪৬

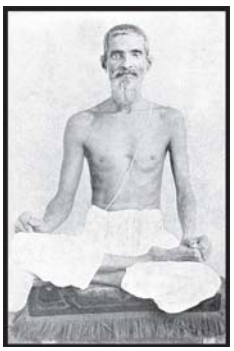

মন্নাথঃ (মম নাথঃ) শ্রীজগন্নাথঃ (জগতঃ নাথ এব), মদ্‌গুরুঃ শ্রীজগদ্‌গুরুঃ (জগতঃ গুরুরেব), মমাত্মা (মম আত্মা) সর্ব্বভূতাত্মা (সর্ব্বেষাং ভূতানাং আত্মা এব), তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।৪৬

আমার দেহমধ্যে প্রাণস্বরূপে নাথ বা প্রভুরূপে আছেন বলিয়া তিনি আমার নাথ, অর্থাৎ তদ্‌ভাবে আমার অস্তিত্ব থাকিতে পারে না বলিয়া তিনি আমার নাথ; সেইভাবে তাঁহার অভাবে জগতেরও সত্তা থাকে না বলিয়া তিনি জগরেও নাথ; তিনি আমার গুরু, অর্থাৎ আমার মধ্যে তিনি নিয়ামকভাবে আছেন, অর্থাৎ ভালমন্দ বিচার করিয়া বুদ্ধিস্বরূপ তাঁহাকে অবলম্বন করিয়াই সমস্ত কার্য করিতে আমি সক্ষম হইতেছি বলিয়া, তিনি আমাতে গুরুরূপে আছেন; সেই ভাবে তিনি জগতেরও নিয়ামক স্বরূপ গুরু, অর্থাৎ তাঁহারই নিয়মানুসারে পঞ্চতত্ত্বাত্মক জগতে পঞ্চতত্ত্বের কার্য্য হইতেছে, অর্থাৎ জীবদেহ রক্ষার্থে জগৎ হইতে অন্ন সমুৎপন্ন হইতেছে, পর্জ্জন্য হইতে অন্ন, যজ্ঞ হইতে পর্জ্জন্য, ইত্যাদি ভাবে জগতের সমস্ত কার্য্য তাঁহারই অনুগ্রহে হইতেছে (গীতা ৩ অঃ, ১৪,১৫ শ্লোক দেখ); তিনি আমার মধ্যে আত্মস্বরূপে আছেন (অর্থাৎ দেহ চলিয়া যাইবে এবং দেহ সম্পর্কীয় সমস্ত সম্বন্ধ কালবশে ঘুচিয়া যাইবে, পরন্তু তাঁহার সম্বন্ধ ঘুচিবার নহে বলিয়া তিনিই এক মাত্র আত্মীয়); সেইভাবে সর্ব্বজীব মধ্যে তিনি আত্মস্বরূপে বা আত্মভাবে আছেন বলিয়া তিনি সর্ব্বভূতাত্মা, এমত গুরুকে নকস্কার।।৪৬ *...ক্রমশঃ*

(কলিকাতা—আদিনাথ-আশ্রম হইতে প্রকাশিত ও সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত)

দেহাভ্যন্তরস্থ বায়ু যাহাকে বলা হয় প্রাণাদি পঞ্চবায়ু, সেই মুখ্য সমষ্টিভূত স্থির তরঙ্গাকার প্রাণশক্তিই কুলকুণ্ডলিনী।
—শ্রীশ্রীমা সর্বাণী

রাজস্থানের সুপ্রসিদ্ধা শ্রীশ্রীসতীমায়ের লীলামৃত

(৩)

মান সিংহজী — মান সিংহজী জালিম সিংহের পুত্র। রূপ কঁৱরের যখন বিবাহ হয় তখন মানসিংহজীর বয়স ছিল এগার বা বার বৎসর। তাহার পাঁচ বৎসর বয়সের সময় মাতৃ বিয়োগ হয়। মাতৃহীন এই পুত্রটির প্রতি রূপার অত্যন্ত স্নেহ ছিল। তাহাকে তখন তিনি পুত্রবৎ বাৎসল্যে লালন-পালন করিতে লাগিলেন। মানসিংহও রূপ কঁৱরকে মাতার আসনে বসইয়াছিল। এই জন্য তাহাকে তিনি মিঠা-কাকিসা (মিঠা-কাকিমা) বলিয়া সম্বোধন করিতেন। মান সিংহজীর বয়স যখন ১৬ বৎসর হইল তখন বালারই নিকটস্থ একটি গ্রামের মেয়ের সঙ্গে তাহার বিবাহ দেওয়া হইল। তাহাদের খুব অল্প ব্যবধানে তিনটি পুত্র এবং এক কন্যা হইল। বড় পুত্র ভঁৱর সিংহ, মেজ কানু সিংহ, ছোট পুত্র নারায়ণ সিংহ এবং কন্যার নাম রাজ কঁৱর। এইজন্য মান সিংহের পত্নী ইহাদের ঠিকমত দেখাশোনা করিতে পারিতেন না। তখন সংসারের সকল দায়িত্ব সামলাইয়া রূপ কঁৱরকেই ইহাদের দেখাশোনা করিতে হইত। মান সিংহের বয়স যখন উনিশ বৎসর তখন তাহার পিতার মৃত্যু হইল। পরিবারে অন্য কোন বয়স্ক ব্যক্তি না থাকায় মান সিংহের উপরই অত বড় সংসারের সকলের ভরণ পোষণের দায়িত্বভার পড়িল। পরিবারের সমস্ত জমির ও ক্ষেতের কাজ, ফসল রক্ষা করা, ফসল তোলা প্রভৃতি যাবতীয় কাজ তাহাকেই করিতে হইত। তাহার কষ্ট দেখিয়া রূপ কঁৱরের দুঃখ হইত। তিনি না যাইয়াও ঘরে বসিয়া মান সিংহকে নানাভাবে সাহায্য করিতেন, যেমন গোবর-খাদ জড়ো করিয়া বলদের গাড়ীতে তাহা ভরিয়া দেওয়া, ক্ষেত হইতে আনাজপাতি আসিলে গাড়ি হইতে তাহা নামানো ইত্যাদি। আস্তে আস্তে মানসিংহ সঙ্গতিসম্পন্ন হইয়া উঠিলেন। তখন রূপ কঁৱরের কাহাকেও কিছু দেবার ইচ্ছা হইলে তিনি মান সিংহের অনুমতি লইয়া দান করিতেন। ইহাতে মান সিংহ লজ্জিত হইয়া বলিতেন, 'মিঠা কাকিসা আপনি যাহাকে যেমন ইচ্ছা দিবেন, আমাকে জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজন নাই।' কিন্তু রূপ কঁৱর তাহাকে পরিবারের মুখ্য ব্যক্তিত্ব হিসাবে মান্য করিতেন আবার স্নেহ এবং আদরও করিতেন।

এইভাবে সংসারটি বেশ ভালভাবেই চলিতেছিল। ক্রমে তাহারা সঙ্গতি সম্পন্নও হইয়া উঠিলেন। মান সিংহজীর তিন পুত্রেরই বিবাহ হইল। তাহার বড় পুত্রবধূ রসাল কঁৱর খুবই ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ও ভক্তিমতী ছিলেন। এইজন্য রূপ কঁৱরজীর তিনি অতি প্রিয়পাত্রী ছিলেন।

মানসিংহজীর অন্তিমকাল — হঠাৎই এই পরিবারে এক দুর্যোগ নামিয়া আসিল। অকস্মাৎ একদিন মান সিহংজী টাইফয়েড্ রোগে আক্রান্ত হইলেন। তখনকার দিনে টাইফয়েডের কোন চিকিৎসা ছিল না। তাই ডাক্তার বদ্যির শত চেষ্টাতেও তাহার মৃত্যু রোধ করা গেল না। তাহার মৃত্যুতে সকলেই শোকে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। তাহার বড় পুত্রবধূ এই শোকে অত্যন্ত আঘাত পাইয়াছিলেন। তিনি স্থির করিলেন, তিনিও শ্বশুরের চিতাগ্নিতে আত্মদান করিয়া সতী হইবেন।

রাজস্থানে সতী হওয়া অত্যন্ত পুণ্য কর্ম্ম বলিয়া মনে করা হইত। এই ব্রতে যে শুধু নিজের স্ত্রীকেই মরিতে হইবে এমন কোন বাঁধাধরা নিয়ম ছিল না। কন্যা স্থানীয় বা মাতৃস্থানীয় পরম প্রিয়জনও স্বেচ্ছায় জীবনদান করিয়া সতী হইতে পারিতেন। রসাল কঁৱর সতী হইবার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত হইয়া সতী হইবার জন্য যে সমস্ত প্রক্রিয়া পালন করিতে হয়, সেই সবই করিয়াছিলেন। এই রসাল কৱরের একটি ছয় মাসের শিশুপুত্র ছিল। কাকিসা যখন দেখিলেন যে রসাল তাহার সঙ্কল্পে স্থির এবং অবিচলিত তখন তিনি তাহার পুত্রের কথা চিন্তা করিয়া তাহার পবিত্র বস্ত্রে কৌশল করিয়া কালি লেপন করিবার ব্যবস্থা করিলেন। এইভাবে সতী হইবার শুভ যাত্রায় তাহাকে অপবিত্র করায় তিনি সতী হইতে পারিলেন না। তখন তিনি সংসারে ফিরিয়া গেলেন কিন্তু উদাসী হইয়া থাকিতেন। ইহার এক বৎসরের মধ্যেই তাহার মৃত্যু হইল।

মহাসতী রূপ কঁৱরজী — রূপ কঁৱরজীও কৃত সংকল্প

ছিলেন যে তাহার পুত্রস্থানীয় মানসিংহকে একা নিঃসঙ্গ যাইতে দিবেন না। তাই রসাল করকে প্রতিরোধ করিয়া নিষেধ করা গেলেও তাহাকে কেহই গতিরোধ করিতে পারিলনে না তিনি যখন সতী হইবার সমস্ত নিয়ম-কানুন পালন করিয়া, স্নান ইত্যাদি করিয়া শুদ্ধ বস্ত্র পরিধান করিয়া ঈশ্বরের আরাধনা করতঃ গীতাগ্রন্থ বক্ষে লইয়া মান সিংহজীর চিতা সমীপে উপস্থিত হইবেন তখন কাকিসা ও গ্রামের অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিরা আসিয়া তাহাকে অনেক বুঝাইয়া নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তিনি কাহারো কথায় গুরুত্ব দিলেন না। এই সময় তাহার অঙ্গ হইতে এক অদ্ভুত তেজ নির্গত হইতে লাগিল। তিনি আত্মস্থ হইয়া ধীরে ধীরে মান সিংহজীর জন্য সজ্জিত চিতাস্থলে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, তখন অনুমান করা হয়, কাকিসারই ইঙ্গিতে এক মদ্যপ কুলি জাতীয় ব্যক্তি আসিয়া রূপ কঁৰরজীকে হস্তদ্বারা জড়াইয়া ধরিলেন। ইহাতে তিনি নিজেকে অপবিত্র মনে করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিলেন এবং নূতন করিয়া স্নানাদি এবং অন্যান্য প্রতিপালনীয় অনুষ্ঠানাদি করিয়া চিতাস্থলে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু বুদ্ধিমতী কাকিসা তখন নির্দ্দেশ দিলেন যে, দ্রুত মানসিংহের অগ্নিসংস্কার কর। এইভাবে যখন দাহকার্য্য চলিতেছিল তখন রূপ কঁৰরজী এই চক্রান্তে অত্যন্ত মর্ম্মপীড়ায় স্তব্ধ হইয়া চিতার পার্শ্বেই বসিয়া পড়িলেন। এইভাবে বিষন্ন হইয়া বসিয়া থাকিবার সময় চিতার জ্বলন্ত অগ্নি হইতে জ্বলন্ত স্ফুলিঙ্গ আসিয়া রূপ কঁৰরের মস্তকে, হাতের আঙ্গুলে ও পায়ের উপর পড়িল। তখন কাকিসা তাহাকে লইয়া গৃহাভিমুখে রওনা হইলেন। কিন্তু রূপ কঁৰর সংকল্প করিলেন যে, নিজের গৃহে তিনি ফিরিবেন না কারণ, উৎসুক জনতার প্রশ্নবান তাহাকে জর্জরিত করিবে। তাই তিনি মান সিংহের বড় পুত্রের গৃহের ঘেরা বারান্দায় আসিয়া উঠিলেন এবং সেই স্থানেই পরিপূর্ণ মৌনতার সহিত এবং খাদ্য ও পানীয় বর্জন করিয়া থাকিতে লাগিলেন। কাকিসা খাদ্য ও পানীয় লইয়া আসিলে, তাহা তিনি ইঙ্গিতে নিষেধ করিতেন। তখন তাহা ফিরাইয়া লইয়া যাওয়া হইত।

রূপ কঁৰরজীর দ্বিতীয় প্রয়াস — এই বারান্দাটির সামনে ঘেরা জায়গা ছিল। তখন তিনি কানু সিংহজীর গৃহে আসিয়া উঠিলেন এবং দরজা বন্ধ করিয়া থাকিতে লাগিলেন। এইভাবে তিনি তিন দিন কাটাইলেন। চতুর্থ দিনে তিনি স্নান করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। সে দিন ছিল মাঘী পূর্ণিমা। তখন তিনি স্নান করিয়া শুদ্ধ হইয়া এক ঘড়া জল লইয়া আসিলেন। নির্জন স্থানে যে প্রাঙ্গণ ছিল তথায় অনেক শুক্‌নো গোবরের ঢেলা ছিল। তিনি সেইগুলো সংগ্রহ করিয়া একস্থানে জড়ো করিলেন। তারপরে ঘড়ার জল হস্তে লইয়া চারিপাশে ছিটাইয়া স্থানটি শুদ্ধ করিয়া লইলেন। তারপর রামনাম জপ করিয়া সূর্য্যদেবকে করজোড়ে প্রার্থনা করিলেন তিনি যাহাতে কৃপা করিয়া অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া দেন। দ্বিপ্রহরের প্রখর রৌদ্রতেজে দেখা গেল সেই শুক্‌নো গোবরের টুকরোগুলিতে অগ্নি জ্বলিতে লাগিল। আর রূপ কঁৰরজী সেই অগ্নির মধ্যে তাহার মস্তকটি ঢুকাইয়া দিলেন। লেলিহান অগ্নিতে তাহার লম্বা কেশদাম অনেকটাই পুড়িয়া গেল এবং হাতের কনুই অবধি দগ্ধ হইয়া গেল। এই সময় কাকিসার মনে সন্দেহ উপস্থিত হইল যে, রূপ কঁৰরের স্নান করিতে এত বিলম্ব হইতেছে কেন? তিনি তখন একটি বধূকে সেই স্থানে পাঠাইলেন। সে আসিয়া এই অবস্থা দেখিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল। তখন কাকিসা আসিয়া তাহাকে অগ্নি হইতে বাহির করিয়া আনিলেন। দেখা গেল তাহার কেশরাশি অর্ধেকের উপর পুড়িয়া গিয়াছে এবং হাতের কনুই অবধি বড় বড় ফোস্কা পড়িয়াছে। তখন তিনি তাহাকে ভাল করিয়া ঠাণ্ডা জলে স্নান করাইবার সময় দেখিলেন বড় বড় ফোস্কাগুলো।

এগারো দিনে যখন সকলকে মস্তক ধৌত করিয়া স্নান করিতে হয় তখন কাকিসা রূপ কঁৰরজীকে স্নান করাইতে গিয়া দেখিলেন যে তাহার মস্তকে এবং শরীরের কোথাও পুড়িয়া যাইবার কোন লক্ষণই নাই এবং তাহার শরীর হইতে এক অসাধারণ তেজস্বীতা এবং উজ্জ্বলতা প্রত্যক্ষ করিলেন পরিবারের সকলেই। তাহাকে এই ব্যাপারে প্রশ্ন করিলে তিনি বলিয়াছিলেন, রামজী আরোগ্য করিয়াছেন। এই দিনটি ছিল ১৯৪২ খৃঃ এর ১৫ই ফেব্রুয়ারী। তখন হইতে পরিবারের সকলে এমন কি কাকিসা পর্য্যন্ত তাহাকে এক সন্তের স্থানে বসাইলেন এবং সেইমত সমীহ করিতে লাগিলেন। এই সময় হইতেই সর্ব্বসাধারণে এমন কি বাড়ীর লোকেরাও তাহাকে সতী, মহাসতী বা বাপ্‌জী বলিয়া সম্বোধন করিতে লাগিলেন।

(এখন হইতে রূপ কঁৰরজীকে বাপ্‌জী বলিয়াই বলা হইবে।) সমস্ত অনুষ্ঠান সমাপ্ত হইলে বাপ্‌জী সেই বারান্দাটিতেই রহিলেন দরজা বন্ধ করিয়া, নিজের কক্ষে আর

ফিরিয়া গেলেন না। এই সময় দুইজন সন্ন্যাসী আসিয়া বাজারে সন্ধান করিলেন যে, বাপ্‌জী কোথায় থাকেন। তাহাদের নির্দ্দেশমত আসিয়া পরিবারের নিকট সতী মায়ের দর্শন প্রার্থনা করিলেন। সেইমত তাহারা দুইজন যখন বাপ্‌জীর নিকট আসিলেন, দেখিলেন যে, তিনি পূর্ব হইতেই দরজা খুলিয়া তাহাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। সন্ন্যাসীদ্বয় তথায় পৌঁছাইলেই তিনি বাহিরে আসিলেন এবং পরস্পর পরস্পরকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। তারপর তিনি তাহাদের লইয়া বারান্দায় প্রবেশ করিলেন। কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর সন্ন্যাসীদ্বয় বাহির হইয়া গেলেন। যাইবার সময় বংশীলালজীর মন্দিরের পাশ দিয়া যাইবার সময় তথাকার লোকজনদের বলিলেন, ইনি শুধু সতী নন, ইনি একজন মহাসতী। তাহারা আসিয়া পরিবারের লোকেদের এই কথা বলিলেন। তখন সন্ন্যাসীদের খোঁজ করা হইতে লাগিল, কিন্তু কোথাও তাহাদের দেখা গেল না। এইভাবে সিদ্ধ সাধকদ্বয় অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

এই প্রসঙ্গে পরে বাপ্‌জী একদিন বলিয়াছিলেন, মানসিংহের মৃত্যু হইলে সকলেই গভীর শোকে কান্নাকাটি করিতে লাগিল। আমি তখন এক কোণে চুপচাপ বসিয়াছিলাম, কারণ তখন অনেক পণ্ডিত ব্রাহ্মণ আমাকে অনেক কথা বলিয়া বুঝাইতে আসিবে চুপচাপ থাকিতে দিবে না। এইরূপ বসিয়া থাকিবার সময় আমি দেখিলাম যে, আমার চারি ধারে জলের লহরীর মত অগ্নির লহরী আসিয়া আমাকে ঘিরিয়া ফেলিল। কিন্তু সেই অগ্নি এত শীতল যে, তাহার ঠাণ্ডা প্রভাবে মনে হইতে লাগিল, ইহারা এত কান্নাকাটি করিতেছে কার জন্য! তাহারা বলিল, মান সিংহ যখন জীবিত ছিল তখন তো খুবই দেখাশোনা করিতে, আর এখন তোমার এই রকম ভাব হইল কেন? যখন মানসিংহকে উঠাইয়া লইয়া যাওয়া হইল, তখন কে যেন আমাকে ধাক্কা দিয়া উঠাইয়া দিল। আমি তখন উঠিয়া স্নান করিয়া তাহাদের সহিত যাইতে লাগিলাম। তখন এক মহিলা পুরোহিত আসিয়া আমাকে বুঝাইল, এ তুমি কি করিতেছ? তুমি খুব কষ্ট পাইবে। কিন্তু আমি হাতের ইঙ্গিতে তাহাকে রাস্তা ছাড়িতে বলিলাম। লোকেরা বলাবলি করিতে লাগিল, এতদিন তো এনার মুখও দর্শন করা যায় নাই, আজ ঘোমটা ছাড়িলেন। আমি তাহাদের রাস্তা ছাড়িয়া পাশে দাঁড়াইতে ইঙ্গিত করিলে তাহারা তখন আমাকে বুঝাইতে অনেক চেষ্টা করিলেন। সেই সময় এক মদ্যপ কুলি আসিয়া আমাকে তাহার দুই হাত দ্বারা ঘিরিয়া ধরিল। তাহার স্পর্শে আমার শুদ্ধ ভাবনা তখন চলিয়া গেল। আমি তখন ফিরিয়া আসিয়া অঙ্গনে নির্ম্মিত একটি বারান্দায় চুপচাপ বসিয়া রহিলাম। তিনদিন পর্য্যন্ত ঐস্থান হইতে নড়াচড়া পর্য্যন্ত করি নাই। তারপর কাকিসা আসিয়া বলিলেন, কুলি ছুঁইয়াছে তো কি হইয়াছে? এখন খাদ্য খাইয়া লও। আমি বলিলাম, কোন খাদ্য বা পানীয় আমার গলা দিয়া নামিবে না, ওরা জোর করিয়া খাওয়াইলে তাহা বিষের মত বোধ হইত, আর সব বমি হইয়া যাইত।

...ক্রমশঃ

—মাতৃচরণাশ্রিতা শ্রীমতী বীণা চৌধুরী

আশ্রমের আগামী অনুষ্ঠানসূচী

নবরাত্রি দুর্গাপূজা — ২ - ১১ই অক্টোবর

৬ই অক্টোবর (পঞ্চমী): সন্ধ্যায় সঙ্গীতানুষ্ঠান

৮ই অক্টোবর (সপ্তমী): সন্ধ্যায় সঙ্গীতানুষ্ঠান

৯ই অক্টোবর (অষ্টমী): শ্রীশ্রীশ্যামাচরণ লাহিড়ী বাবার তিরোভাব দিবস উপলক্ষ্যে ভাণ্ডারা

১০ই অক্টোবর (নবমী): দ্বিপ্রহরে শ্রীশ্রীদুর্গাদেবীর মহাপ্রসাদ

কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা— ১৫ই অক্টোবর, শনিবার

রাস পূর্ণিমা — ১৪ই নভেম্বর, সোমবার

বার্ষিক সাধারণ সভা — ২০শে নভেম্বর, রবিবার

বার্ষিক শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা দেবীর প্রতিষ্ঠা পূজা - ৭ই ডিসেম্বর, বুধবার

বার্ষিক শ্রীলক্ষ্মীজনার্দ্দনজীউয়ের প্রতিষ্ঠা পূজা - ৮ই ডিসেম্বর, বৃহস্পতিবার

শ্রীশ্রীসারদা মায়ের আবির্ভাব তিথি — ২০শে ডিসেম্বর, মঙ্গলবার

আধ্যাত্মিক সভা — ২৫শে ডিসেম্বর, রবিবার

শ্রীশ্রীগুরুমহারাজদের মন্দির প্রতিষ্ঠা দিবস — ১৪ই জানুয়ারী, ২০১৭, শনিবার

গীতা ভাবনা
(২৭)

পরাধীন ভারতীয়েরা ইংরাজের শিক্ষাব্যবস্থার কল্যাণে জন্মের দিক থেকে ভারতীয় হলেও চিন্তা এবং আচার আচরণের দিক থেকে পাশ্চাত্য মানসিকতাসম্পন্ন হয়ে উঠছিল। আমাদের বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, শ্রীঅরবিন্দ প্রভৃতি সেই দিশা পাল্টে দিয়ে ভারতীয় প্রাচীন ঐতিহ্য তথা বেদ-বেদান্তের দিকে মুখ ঘুরিয়ে দিলেন। এঁরা পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হলেও তুলনামূলক বিচার তাঁদের আরও প্রাচ্যধর্মী করে তুলেছিল।

আমাদের প্রাচীনধারার পণ্ডিতদের মধ্যে প্রাচ্য ভাবধারা এতটাই পরিপূর্ণ মাত্রায় ছিল যে পাশ্চাত্যের সবকিছুকেই তাঁরা গৃহদ্বারের বাইরে রাখতে পেরেছিলেন। তাই তাঁদের ভাবনায় আন্তরিকতা সত্বেও নতুন পথনির্দেশ ছিল না। কারণ তাঁরা ছিলেন বিদ্বেষী। উনিশ শতকের অন্যান্য মহাত্মার মতো বিবেকানন্দ বুঝেছিলেন এটা যথার্থ পথ নয়। আমাদের সনাতন শাস্ত্রেই বলা রয়েছে যুক্তিহীন বিচারে 'তু ধর্মহানিঃ প্রজায়তে'। একথার মর্মার্থ বোঝার জন্য শুধু প্রাচ্যের ধর্মকে বুঝলেই হবে না, পাশ্চাত্যের ধর্মগুলিকেও বুঝতে হবে এবং নিক্তিতে মেপে সবকিছু বিচার করে নিতে হবে। রচনাবলীর ৪র্থ খণ্ডের ৮৯ পৃষ্ঠায়, তাই স্বমীজি বলেছেন —

''কোনও একটি ধর্মসম্প্রদায়ের ভিতর জন্মানো ভাল, কিন্তু উহাতে সীমাবদ্ধ থাকিয়া মরা ভাল নয়। এমন সমাজে ও সম্প্রদায়ে জন্মানো ভাল, যাহার মধ্যে কতকগুলি নির্দিষ্ট সাধনপ্রণালী প্রচলিত; ওইগুলি ধর্মরূপ চারা গাছটিকে বড় হইতে সাহায্য করিবে।''

আচারমূলক ধর্ম নয়, ভাবনা তথা ভাবমূলক ধর্মই ছিল বিবেকানন্দের অভিপ্রেত। রচনার ৩য় খণ্ডে ১৫৬ পৃষ্ঠায় বলেছেন — ''আমি এমন একটি ধর্ম প্রচার করিতে চাই, যাহা সকল প্রকার মনের উপযোগী হইবে - ইহা সমভাবে দর্শনমূলক, তুল্যরূপে ভক্তিপ্রবণ সমভাবে মরমী এবং কর্মপ্রেরণাময় হইবে। .... এই প্রকার সমন্বয়ই সার্বভৌমধর্মের নিকটতম আদর্শ হইবে। ভগবানের ইচ্ছায় যদি সকল লোকের মনেই এই জ্ঞান, ভক্তি, যোগ ও কর্মের প্রত্যেকটি ভাবই পূর্ণমাত্রায় অথচ সমভাবে বিদ্যমান থাকিত, তবে কি সুন্দরই না হইত। ইহাই আদর্শ, ইহাই আমার পূর্ণমানবের আদর্শ।''

তাঁর ধর্মবোধকে ভারতের মাটিতে প্রচারের জন্য এবং প্রকৃত ভারতকে চেনার জন্য তিনি পরিব্রাজকের বেশে হিমালয় থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত ভ্রমণ করেছেন। আবার ভারতীয় সনাতন শাস্ত্রের পাঠও গ্রহণ করেছেন। বেদ থেকে পুরাণ, শঙ্কর থেকে রামানুজ তথা বলদেব বিদ্যাভূষণ এমনকী বৌদ্ধবাদকে তথা ভক্তিবাদকে বোঝার জন্য নিবিড়ভাবে শাস্ত্রাধ্যয়নের বাসনা তাঁর ছিল। শাস্ত্রকে নিজের মতো করে তিনি বুঝতে চেয়েছিলেন, টীকা টিপ্পনীকারদের দৃষ্টিতে নয়। তাই ক্ষেত্রীর রাজার কাছে স্বল্প কয়েকদিন বাসের সময়েও সেখানকার পণ্ডিতজীর কাছে পাণিনি ব্যাকরণ পড়েছেন। এমনকী মহাপ্রয়াণের কয়েক ঘন্টা আগেও লঘু সিদ্ধান্ত কৌমুদী ব্যাকরণ অভ্যাস করেছেন। ভাষার মুখ হল ব্যাকরণ। ব্যাকরণ জানলে নিজেই শব্দ ভেঙে মূল বক্তব্যের অন্দরমহলে প্রবেশ করা সম্ভব।

স্বামীজিকে সেই অর্থে পণ্ডিত বলা যাবে না, কারণ তাঁদের মতো তর্কবিতর্ক বা খণ্ডন-মণ্ডনের পথে তিনি হাঁটেন নি। নিজের দিব্য বুদ্ধির দ্বারা হাঁসের মতো জলমেশান শাস্ত্র থেকে দুধটুকুকে ছেঁকে নিতে চেয়েছেন। ভারতীয় ধর্মদর্শন সম্পর্কে তাঁর ছিল অসীম শ্রদ্ধা। তাই জাতীয় জাগরণের জন্য বলেছেন - ''গর্বের সঙ্গে বল, আমি হিন্দু''। কবিগুরু যেমন বলেছিলেন — ''সার্থক জনম আমার, জন্মেছি এই দেশে'', সেই একই ভালবাসার কথা বিবেকবাণীতে উচ্চারিত হয়েছে।

জাতীয়তাবোধের জাগরণপর্বে এই চেতনা স্বাভাবিক ভাবেই সব দেশের সাহিত্য ইতিহাসে আবেগের সঞ্চার ঘটায়। 'যদিহাস্তি তদন্যত্র যন্নেহাস্তি ন কুত্রচিৎ'- এটা ব্যাসের প্রৌঢ়োক্তি নয়, সব দেশেরই নবজাগরণ পর্বের নায়কদের এরূপ ভক্তি পাওয়া যায়। অথচ বিবেকানন্দ সেক্ষেত্রে অনেকটাই মুক্ত। তার কারণ ভারতীয় তত্ত্ববোধের মণিমুক্তোগুলো কতটা খাঁটি এবং তার জ্যোতির গভীরতা ভারতীয়দের মধ্যে কতটা ব্যাপক সেকথা জহুরির মতোই তিনি চিনেছেন। সেই কারণে অন্য ধর্মের মহত্বের দিকগুলোকেও চিনেছিলেন। খ্রিস্টানরা মুসলমানদের ঘৃণা করলেও ইসলামি সমাজের মহত্ব জাতি নির্বিশেষে সকলকে ভাই বলে গ্রহণ করার ক্ষমতায় নিহিত। একজন রেড ইণ্ডিয়ানও মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করলে তুরস্কের সম্রাটের তার সঙ্গে সহভোজে আপত্তি থাকে না। তাদের ধর্মের মূলভাব ভ্রাতৃত্ববোধ।

খ্রিস্টধর্মাবলম্বীদের মূল কথা শুদ্ধচিত্তে সেবা। ঘোর অন্ধকারের যুগেও অতি কুসংস্কারাচ্ছন্ন খ্রিস্টান দেশগুলিতে তারা হাসপাতাল প্রভৃতি নির্মাণ করে সাহায্যের জন্য ছুটেছে। হিন্দুদের তেমনি আছে আধ্যাত্মিকতা। একে জাতীয় উন্নতির জন্য জাগ্রত করতে হবে। অন্যের ধর্মে যে মহৎ ভাবরাজি আছে সেগুলি গ্রহণ করে নিজেদের অবস্থার উন্নতি করাটা কাম্য। ঠুনকো ধর্মাচারকে নিন্দা করতে তাই স্বামীজির বাধেনি। পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে দাঁড়িয়ে সনাতন ধর্মের মহত্বকে তিনি যেমন দেখিয়েছেন তেমনি তাদেরও শত ছিদ্রের কথা বলতে কসুর করেননি।

...ক্রমশঃ

— অধ্যাপক ডক্টর উদয় চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

যোগ প্রসঙ্গে উপলব্ধিত আলোকে

প্রশ্ন ৩৪ : জপের উদ্দেশ্য কি?

উত্তর : আমাদের মন সর্বদাই নানাপ্রকার কামনা-বাসনা সম্পন্ন বৃত্তির বিকল্পে আক্রান্ত হইতেছে। এই সব আক্রমণের ফলে মন চঞ্চল হইয়া তরঙ্গায়িত হইতেছে। মন বা চিত্তে বৃত্তির আন্দোলন হইল বায়ুর তরঙ্গ বিশেষ। বায়ুর গতিতে বক্রতা আসিলে যে তরঙ্গ চিত্তে প্রবাহিত হয় সেটিকেই 'বাসনা' বলে। এইভাবে আমাদের দেহাভ্যন্তরে ৪৯ বায়ু মনের চঞ্চলতায় অশান্ত গতিবিশিষ্ট হয়। জপ হইল চিন্ময় শব্দের অণুরণন। সদ্‌গুরু প্রদত্ত বীজমন্ত্র সদৃশ চিন্ময় শব্দের অণুরণন করিতে করিতে চিত্তবৃত্তির মধ্যে বায়ুর যে সকল অণুগুলির গতি বক্রতা প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই বক্রগতি সম্পন্ন অণুগুলির কম্পন ক্রমশঃ শান্ত হইয়া আসে, যার ফলে চিত্তবৃত্তির শান্তগতি হয়। তখন চিত্তে আর কোন বিক্ষিপ্ততা উৎপন্ন না হওয়ায় স্থির চিত্তে 'জপ' চলিতে থাকে। চিত্ত মাঝে এই যে বায়ুর কম্পন এইগুলি বর্ণমালা। এই সকল বর্ণ চিন্তনের প্রবাহে চিত্তে নিরন্তর উদিত হইয়া পরস্পর মিলিত হয় এবং বিভিন্ন ভাবে মিলমিশ্রণের ফলে চিত্তে বৃত্তিরূপে অনুভূত হয় এবং বিক্ষিপ্ততা সৃষ্টি করে। জপ করিতে করিতে বায়ুর বক্রতা দূরীভূত হইয়া যায় কারণ জপের মন্ত্র হয় নাদাত্মক। দীর্ঘকাল জপের ফলে মন্ত্রে শক্তি স্ফুরিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বায়ুর বক্রতা দূরীভূত হইতে থাকে। জপের মন্ত্রকে নাদে পরিণত করাই হইল জপের প্রকৃত উদ্দেশ্য। নাদ উত্থিত হইলেপরেই সাধকের মন্ত্রসিদ্ধি আসে। আসল কথা হইল যে বর্ণাত্মক স্থূল শব্দের অভ্যন্তরে নাদাত্মক চেতন শব্দকে উপলব্ধি করিতে পারিলে তখন চৈতন্যই মুখ্য ভাবে প্রকাশিত হয় যাহার ফলে বক্রবায়ুর গতি সরলতা প্রাপ্ত হয়। জপের ফলে অখণ্ড চৈতন্য ধ্বনিকে জ্ঞাত হওয়া যায়।

প্রশ্ন ৩৫ : 'জপের মালা' কি?

উত্তর : জপের মালাকে অক্ষমালা বলে। মূলাধার হইতে আজ্ঞাচক্র পর্য্যন্ত যে ছয়টি চক্র আছে সেগুলি যন্ত্রস্বরূপ। এই যন্ত্রে বহির্মুখ গতিতে যেমন সৃষ্টির বিস্তার হয় তেমনি অন্তর্মুখ গতিতে সৃষ্টি প্রশমিত হয়। প্রত্যেক চক্রের দল অনুযায়ী পৃথক পৃথক দলে একটি করিয়া বর্ণরশ্মি বিকীর্ণ হইয়া আছে। সেই সকল বর্ণ বা রশ্মিকে 'অক্ষর' বলে। ইহারাই মাতৃকাবর্ণ। প্রত্যেক চক্রের বর্ণরশ্মি সেই চক্রস্থিত উদ্ভাসিত রাজ্যকে আলোকিত করিয়া অবস্থান করিতেছে। সাধক সাধনবলে গুরুকৃপায় বিকীর্ণিত অক্ষর রশ্মিগুলিকে সংকুচিত করিয়া ঐ চক্রের কেন্দ্রস্থানে প্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হইলে 'একাগ্রতা' অবস্থা প্রাপ্ত হয়। একাগ্রতার সঙ্গে সঙ্গেই সাধকযোগীর অন্তরে প্রজ্ঞালোক প্রকাশিত না হইয়া পারে না। জপ দ্বারা চক্রস্থিত একটি রশ্মি সংকোচ হইয়া আসিলেই তাহার আশ্রিত অন্যান্য রশ্মি বা উপরশ্মিগুলি আপনিই সংকুচিত হইয়া পড়ে এবং চক্রকেন্দ্রে মধ্যবিন্দু ও কেন্দ্রশক্তিরূপে অধিষ্ঠিত হয়। সেই চক্রের মধ্যবিন্দুতে চেতনার লয় হইলে যোগীর সেই চক্রস্থিত সকল বিষয়ের জ্ঞান লব্ধ হয়। মূলাধার যেমন চতুর্দল, তদ্রূপ স্বাধিষ্ঠান ষড়দল, মণিপুর দশদল, অনাহত দ্বাদশদল, বিশুদ্ধ ষোড়শদল, এবং আজ্ঞা দ্বিদল — মোট দল-সংখ্যার সমষ্টি পঞ্চাশ। এই পঞ্চাশটি দলে বর্ণ রহিয়াছে। ইহাই অক্ষমালা — যোগীগণের জপমালা। প্রাণের গতিকে অন্তর্মুখ করিয়া চক্রে চক্রে প্রাণায়ামের, অনুলোম বিলোমে মন্ত্র জপ করাকে 'অন্তঃ-জপের মালায়' জপ করা বলা হয়। ক্রিয়াবান সাধক এইভাবেই 'মালাজপ' করেন।

—শ্রীশ্রীমা সর্বাণী

যৌগিক চেতনায় শ্রীশ্রীচণ্ডীতত্ত্ব

দ্বাবিংশ পর্য্যায়—

শ্লোক :— *বিসৃষ্টৌ সৃষ্টিরূপা ত্বং স্থিতিরূপা চ পালনে।*
তথা সংহৃতিরূপান্তে জগতোহস্য জগন্ময়ে।।৫৫

শব্দার্থ :— বিসৃষ্টৌ - সৃষ্টির সময়, সংহৃতি - সংহরণ, জগতোহস্য - এই জগতের।

বাংলা শ্লোকার্থ :— হে জগন্মাতা! সৃষ্টিকালে তুমি সৃষ্টিরূপা, পালনে স্থিতিরূপা এবং প্রলয়ে তুমিই জগৎ সংহার রূপা।

যৌগিক ব্যাখ্যা :— আধ্যাত্মিক চেতনায় অনুভূত হয়, মহামায়া কেবল বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের কর্ত্রী বা কারণ স্বরূপা নন। তিনি স্বয়ংই সৃষ্টি স্থিতি ও লয় স্বরূপা। তিনিই প্রেরণারূপা অখণ্ড কর্মশক্তি, যা এই তিনরূপে প্রকাশিত। আদ্যাশক্তি মহামায়ার এই ত্রয়ী স্বরূপ মূলতঃ সৃষ্টি স্থিতি ও সংহার ক্রিয়ার নিত্য আবর্তনের প্রকাশ। মাতৃশক্তির প্রভাবে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়-লীলা মিলে-মিশে যোগীর জীবনে অমৃতের তথা পূর্ণ মাতৃ সান্নিধ্যের সন্ধান দেয়। ত্রিবেণী সঙ্গমে যেমন তিনটি নদীর ত্রিধারা নিজ নিজ সত্ত্বা হারিয়ে মহাসাগরের অখণ্ড জলরাশিতে লীন হয়, অনুরূপ, এই তিন ক্রিয়ার প্রভাবে জন্মমৃত্যুর আবর্তন হতে পরিত্রাণ পেয়ে যোগী জগৎ জননীর ক্রোড়ে আশ্রয় পায় তথা মুক্তি লাভ করে।

শ্লোক :— *মহাবিদ্যা মহামায়া মহামেধা মহাস্মৃতিঃ।*
মহামোহা চ ভবতী মহাদেবী মহাসুরী।।৫৬

বাংলা শ্লোকার্থ :— মা! তুমি ব্রহ্মবিদ্যা হয়েও মহামায়া এবং মহামেধা হয়েও মহা অস্মৃতিঃ তাই তুমি মহামোহা এবং মাহ আশুরীরূপা।

যৌগিক ব্যাখ্যা :— জগতজননী সমস্ত শক্তির কারণ স্বরূপা তাই তাঁর গুণাগুণের মধ্যে সমভাবে ব্রহ্মবিদ্যা, জ্ঞান, ও স্মৃতি, বিদ্যা -অবিদ্যা ও অজ্ঞান ভাব বিরাজমান। আপাত বিরোধী ভাব এই মহতী প্রকৃতির স্বরূপ তাই একদিকে তিনি যেমন দৈবী শক্তি সম্পন্না, তেমনি আসুরী সত্ত্বা বিশিষ্টা।

বাস্তবে এইরূপ বিদ্যা-অবিদ্যা, জ্ঞান-অজ্ঞান, আলো-অন্ধকার ইত্যাদি বিরুদ্ধ গণের সহাবস্থান সম্ভব না হলেও জগৎমাতা বিশ্বেশ্বরীর আনুকুল্যে কিছু অসম্ভব নয়। তিনি গুণাতীতা বলেই অনুকুল ও প্রতিকুল সব রকম বিরুদ্ধ ভাব তাঁর মধ্যে অবস্থান সম্ভব।

শ্লোক :— *প্রকৃতিস্ত্বঞ্চ গর্ব্বস্য গুণত্রয়বিভাবিনী।*
কালরাত্রির্মহারাত্রি র্মোহরাত্রিশ্চ দারুনা।।৫৭

বাংলা শ্লোকার্থ :— মা! তুমি সকলের প্রকৃতিরূপা। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিনগুণে তোমার প্রকৃতি পরিব্যক্ত। আবার এই প্রকৃতির লয়রূপে তুমিই কালরাত্রি মহারাত্রি ও মোহরাত্রি।

যৌগিক ব্যাখ্যা :— মহামায়া মা নির্গুণা হয়েও সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ গুণের প্রকৃতিতে সগুণা হয়ে বিরাজিতা। সৎ-চিৎ- আনন্দময়ী মা তাই অব্যক্তস্বরূপা হয়েও গুণত্রয়ের তারতম্য বিধায়িনী।

সত্ত্ব-রজঃ তমঃ - এই তিন গুণকে লয় করার জন্য অতীব ভয়ঙ্করী রূপে মা এখানে কালরাত্রি, মহারাত্রি ও মোহরাত্রি রূপে চিত্রিতা। রাত্রি কথাটির মধ্যে অন্ধকার রজনীর ভয়াবহ পরিবেশের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় বলে মায়ের এই ত্রিগুণ লয়কারী মহা ভয়ঙ্করী রূপ মানুষকে প্রাথমিকভাবে বিহ্বল করে। অবশ্য যোগী সচেতন যে, এই অন্ধকার রূপ অজ্ঞানের অন্তরালে সন্তানকে আত্মজ্ঞানীরূপে পরিণত করার মাতৃশুভেচ্ছা বিরাজ করে।

কালজ্ঞান যেখানে থাকে না, অর্থাৎ ব্রহ্মনাড়ীতে, তাহাই কালরাত্রি। সত্ত্বগুণের লয় স্থানকে কালরাত্রি, রজোগুণের লয় স্থানকে মহারাত্রি এবং তমোগুণের লয় স্থানকে মোহরাত্রি বলে। যোগী অনুধাবন করেন, সত্ত্বগুণের মানুষ সাধনায় শিবত্ব লাভকরে রজোগুণের লয়ে আত্মবোধে অনুপ্রাণিত হয় এবং তমোগুণের লয়ে মায়া মোহ ও ভ্রান্তি হতে মুক্ত হয়।

পরিশেষে বলা যায়, মানুষ সাধনার দ্বারা এই সমস্ত কালের অতীতে উপনীত হতে পারলে তার মৃত্যু জয় অবস্থা আসে। তখন স্থূল দৃষ্টিতে মায়ের ভয়ঙ্করী রূপ যোগীর দৃষ্টিতে ব্রহ্মময়ী রূপে প্রকাশিত হয়ে যোগীকে অব্যক্ত আনন্দে মগ্ন করে। *...ক্রমশঃ*

—অধ্যাপক শ্রীহরপ্রসাদ রায় (অবসরপ্রাপ্ত)
বহরমপুর কলেজ, মুর্শিদাবাদ

গুপ্তযোগী ভূপতি মহারাজ

(১৬)

শ্রীসুরেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডায়রী থেকে — প্রথম দর্শন —

পূর্ব প্রকাশিত : আমি পাবনা জেলার রাধানগরের মজুমদার বাবুদের বাসাবাটিতে থাকাকালীন একদিন ননীদা (শ্রীনলিনী রঞ্জন রায়) একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে লইয়া আসিলেন ও তাঁহাকে বসিতে নির্দেশ দিয়া ব্যস্তসমস্তভাবে পুনরায় বাহিরে চলিয়া গেলেন। আমি সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের উন্মাদপ্রায় কার্য্যকলাপ সবিস্ময়ে দেখিতেছিলাম। হঠাৎ একসময় তিনি এমনভাবে উচ্চহাস্য করিতে লাগিলেন যে ঘরখানা মুখরিত হইয়া উঠিল। সে হাসি আর থামে না। চার-পাঁচ মিনিট পরে কোনমতে সুস্থ হইলে তখন দেখিলাম তিনি ...

...পুনরায় কর ধরিয়া জপ করিতেছেন। দুই তিন মিনিটের মধ্যেই চক্ষু দিয়া অশ্রুধারা বহিতে লাগিল; সেই অশ্রু তাঁর সাদা দাড়ি হইতে ঝরিতে লাগিল। এমনভাবে কাঁদিতেছেন যে সে কান্না আর থামে না, কাঁদিতে কাঁদিতে ফোঁপাইতে লাগিলেন, এদিকে স্তম্ভিত ও হতবুদ্ধি আমি বুঝিতে পারতেছিনা এ-অবস্থায় আমার কিছু করিবার আছে কি না? নিতান্ত অস্বস্তি বোধ করিতেছিলাম। তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন, ''মা, তোর সন্তানকে কি এভাবে কষ্ট দিতে আছে? আমি তো তোর শরণাগত। এই তো বেশ, তোরই আশ্রয়ে তো রয়েছি।'' ইহার পর যেন সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া জপ করিতে লাগিলেন। কর ধরিয়া ''হরি, হরি'' জপ করিতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ পর হঠাৎ আমার দিকে একটু ঘুরিয়া বসিয়া দুটি পদ্মনেত্রের স্নিগ্ধ দৃষ্টি আমার মুখে ফেলিয়া বলিলেন,''যাদুমণি, আমি এখানে বসাতে তোমার কি কোনো অসুবিধা হল?''

আমি বলিলাম, ''আমার কোনো অসুবিধাই হচ্ছে না, আমি তো এই সময় বাইরে বেড়াতে যেতুম। আপনি বসুন না। আমার কোনো অসুবিধা হবে না।''

বৃদ্ধ -''তুমি পড়াশুনো কচ্ছিলে?''

আমি - ''আজ্ঞে হ্যাঁ।''

বৃদ্ধ - ''কি বই পড়ছিলে?''

আমি - ''আজ্ঞে Philo....মানে, ইংরাজী দর্শনশাস্ত্র।'' আমার ধারণা হইল, হয়তো বা এই বৃদ্ধ উন্মাদ Philosophy কথাটা বুঝিতে পারিবেন না।

আমাকে একটু চমকাইয়া দিয়া বলিলেন, ''তুমি Philosophy-র কোন Part (অংশ) পড়ছিলে?''

আমি - ''আজ্ঞে, Metaphysics.''

বৃদ্ধ - ''তোমাদের এই ইংরাজী Metaphysics-এ ভগবান সম্বন্ধে কিছু বলে না?''

আমি - ''আজ্ঞে হ্যাঁ।''

বৃদ্ধ - ''তোমাদের ঐ Metaphysics থেকে ভগবান সম্বন্ধে একটা কথা শোনাবে? আমি শুনে খুশী হয়ে যাব!''

আমি - ''আজ্ঞে, আমার Metaphysics-এর কোনো জ্ঞানই হয়নি; আমি আপনাকে কি শোনাব!''

বৃদ্ধ -''তুমি যা জান একটি কথা আমাকে শোনাও।'' আমাকে বিব্রত দেখিয়া সাধিলেন - ''লক্ষ্মীটি আমার, যাদুমণি আমার, আমি শুনলে বড়ই খুশী হব।''

আমি - ''আমি তো আপনাকে বলেছি, আমার ও সম্বন্ধে কিছু বলবার মত জ্ঞান হয়নি, —কি করে বলি, বলুন তো, — আমায় মাপ করুন।''

বৃদ্ধ - ''যাদুমণি, এটি আমার বিশেষ অনুরোধ,—তুমি যা জান তাই আমাকে শোনাও, অমি শুনলেই খুশী হব।''

আমি - ''আপনি তো বরাবরই বলছেন খুশী হবেন, কিন্তু আমার অবস্থাটা একবার ভাবুন! আমি যে কোনো কথাই জানি না, Philosophy-র কোন জ্ঞানই আমার নেই; আমি এই নোট বইটা পড়ে চলেছি।''

বৃদ্ধ - ''আচ্ছা, তুমি এই বইখানি থেকেই দুটি একটি কথা বল।''

আমি - ''আমার কিছু বলার মতো মুখস্থ নেই।''

বৃদ্ধ - ''আচ্ছা, তুমি বইখানা খুলে দেখেই বল।''

আমি একেবারে হতবুদ্ধি। এ কি দুর্বিপাক! আমার কোন কিছুই জানা নাই, পড়া নাই। তবু আমাকে বলিতেই হইবে; কিছু না বলিলে ছাড়িবেনও না, স্পষ্টই বুঝিলাম। অগত্যা নোট বইখানা খুলিয়া ভগবানের যে ছয়টি নির্দেশ সূচক গুণ ওইখানে বর্ণিত আছে, ইংরাজী ভাষায় সেগুলি উল্লেখ করিয়া গেলাম।

—শ্রীসজল কান্তি ভট্টাচার্য্য

মাতৃবন্দনা

রম্যা সা ভারতভূমি ধরাধামে অনাদিকে।
রম্যা রামা শক্তিরূপা শ্যামলে বঙ্গমণ্ডলে।।
স্থানে শিবরামপুরাখ্যে সাংখ্যতত্ত্বযুতে দক্ষিণে
রাজ্যে রাজতে পরগণা যত্র লসতি ললিতা।।

—অর্থাৎ, এই ধরাধাম অনাদি, তার মধ্যে সুন্দর ভারতভূমি বিরাজিত তার মাঝখানে আছে শ্যামল সবুজ বঙ্গমণ্ডল এখানে শক্তিরূপা সুন্দরী এক নারী আছেন।

সাংখ্যতত্ত্ব সংযুক্ত অর্থাৎ ২৪ পরগণা রাজ্যের দক্ষিণে এমন একটি পরগণা বিরাজিত যার মাঝখানের স্থানটির নাম শিবরামপুর।

দক্ষস্য পুত্রিকা জাতা কল্যব্দে প্রথমপাদকে।
সর্বাণী সর্বরূপা যা মাতেতি বিশ্রুতা কিল।।
নমামো বদামো নিত্যং তস্যাশেষগুণম্ ক্রিয়াম্
যোগযুক্তস্য বিজ্ঞস্য কৈবল্যদায়িনীম্ কলাম্।।

কলির অব্দের প্রথম পাদে দক্ষের কন্যা সর্বাণী রূপে জন্মগ্রহণ করেছেন যিনি সর্বরূপে বিরাজিতা এবং সকলের মধ্যে মাতা নামে খ্যাতা।

আমরা তাঁর অশেষ গুণের কথা এবং ক্রিয়ার কথা সর্বদা আলোচনা করব এবং তাঁকে বার বার প্রণাম করব। যোগযুক্ত বিজ্ঞের তিনি কৈবল্য-প্রদায়িণী পরমাকলা।

— অধ্যাপক ডক্টর উদয় চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

আশ্রম সংবাদ

৬ই জুলাই — শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রার দিন সন্ধ্যায় আশ্রমে একটি ঘরোয়া অনুষ্ঠানে শ্রীশ্রীমা অপূর্ব কিছু ভজন গান করেন। উপস্থিত ভক্তবৃন্দ ভক্তিভাবে আপ্লুত হৃদয়ে শ্রীশ্রীমায়ের সান্নিধ্যে সন্ধ্যাটি অতিবাহিত করেন।

১৯শে জুলাই — গুরুপূর্ণিমার দ্বিপ্রহরে শ্রীশ্রীগুরুমহারাজদের ভোগ নিবেদন ও প্রসাদ বিতরণ অনুষ্ঠানের পর সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীমা সমাগত ভক্তমণ্ডলীকে দর্শন দেন ও কিছু শিক্ষামূলক কথা বলেন। অনুষ্ঠানের সূচনাতে গুরুভ্রাতা শ্রীপার্থ প্রতিম চক্রবর্ত্তী বিগত কয়েক বছরের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের কিছু ভিডিও রেকর্ডিং দেখান। স্মৃতি রোমন্থনের এই ক্ষণটি সকলের কাছেই উপভোগ্য হয়েছিল। এরপর হিরণ্যগর্ভের পূর্ববর্তী সংখ্যাটি ও শ্রীশ্রীমা রচিত 'মহাত্মনের সান্নিধ্যে' (২য় ভাগ) বাংলা পুস্তক প্রকাশিত হয়। অন্তিমে একটি সুন্দর সঙ্গীতানুষ্ঠান পরিবেশন করেন আশ্রমের গুরুভ্রাতা ও ভগিনীগণ।

৭ই আগষ্ট — এইদিন সকালে সৎসঙ্গে শ্রীশ্রীমা স্বয়ং ক্রিয়াযোগের উপর প্রবচন দেন। এই প্রথম শ্রীশ্রীমা সর্বজনের উদ্দেশ্যে ক্রিয়াযোগের বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। দীক্ষিত সন্তানেরা ছাড়াও সেদিন বহু মানুষ এই সৎসঙ্গে উপস্থিত ছিলেন ও শ্রীশ্রীমায়ের আধ্যাত্মিক প্রবচনের দ্বারা উদ্বুদ্ধ ও সমৃদ্ধ হয়েছিলেন। অখণ্ড মহাপীঠের বহু অনুষ্ঠানের মধ্যে এটি বিশেষভাবে স্মরণীয়।

২৫শে আগষ্ট — শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী তিথিতে শ্রীশ্রীরাধামাধবের দ্বিপ্রাহরিক ভোগ নিবেদিত হয়। এই পুণ্য তিথিতেই পূজণীয় শ্রীশ্রীবাবার জন্মতিথি। এইদিন সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীমা ও গুরুভ্রাতা ও ভগিনীগণ কিছু ভজন পরিবেশন করেন। শ্রীশ্রীমায়ের কণ্ঠের অপূর্ব ভজন গান সকলকে বিমোহিত করে।

৩রা সেপ্টেম্বর — এইদিন আশ্রমে শ্রীশ্রীরামদেব বাবার পূজা হয়।

৫ই সেপ্টেম্বর — গণেশ চতুর্থীর পবিত্র তিথিতে শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণাক্ষেত্রে অনুষ্ঠিত হয় শ্রীশ্রীগণেশ পূজা।

২৫শে সেপ্টেম্বর — এইদিন আধ্যাত্মিক সভার ২০তম পর্বে 'কেনোপনিষদ্'-এর অপূর্ব ব্যাখ্যান পরিবেশন করেন গুরুভ্রাতা ডঃ বরুণ দত্ত।

৩০শে সেপ্টেম্বর — মহালয়ার দিন বহু ভক্ত আশ্রমে শ্রীশ্রীমায়ের দর্শনলাভের জন্য সমাগত হন।

বিজ্ঞপ্তি

Library-র পুস্তকাবলী রক্ষণাবেক্ষণার্থে সদস্যদের Library-র বার্ষিক চাঁদা (১০০/- টাকা) ৩১শে জানুয়ারীর (২০১৭) মধ্যে জমা করতে হবে।

वेताल और भैरव की कथा

श्रीश्रीमाँ सर्वाणी

इन्द्रादि देवगणों ने तारकासुर के अत्याचार से जर्जरित होने के पश्चात् तारकासुर के वध के निमित्त स्तुतिवाक्य से हर के समीप उमा के गर्भ में हर के औरस से महापराक्रमशाली शुद्धसत्वात्मज संतान के लिए प्रार्थना की। भगवान शंकर ने भी सम्मत होकर दृढ़संकल्पित चित्त से देवगणों के प्रार्थित असाधारण बलवान पुत्र के उद्देश्य से उमासह महासुरत क्रीड़ा आरम्भ कर दी। भगवान शंकर के महामैथुन सुरतक्रीड़ा से समस्त जगत् कम्पित होकर आकुलित हो उठा किन्तु किसी प्रकार से ही शिववीर्य स्खलित नहीं हुआ। तब देवराज इन्द्र अपने सिंहासन से च्यूत होने के भय से भीत होकर ब्रह्मा के शरणापन्न हुए। इन्द्र ने कहा, ''हे ब्रह्मन्! हर गौरी के ऐसे संगम से जो पुत्र उत्पन्न होगा, वह निश्चय ही मेरा अतिक्रम करेगा। अभी क्रीड़ासक्त महादेव के औरसजात पुत्र से मुझे तारक की अपेक्षा अधिक भय हो रहा है। अतएव आप मुझे इस महाभय से उद्धार करवाईए।'' इस पर ब्रह्मा ने कहा, ''यदि उमा के गर्भ से शंकर के तेज से पुत्र उत्पन्न होगा तो उस पुत्र का पराक्रम इन्द्र प्रभृति देवताओं और समस्त लोकों के लिए असह्य होगा। अतएव जिस प्रकार हर तेज-सम्भूत पुत्र उमा गर्भ से उत्पन्न ना हो, मैं हर के समीप गमन कर वही चेष्टा करूँगा। और जिस प्रकार तारकासुर भी शीघ्र विनष्ट हो मैं उसका भी प्रतिविधान करूँगा।'' यह कहते हुए ब्रह्मा ने देवगणसह कैलाश पर्वत पर हरगौरी के निकट गमन किया। वहाँ उन्होंने महादेव को स्तवस्तुति द्वारा संतुष्ट किया। ब्रह्मा के कथन पर हर ने शान्ति धारण कर ब्रह्मा से जिज्ञासा किया कि किसके मध्य वे अपने तेज को निक्षेप करेंगे? ब्रह्मा ने उनसे अग्नि में अपने तेज को निक्षेप करने के लिए अनुरोध किया। तब शंकर ने मैथुन सम्भूत स्वकीय तेजवीर्य दहनशील वह्नि मध्य परित्याग किया। अग्नि में विक्षिप्त तेज से ही भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ एवं कार्तिक के हस्त से ही तारकासुर निहत हुआ। दूसरी ओर अग्नि में परित्यक्त तेज के परमाणुद्वय परिमित अल्प तेज गिरिसानु में पतित हो गए। उन पतित अणुद्वय-मात्र के तेज से शंकर के दो पुत्र उत्पन्न हुए। उन पुत्रद्वय में से एक भृंग सदृश कृष्णवर्ण थे, ब्रह्मा ने उनका नाम रखा 'भृंगी', अन्य काजल सदृश अत्यंत कृष्णवर्ण थे, इसीलिए पितामह ने उसका नाम 'महाकाल' रखा। शंकर ने उभय का प्रमथादि गणसमूह द्वारा प्रतिपालन करवाया एवं गौरी भी उन्हें विशेष यत्न से वर्द्धित करने लगी। वे हर और उमा के प्रतिपालन से प्रवृद्ध हुए एवं हर ने उन्हें स्वीय गणाधिपति कर द्वार पर द्वारपाल रूप में नियोग किया।

तदनंतर किसी समय हरपार्वती के एकत्र अवस्थानकाल में भृंगी और महाकाल द्वाररक्षक रूप में अवस्थान कर रहे थे। उसी समय समाधिस्थचित्त में देवी पार्वती विपर्यस्त अवस्था में अविन्यस्त वेश में कक्ष से बाहर चली आयी इस पर दोनों द्वारपाल देवी को उस अवस्था में देखकर पहले तो अत्यंत कुपित हुए एवं तत्पश्चात् माता को तद्रुपावस्था में देखकर अति दीनभाव से अधो-वदन होने पर, उनमें तीव्र चिन्तावेग प्रवाहित होने लगा, बार-बार दीर्घ-निःश्वास लेने लगे। उनकी ऐसी अप्रस्तुत अवस्था देखकर एवं उमा का उन्होंने वैसी अवस्था में दर्शन किया इसीलिए क्रुद्ध होकर देवी ने उन्हें शाप दिया कि - 'उन दोनों को इस अमर्यादा के लिए मनुष्य योनि में जन्मग्रहण करना होगा और मातृआवेक्ष दोष से मनुष्ययोनि में जन्म लेकर उनकी मुखकान्ति वानर-मुख सदृश होगी।' तब उन्होंने देवी के समक्ष विनयपूर्वक अनुरोध किया कि यदि मनुष्यरूप में ही जन्मग्रहण करना पड़े तो देवी और शिव को पृथ्वी पर मनुष्य रूप में अवतीर्ण होना पड़ेगा। उसके बाद मर्त्य में वे मनुष्यरूपी हर के तेज से एवं हरजाया शिवानी के गर्भ से

उभय ही जन्मग्रहण करेंगे। यदि वे दोनों हरात्म्य एवं निरपराध होंगे तो उनका यह वाक्य अवश्य ही सत्य होगा। अनन्तर कियत्काल अतीत होने पर शिव ने भविष्यत् कार्य जानने पर स्वयं मनुष्यरूप में जन्मग्रहण किया।

कालान्तर में महादेव ने प्रजापति दक्ष के पौत्र राजा पौष्य के पुत्र रूप में जन्मग्रहण किया। उनका नाम हुआ 'चन्द्रशेखर'। दूसरी ओर इक्ष्वाकु वंशीय ककूत्स्थ राज की कन्या रूप में शिवानी ने जन्म ग्रहण किया। उनका नाम हुआ 'तारावती'। चन्द्रशेखर के साथ तारावती के विवाह के फलस्वरूप दैव-अनुशासन से दो वानर मुखी पुत्रों का जन्म हुआ। इनके ही नाम पड़े 'वेताल और भैरव'। इसके अतिरिक्त तारावती के गर्भ सम्भूत राजा चन्द्रशेखर के महाबल से पराक्रान्त परम रूपवान तीन औरस-पुत्र थे; उनमें से ज्येष्ठ का नाम उपरिचर, मध्यम का नाम दमन और कनिष्ठ का नाम था अलर्क। ये लोग वेताल और भैरव से वयोज्येष्ठ थे। विधाता के पंचभूत सदृश अशेष शक्तिसम्पन्न इन पाँच पुत्र ने कालक्रम से समुन्नत होकर औदार्य और दर्प से समस्त पृथ्वी को जय किया था। अत:पर कालक्रम से ये बलशाली, दीर्घकाय, सर्वशास्त्र में पारंगत, अस्त्रशस्त्र विशारद और वेदपारग हो गये। पंचभ्राता प्रीतिनिबंधन वशत: सर्वदा ही सम्मिलित होकर रहते। लेकिन पिता चंद्रशेखर प्रथम तीन पुत्रों से जैसे स्नेह रखते थे वैसे वेताल और भैरव से नहीं। राजा ने तीन पुत्रों को राज्य के साथ समस्त वैभव प्रदान किए थे किन्तु वेताल और भैरव को उपयुक्त स्थान भी प्रदान नहीं किया। तब वेताल और भैरव दु:खी मन से इतस्तत: भ्रमण करने लगे। घूमते-घूमते उनका कापोत मुनि के साथ साक्षात् हुआ। तब उन्होंने अपने मन की वेदना मुनि को विस्तारित भाव से सुनायी और कहा कि वे आत्मज्ञान लब्ध करने की इच्छा से तपस्या करना चाहते है। मुनि ने तब अपने योगबल से वेताल और भैरव को उनके प्रकृत परिचय से अवगत करवाया, महादेव के शरणापन्न होने के लिए कहा एवं कामरूप के संध्याचल में वशिष्ठ के निकट उन्हें प्रेरण किया।

तदनंतर वेताल और भैरव कापोत मुनि के उपदेश से वशिष्ठदेव के निकट दीक्षा प्राप्त कर शिव की आराधना करने लगे, शिव के वर से देवत्व प्राप्त कर मनुष्य देह परित्याग कर देवदेह में रूपान्तरित हो गये। उस समय अमृतपान कर बलशाली वेताल और भैरव ने स्वयं दैवशक्ति, दैवज्ञान, दैवरूप लाभ किया। महादेव ने तब अभिन्नरूप में दैवत्वप्राप्त आनन्द युक्त पुत्रद्वय से कहा – ''मैं तुम दोनों से तुष्ट हूँ; यदि मेरे द्वारा प्रदत्त इष्ट की इच्छा करते हो तो मेरी दयिता ईश्वरी आद्याशक्ति की सेवा करो। मैं त्वदव्यतिरेक इष्ट फल नहीं दे पाऊँगा; अतएव हे वत्स! उनकी आराधना के निमित्त आश्रय करो।'' इसके पश्चात् शिव के उपदेश से प्रेरणा प्राप्त कर वे कामाख्या पर्वत पर देवी महामाया की आराधना करने लगे। भगवती की आराधना कर वेताल और भैरव शाश्वत देवत्व को प्राप्त कर अपने स्वरूप को लाभ कर शिवलोक में गमन कर अजर और अमर हुए। वे महादेव के गण के अधीश्वर होकर नंदी के सदृश हरपार्वती के दरबार में नित्य आसन्न द्वारस्थित हुए।

वेताल और भैरव शिवानुचर और शिव के गण कहकर अभिहित होने पर भी शिव-साधना के पथ में जीवों के क्रमानुयायी 'वेताल और भैरव' तन्त्रधारा में दो तत्त्व है। देवी कामाख्या के पदतले जो शित-प्रेतरूपी महादेव को देखा जाता है वह वेतालरूपी पूर्णशिव का रूपान्तर मात्र है। यह शिव ही शाक्त सहस्रार के स्वयम्भू लिंगम् रूप में परिगण्य होते हैं। वेतालतत्त्व रहस्य अतीव गुह्य तन्त्रतत्त्व विशेष। शिवभाव के साधक मातृ-आराधना के पथ पर क्रमानुसार वेतालतत्त्व के विभिन्न पर्याय को अतिक्रम करते है। शाक्त सहस्रार स्थित स्वयम्भू शिव का 'पंचानन' रूप वेताल शिव का प्रतिभू है, जिनका मुखमण्डल वानर सदृश है। शक्ति साधना के क्रम में बहुत साधक पंचचक्र अतिक्रम कर शाक्त-सहस्रार को अधिकृत कर वेताल-योनि प्राप्त कर वेताल शिव में परिणत हो जाते हैं। ये सूक्ष्मदेह में अवस्थान कर अन्य साधकों को सहायता भी करते है। फिर, इसके विपरीत सृष्टि मध्य एक जातीय प्रेतयोनि है जिन्हें 'वेताल' आख्या दिया जाता है। ये मांगलिक कार्यों में बाधा प्रदान करते है इसीलिए इन्हें 'अपदेवता' कहा जाता है। इन सभी वेताल के साथ में शिवलोक स्थित व्यक्तित्व भृंगीरूपी वेताल का या शाक्त सहस्रार-स्थित वेताल शिव के साथ कोई संबंध नहीं है।

भैरव का मार्ग भी तंत्रशास्त्र में शिवतत्त्व का क्रम विशेष है। अनेक साधक जो स्थूलदेह में शिव साधना समाप्त नहीं कर पाते; वे 'भैरव' रूप में सूक्ष्म अवस्था में रहकर स्वीय पंचमुण्डी के आसन में रहकर मनुष्य का कल्याण करते है, साधक को सहायता प्रदान करते है, फिर अपनी साधना भी समाप्त करते है। बहुत साधकों को ये तत्त्वगत भाव से ज्ञान

प्रदान कर साधक की साधन उन्नति करने में सहायता करते है। 'भैरव' हुए शिव के शक्तांश विशेष।

ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णित है कि श्रीकृष्ण के दक्षिण नेत्र से त्रिशूल, पट्टिश प्रभृति नाना अस्त्रधारी त्रिनेत्र, अर्द्धचन्द्र, शोभित मस्तक, भीषण आकृति विशिष्ट 'काल', 'असित', 'खट्टांग', 'रुरु' प्रभृति अष्ट भैरवगण ने जन्म ग्रहण किया। भैरवगण प्रकृत पक्ष में आदिशिव के कायव्यूह स्वरूप। अष्ट भैरव के नाम यथाक्रम से इस प्रकार है – असितांग भैरव, रुरु भैरव, चण्ड भैरव, क्रोध भैरव, उन्मत्त भैरव, कपालि भैरव, भीषण भैरव, संहार भैरव या काल। वामन पुराण में आख्यात है कि जब पुराकाल में अंधकासुर के साथ महादेव का युद्ध हुआ तब अन्धक के महादेव के मस्तक पर पदाघात करने से वह चार भाग में विभक्त हुआ और उसमें से रक्तधारा निर्गत होने लगी। इसी रक्तधारा से भैरव उत्पन्न हुए। पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली रक्तधारा से विद्याराज भैरव, दक्षिण धारा से कामराज भैरव, पश्चिम धारा से नागराज भैरव एवं उत्तर धारा से साच्छन्दराज भैरव का जन्म हुआ। महादेव के क्षतस्थान के रक्त से जिस भैरव ने जन्म ग्रहण किया उनका नाम था 'लम्बित राज'। इसके अतिरिक्त शिव के गण जिन्हें महादेव के 'भैरव' बोला जाता है। इसी कारण से पुराण में बहुत से भैरवों के नाम का उल्लेख मिलता है। स्कन्दपुराण के काशीखण्ड में है कि शिव के रोष से एक भीषणाकृति पुरुष सृष्ट हुआ। शिव ने उसे देखकर कहा – ''चूँकि तुम काल के सदृश विराजमान हो इसीलिए तुम्हारा एक नाम हुआ 'कालराज'। तुम विश्व भरण में समर्थ हो; अतएव तुम्हारा एक नाम 'भैरव'। तुमसे काल भी भयभीत होगा इसीलिए तुम्हारा अन्य नाम हुआ 'काल भैरव'। तुम तुष्ट होकर दुर्वृत्तगण का मर्द्दन करोगे, इसीलिए तुम्हारा दूसरा नाम 'आमर्द्दक'। तुम भक्तों के पाप भक्षण करोगे, इसीलिए तुम्हारा नाम होगा 'पाप भक्षण'। मेरी सर्वश्रेष्ठ पुरी काशी में तुम्हारा सर्वदा आधिपत्य रहेगा। चित्रगुप्त इस स्थान के पाप-पुण्य कर्म कुछ भी नहीं लिख पाऐंगे।'' – अतएव हमलोग देखते हैं कि शिव कर्म के प्रयोजन से जब उन्होंने अपने शक्तांश को प्रकट किया तब वही शिवांश किसी न किसी 'भैरव' रूप में प्रकटित हुए। 'भैरव' शिव की भीषण शक्ति है।

–हिन्दी अनुवाद : मातृचरणाश्रित श्रीविमलानन्द

– जय शिव शम्भू –

योगीश्वर के रूप में श्रीश्रीसरोज बाबा

प्रसंग (२७) : दादा (श्रीश्रीबाबा) की दृष्टि चहुँ ओर – मेरा (आशीष बैनर्जी) घर रामराजातला स्टेशन से थोड़ा

अन्दर की ओर था। मैं ऑफिस से लौटने के कुछ समय पश्चात् ही दादा के पास जाने के लिए साईकिल लेकर निकल पड़ता। इसी प्रकार एक दिन जाकर देखा कि स्टेशन का गेट बंद (लग) हो चुका है। तब मैंने मस्तक को नीचे किया और साईकिल को टेढ़ा कर लाईन को पार कर देखा कि ट्रेन अत्यंत समीप आ चुकी है। मैं भी तड़ित् वेग से साईकिल को लेकर निकल गया एवं कुछ सैकिन्ड के मध्य ही ट्रेन स्टेशन जाकर रूक गयी। अनेक राहगीरों ने क्रोध में आकर मुझे अपशब्द कहे। इस घटना के पश्चात् मैं वहाँ से तुरंत दादा के पास चला गया। दादा के कक्ष में जाने के साथ साथ दादा बोल उठे, ''आशीष, तुमको इतनी जल्दबाजी करने की क्या जरूरत है? ट्रेन के चले जाने के उपरांत लाइन पार करते।'' ईधर-उधर की बातें होने के पश्चात् मैंने इस घटना के विषय में दादा से पूछा कि, ''दादा, आपने अग्रिम में सब कुछ कैसे जान लिया?

दादा ने निर्विकार भाव से कहा, ''वायु बोल देती है, वायु मुझे आगामी सूचना दे देती है।''

प्रसंग (२८) : परहित अच्छे काम श्रीश्रीबाबा की दृष्टि से बच नहीं पाते – अच्छे काम श्रीश्रीबाबा की दृष्टि में पहले पड़ते थे –

किसी एक दिन की घटना है। दादा (श्रीश्रीबाबा) तब दूसरे तल्ले के कक्ष में अर्थात् सीढ़ी से उपर जाने पर बायीं

ओर स्थित कक्ष में थे। दादा से मिलने के लिए अनेक भक्त आए थे, उसी समय एक वयस्क महिला दादा से मिलकर आहिस्ता-आहिस्ता खूब सतर्कता के साथ (वयस्क भद्र महिला को वार्धक्य जनित चलने-फिरने की समस्या थी) सीढ़ी से उतर रही थी। मैं उस समय एक तल्ला के कक्ष से दादा के दूसरे तल्ले पर स्थित गृह में सीढ़ी से जा रहा था। हठात् उस भद्रमहिला को सीढ़ी द्वारा अत्यंत सतर्कता से उतरते हुए देखकर मैंने उन्हें बड़े आराम से पकड़ा और धीरे-धीरे एक तल्ला के घर में पहुँचा दिया। इस पर उन्होंने मुझे स्नेह भरा आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात् मैं दादा के कक्ष में गया वहाँ पहुँचने के साथ ही दादा ने मेरे सिर पर हाथ रखकर कहा कि, ''मैं आशीर्वाद देता हूँ कि तुम अपने सम्पूर्ण जीवन में इसी प्रकार जरूरतमंद मनुष्य के पास खड़े हो सको।'' (दादा के कक्ष से सीढ़ी किसी प्रकार भी देखी नहीं जाती एवं उस मुहूर्त में किसी भक्त या शिष्य ने सीढ़ी से आना-जाना नहीं किया था। तब दादा ने किस तरह उस घटना को देखा और समस्त जान पाए!)

प्रसंग (२९) : सद्गुरु की कृपा ने मृत मनुष्य में मुहूर्त में ही प्राणों का संचार किया –

बहुत सी घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में देखा गया है कि सद्गुरुरूपी महात्मा लोकालय में आकर संसारी मनुष्यों का उद्धार कर वहाँ से तत्क्षण ही अन्तर्हित हो जाते है; क्योंकि वे ये नहीं चाहते कि उनके द्वारा कृपाप्राप्त मनुष्य उनके प्रति कृतज्ञता प्रदर्शन कर व्यस्त हो पड़े। इस प्रकार की ही एक घटना गुरुमहाराज ने हमारे आशीषदा को बतायी -

''यह उस समय की घटना है जब हमारे गुरुदेव (लाहिड़ी बाबा) अपने गुरुदेव श्रीश्रीनांगाबाबा के साथ हिमालय के प्रान्त-प्रान्त में घूम रहे थे। उस समय एकदिन वे एक जनबस्ती में (सम्भवत: गढ़वाल नदी के तीर पर कोई ग्राम) आकर देखा कि किसी परिवार का एक बच्चा (लड़का) सर्पदंशन से मर गया एवं लड़के के आत्मीय गंगा के किनारे जल सिंचन कर रहे थे। उनसे जिज्ञासा करने पर यह जाना गया कि वह लड़का अपने परिवार का इकलौता संतान था। इसी लिए वे सभी लोग अत्यंत विलाप कर रहे थे। उस लड़के के माता-पिता ने हठात् विशालकाय युगल सन्यासियों को देखकर, नांगाबाबा के चरणों पर गिरकर अपने पुत्र के जीवन दान की याचना करने लगे। वे दंपति नांगाबाबा के चरण कमल पर नत-मस्तक पड़े रहे। श्रीश्रीनांगाबाबा के मन में तत्क्षण मातृभाव जागृत हो पड़ा एवं उस मृत पुत्र के निकट जाकर उन्होंने किसी क्रिया-कलाप द्वारा प्राणसंचार किया। उस समय वे समस्त लोग आनंद में आत्महारा होकर जीवित पुत्र को चारों तरफ से घेर लिया एवं उस बालक की माँ उसे गले लगाकर फूट-फूट कर रो पड़ी। नांगाबाबा ने हमारे बाबा से कहा, ''चल बेटा, उन सबों द्वारा इस विषय में जिज्ञासा के पूर्व ही हमलोग यहाँ से चल पड़े।'' इसके पश्चात् वे दोनों एक क्षण भी वहाँ नहीं ठहरकर, वहाँ से अंतर्धान हो गये। ये सब महान महात्मा स्वरूप सद्गुरुगण मनुष्य का उद्धार कर अदृश्य हो जाते हैं।

प्रसंग (३०) : क्रियान्वित संतानों के प्रति बाबा की प्रति मुहूर्त दृष्टि –

मैं प्रतिदिन जब कार्यालय जाता तब घर से साईकिल द्वारा रामराजातला बस-पड़ाव पर आता एवं बस के प्रस्थान में विलंब होते देखकर मैं खड़े-खड़े दादा द्वारा प्रदत्त पद्धति अनुरूप क्रिया करता रहता, तथा मन ही मन में बहुत आनन्दित होता। उस दिन सायंकाल में कार्यालय से लौटकर दादा के समीप जाने पर उन्होंने कहना आरंभ किया, ''हाँ रे भरपेट भात खाकर क्रिया की जाती है? इस अवस्था में वास्तविक क्रिया संपन्न नहीं हो पाती एवं शरीर की भी क्षति होती है। क्रिया एक ऐसी साधना है जो जब-तब जहाँ-तहाँ संपन्न नहीं की जाती। इससे गुरुमहाराजगण असंतुष्ट होते हैं।'' उस दिन से मैं इसे मानकर चलता हूँ।

प्रसंग (३१) : सद्गुरु सभी कुछ ध्यान में रखते हैं – किसी दिन मैं (आशीष बनर्जी) दादा के समीप बैठा था। दादा के निकट एक अन्य भद्रजन उनके (श्रीश्रीबाबा) साथ बातचीत में व्यस्त थे। दादा भी उनसे कुछ विशेष वार्तालाप कर रहे थे। मैं उस समय अकेले बैठकर मन ही मन में 'प्रणव मंत्र' जप कर रहा था। थोड़ी देर बाद अचानक उस भद्रपुरुष से दादा कहने लगे, ''दादा, क्या आप प्रणव मंत्र जप कर रहे हैं?'' उस सज्जन ने प्रत्युत्तर में ''नहीं'' कहा। दादा चुप हो गये। मैंने समझा कि दादा ने मुझे अवगत कराया, ''आशीष, मैं सब कुछ का ध्यान रखता हूँ।''

(श्रीश्रीमाँ के समीप हम सबों की गाँठ बँधी है। माँ की तरफ से विमुख होने पर, माँ अवश्य ही खींच लेगी। कोई भय नहीं।) *...क्रमश:*

–पितृचरणाश्रित श्रीप्रदीप चट्टोपाध्याय, शिबपुर, हावड़ा

हिन्दी अनुवाद – मातृचरणाश्रित श्रीचंद्र पारेख

आध्यात्मिक प्रश्नोत्तरी
(बुद्ध पूर्णिमा - ई २०१६)

प्रश्न-१ योगमार्ग की सप्तभूमि कौन-कौन सी है? उनका संक्षिप्त विवरण दो।

उत्तर – योगमार्ग की सप्त भूमि, यथाक्रम से इस प्रकार है –

१) शुभेच्छा - यह है साधना चतुष्टय सम्पन्न गुरु के निकट गमन पूर्वक यथार्थ ज्ञान की इच्छा।

२) विचारणा - गुरु के समीप जाने के पश्चात् उनके वाक्य श्रवण और तज्जन्य मनन के फलस्वरूप अपने संदेहजनक प्रश्नों की मीमांसा करना।

३) तनुमानसा - यह है, प्रत्यक्ष बोध के लिए गुरु के उपदेशानुसार ध्यान और अभ्यास। क्षीण चित्तता, चित्तवृत्ति-निरोध होने की अवस्था।

४) सत्तापत्ति - तत्त्व साक्षात्कार प्राप्ति अर्थात् योग प्राप्ति। ५, ६ और ७ ये हैं, तत्त्व साक्षात्कार के पश्चात् जीवन्मुक्त पुरुष की तीन प्रकार की अवस्थाएं।

५) असंशक्ति - वैराग्य प्राप्ति

६) पदार्थ-भावनी - एकमात्र आत्मा के अलावा अन्य कुछ नहीं है, यही बोध है।

७) तूर्यगा - कैवल्यपद, निर्वाण।

प्रश्न-२ 'ब्रह्मचक्र' क्या है? ब्रह्मचक्र का स्थान कहाँ है?

उत्तर – कुछेक सिद्धयोगीगण कहते है कि मूलाधार में रजोगुणी ब्रह्मा रहते है इसीलिए उस मूलाधार को ही 'ब्रह्मचक्र' कहते है। षट्चक्र के अन्तर्गत मूलाधार को ही आधारचक्र कहा जाता है क्योंकि, इस आधारचक्र में ही आधार चेतना के अहंतत्त्व का विकास होता है।

क्रिया साधना में जब हम लोग नाभिक्रिया सम्पादन करते है तब सामने-पीछे ध्यान क्रिया की जाती है। उस नाभि के ठीक पीछे ही नाभि का मूल रहता है, जो कि पंचदल विशिष्ट पद्म के सदृश है; नाभि है तेजतत्त्व का स्थल एवं उसी तेज तत्त्व के पीछे है 'ब्रह्मदेव' या 'ब्रह्मा' का आसन 'ब्रह्मचक्र'। ब्रह्मचक्र के पीछे है कालचक्र और तत्पश्चात् विष्णुनाभि अतएव ब्रह्मचक्र का स्थान हुआ नाभि के मूल में। इस ब्रह्म चक्र के साथ निम्न में शाक्तसहस्रार या ऊननाभि का सीधा संयोग है एवं शाक्तसहस्रार के ऊपर ही आधार चक्ररूपी 'मूलाधार' चक्र है।

प्रश्न-३ अध्यात्म मार्ग में 'समापत्ति' किसे कहते है? समापत्ति कितने प्रकार की और क्या क्या है?

उत्तर – चित् वस्तु जब वृत्तिसारूप्य को प्राप्त होती है, तब उसका नाम 'चित्त' होता है। चित् का जो यह चित्त होना, यह जो अवस्था में प्रत्यक्ष होती है, अनुभव होता है, उसे ही 'समापत्ति' कहते है। अर्थात् 'समाधि' का ही दूसरा नाम समापत्ति है।

समापत्ति के भेद असंख्य है, उनमें से ग्राह्य विषयक समापत्ति के भेद दो प्रकार के है - सवितर्का और निर्वितर्का; और ग्रहण विषयक समापत्ति के भेद दो प्रकार के है - सविचारा और निर्विचारा। इन चार प्रकार के समापत्ति के भेद ही प्रधान भाव से लक्षणीय है।

प्रश्न-४ ललना चक्र का स्थान कहाँ है? ललनाचक्र का वैशिष्ट्य क्या है?

उत्तर – मुख के तालुकूहर में ललना चक्र का स्थान है। ललना चक्र में देहाभ्यंतरस्थ ४९ वायु समन्वित ४९ प्रधान नाड़ी का संघबद्ध केन्द्रस्थल है। अर्थात् ४९ नाड़ी ललनाचक्रदल में ग्रथित है, जिसके मध्य ४९ प्रकार वायु की कार्यकारिता निर्वाचित होती है। यह देह का अन्यतम प्रधान कार्य सम्पादन का केन्द्र है।

प्रश्न-५ ऋषीकेश पांचजन्य शंखध्वनि क्या है?

उत्तर – क्रिया करते-करते कूटस्थ में ब्रह्मबिन्दु में मन स्थिर होने से ही नीचे से एक वायु प्रवाह गर्-गर् करके तीव्र वेग से ऊपर उठती रहती है उसके साथ शब्द का भी स्फूरण होता है। वही शब्द गगन-मण्डल में फैलता रहता है। उसी शब्द को 'नाद' कहते है; यह आज्ञा चक्र में सुनाई देता है। यही नादध्वनि एकाग्र चित्त में सुनने से समझा जाता है कि कितने विभिन्न स्वर एक तान से ध्वनित होकर एक स्वतंत्र शब्द के सदृश ध्वनित होती है। यही हुई ऋषीकेश की पांचजन्य शंखध्वनि।

प्रश्न-६ साधक की 'कपिध्वज' अवस्था क्या है?

उत्तर – क्रिया काल में जिह्वा को उलट कर नासारंध्र के ऊपर श्लेष्मा स्थान को अतिक्रम कर इसके अग्रभाग को

थोड़ा बाँयी ओर करके रखना पड़ता है। यही साधक की कपिध्वज अवस्था है।

प्रश्न-७ सुर किसे कहते है?

उत्तर – सुर (स + उ + र) 'स' अक्षर से 'ईश्वर' को समझा जाता है; 'प्राणों ही भगवानीश:', इसलिए प्राण, उ अक्षर हुआ सहस्रार = स्थिति पद; र = तेज; प्राण सहस्रार में स्थिर होने से तेजोराशि प्रकाश पाता है वही 'सुर' है। अतएव 'सुर' है आलोक। 'ध्वनात्वक आलोक' जो कूटस्थ में अनुभूत होता है।

प्रश्न-८ जन्म और मरण का तात्पर्य क्या है?

उत्तर – चैतन्य का नाम रूप के आवरण को ग्रहण करना ही 'जन्म', उस आवरण से विहीन होना ही मुक्ति, पुन: आवरण परिवर्तन के लिए असावधानी से शेष नि:श्वास त्याग का नाम मरण है।

प्रश्न-९ कर्म कितने प्रकार के है और क्या-क्या है? 'जड़समाधि' किसे कहते है? ब्राह्मी स्थिति किसे कहते है?

उत्तर – कर्म दो प्रकार के हैं - सकाम और निष्काम। सकाम-निष्कामता हेतु समाधि दो प्रकार की होती है; सकाम कर्म से मन में कामना-वासना का चिन्तन प्रवाह धीमी हो जाने से तब कामना के विषय स्मृति संस्कार लेकर ही कूटस्थ में मन लय हो जाने से एक प्रकार की समाधि होती है। समाधि भंग हो जाने से ही जाग्रत होने के साथ-साथ साधक के मन में उसी विषय के स्मृति संस्कार पुन: जाग्रत हो उठते है। इसी का नाम 'जड़ समाधि' है।

निष्काम कर्म शेष हो जाने के समय, मन में किसी कामना के न रहने से, केवल चैतन्य ही लक्ष्य में रहता है एवं उसी चैतन्य में ही लीन होना पड़ता है। यह अवस्था भंग होने पर मन में कुछ नहीं होता, केवल एक अव्यक्त हर्ष उपलब्धित होता, इसी प्रकार एक स्थिर आनन्द बोध से अन्त:करण मत्त हुआ रहता है। इस अवस्था का नाम 'चैतन्य समाधि' या 'ब्राह्मीस्थिति'।

प्रश्न-१० योगस्थान क्या है? स्थितप्रज्ञ के लक्षण क्या है? स्थितधी 'जीवनमुक्त' किसे कहते है?

उत्तर – क्रियापद एवं निष्क्रिय पद के संयोग स्थल को योगस्थान कहते है। यह स्थान आज्ञा के कूट में अवस्थित है। कूट में लक्ष्य स्थिर करने से ही योगस्थ हुआ जा सकता है। सुषुम्ना में गुरोपदेशानुसार प्राण चालित करते-करते परिशेष में निरालम्ब निष्क्रिय अवस्था में स्वत: ही आ जाता है। योगावस्था में जो स्पन्दनहीन भाव होता है, एकबार वह भाव प्राप्त होने से पश्चात् में मन के उससे नीचे उतर आने पर भी मन पूर्व के सदृश विषयों में आसक्त नहीं होता - तब प्रज्ञा सर्वदा ही चलते, बैठते, खाते, सोते; उस परमात्मा में ही लक्ष्य रखती है एवं जगत् को भी क्रमश: ब्रह्ममय मानती है, जागते हुए भी मन उस में समाहित एक प्रकार की अटल स्थिर अवस्था का बोध करता है, यही है स्थितप्रज्ञ का लक्षण। तब प्रज्ञान ज्योति स्थिर धीर रहती है इसीलिए, इस अवस्था को जाग्रत समाधि अवस्था कहते है। यही जाग्रत समाधि मुक्त अवस्था ही हुई 'जीवन्मुक्त' अवस्था।

कृष्ण कथा

दंडी राजा की कथा

श्रीश्रीमाँ सर्वाणी

कुरुपति धृतराष्ट्र की गांधारी के गर्भजात शत पुत्रों में दंडी अन्यतम थे। ऊर्वशी अप्सरा ने एकबार अभिशप्त होकर जब घोड़ी की योनि में जन्मग्रहण किया, तब राजा दंडी ने उस अश्व-रूपी अभिशप्त ऊर्वशी को ग्रहण किया; परन्तु कृष्ण द्वारा उस अश्वा को ग्रहण करने की इच्छा व्यक्त करने पर, दंडी ने उस घटकी को प्रदान करने से अस्वीकार कर दिया एवं कृष्ण के भय से त्रिभुवन भ्रमण करने पर भी सर्वत्र निराश्रय रहे। अंत में सभी भ्राताओं के असहमति के बावजूद भीम नें दंडी को आश्रय दिया। इसीलिए तब श्रीकृष्ण तथा भीम एवं उनके अन्य भाईयों के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में कौरवों ने पांडव का पक्ष लिया एवं देवतागण कृष्ण की तरफ से लड़े। अंत में अश्वारूपी ऊर्वशी के, कृष्ण की कृपा से शापमुक्त होकर स्वर्ग गमनोपरांत युद्ध की परिसमाप्ति हुई। दंडी ने भी तब अपने राज्य में प्रत्यावर्तन किया। (*सहायक ग्रंथ : महाभारत*)

हिन्दी अनुवाद – मातृचरणाश्रिता श्रीमती ज्योति पारेख

श्रीश्रीभगवान किशोरी मोहन की पत्रावली

श्री अमरेन्द्र चन्द्र श्याम की कृति 'अखण्ड महापीठ' द्वारा प्रकाशित भगवान श्रीश्री किशोरी मोहन का जीवन ग्रंथ 'वृहत् किशोरी भागवत्'। इसके अंतर्गत भगवान किशोरी मोहन के अमूल्य आध्यात्मिक उपदेश समृद्ध पत्रावली से निम्नलिखित पत्रों को उद्धृत किया गया है।

पत्र संख्या (३)

ॐ

१६ पौष, १३४५ बं
काशीधाम

श्रीमान् क्षितिश – परम् कल्याणीयेषु,

तुम्हारा पत्र मैंने पाया। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ – वस्तुत: साधन के तीन पथ है।

(१) भक्तियोग – ईश्वर-आराधना से मुक्ति संभव है। पतंजलि ने कहा है – 'ईश्वर प्रणिधानत्वा परे प्रत्येक चेतनाधिगम: अप्यंतराया भावश्च' – इससे आत्मज्ञान का विकास होता है। एवं योग के नौ प्रकार के अवरोधों या विघ्नों का नाश हो जाता है। जिनकी तीव्र भक्ति है, उनकी ही इस साधन द्वारा मुक्ति होती है। उन सभी भक्तों का पुरुषकार बल से कुछ भी करना साध्य नहीं होता। जो कुछ होता है, अर्थात् ध्यान, समाधि या मुक्ति; ईश्वर की कृपाबल से ही संपन्न होती है। ईश्वर सब कुछ पूर्ण करेंगे, ऐसी आशा और विश्वास मन में दृढ़ कर ईश्वर में आत्मसमर्पण और निर्भरता धारण कर भक्त अवस्थान करते हैं। इस संदर्भ में भगवत्गीता में उद्धृत है – 'तेषामहं समुद्धर्त्ता मृत्यु संसार सागरात्। नाशयामात्मभावस्थ: ज्ञानदीपेन भास्वता' इत्यादि।

२)अष्टांगयोग साधन – इसमें जितने दिन चित्त विक्षिप्त रहता है, तप:, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानादि क्रियायोग:। स्वाध्याय शब्द का अर्थ – मोक्ष शास्त्राध्ययन एवं प्रणवादि मंत्र जप। ईश्वर-प्रणिधान शब्द का अर्थ ईश्वर की भक्ति एवं उस में समस्त कर्म अर्पण करने से चित्त एकाग्र होने पर आत्मध्यान का अभ्यास करना। तब और भक्तियोग आराधना का प्रयोजन नहीं रहता।

३) ज्ञानयोग – इससे चित्त शुद्ध होने पर विवेक का उदय होता है। जिससे आत्म अनात्म विचार एवं परमात्मा संग अभेद से आत्मचिंतन एवं आत्मध्यानादि द्वारा ज्ञानोदय मुक्ति होती है। आत्मज्ञान के उदय के सिवा किसी भी पथ में मुक्ति संभव नहीं है। नान्य: पंथा विद्यते अयनाय। श्रुति में कथित है, यही है पुरुषकार बल का साधन। चित्त संपूर्ण शुद्ध होने पर विवेक द्वारा विचार कर ज्ञान एवं मुक्ति प्राप्त होते हैं। इस पथ में ईश्वर के ऊपर निर्भरता नहीं रहती। किन्तु जिनका चित्त संपूर्णतया रजोसुख मलशून्य नहीं होता, उनके हित में अल्पांश ईश्वर आराधना श्रेयस्कर है। संपूर्ण निर्भरता होने पर फिर पुरुषकार बल का साधन नहीं संपन्न होता। इसीलिए थोड़ा बहुत ईश्वर निर्भरता रखने पर उनके द्वारा योग विघ्नादि का नाश होकर कार्य में अनुकूलता प्राप्त होती है। इसीलिए ज्ञानपथ के अनेक साधक सप्ताह में एक दिन ईश्वराराधना, स्तव, स्तुति इत्यादि करते हैं। इस से ज्ञानपथ सरस होता हैं; कटुता का नाश होता है।

ईश्वर जगद्गुरु। पतंजलि की भाषा में – 'स पूर्वेसामपि गुरु कालेनानवच्छेदात्'।

वे ब्रह्मा, विष्णु शिव के भी गुरु। समस्त कायाधारी गुरुओं के अंतर में अवस्थान कर सदुपदेश प्रदान करते हैं। इसीलिए शास्त्र विधान में गुरु को ईश्वर रूप में देखना चाहिए मनुष्य रूप में नहीं। कलियुग में जीव प्राय: असंयमी हैं इसीलिए उनके पक्ष में भक्तियोग की आराधना ही श्रेयस्कर है। तुमसबों हेतु मेरा जो उपदेश है, वह पुरुषकार बल से तत्त्वज्ञान साधन है भक्तियोग की आराधना नहीं। अत: जैसे गुरु को प्रणाम करते हो, उनको गुरु रूप में ही प्रणाम करना उचित है। मुक्ति लाभ करने के पश्चात् भी लोकाचार में गुरु को प्रणाम करते है।

यही तुम सब पाठ करो। एवं तदनुसार साधन करो। एकमेवाद्वितीयम्।

इति–

श्रीकिशोरी मोहन

तुम, श्रीमान राजा, श्रीमान बेबी एवं श्रीमान् अमरेन्द्र इन सभी को मेरा आशीर्वाद बोलना।

श्रीमती सरला इसका एक प्रति (नकल) रखेंगी।

–हिन्दी अनुवाद : मातृचरणाश्रित श्रीविमलानन्द

ज्ञानगंज के योग प्रसंग पर

योग व्याख्या - श्रीश्रीमाँ सर्वाणी

श्रीश्री सर्वाणीमाँ को विशेष अनुरोध – वे यदि ड: गोपीनाथ कविराजजी के १८ पत्रके साधन मार्ग के निगूढ़ तत्त्व एवं साधन प्रणाली के ऊपर आलोकपात एवं व्याख्या हिरण्यगर्भ पत्रिका में धारावाहिक रूप से प्रकाशित करे तो यह एक अमूल्य सम्पद हो जाएगी। परवर्तीकाल में इसे एक पुस्तक का रूप दिया जा सकता है।

–विजन कुमार सेनगुप्त

ड: गोपीनाथ कविराजजी के पत्रावली प्रसंग पर :–

मर्मी साधक ड: गोपीनाथ कविराजजी के गुरुभ्राता श्रीअक्षय कुमार दत्तगुप्त महाशय को ज्ञानगंज के साधनमार्ग के क्रियायोग के जो समस्त निगुढ़ तत्त्व, तथ्य एवं साधन प्रणाली के विषय पत्रों में उल्लेख किये गये हैं उनसे ही संबंधित कुछ प्रश्न :–

२। पत्र (३) - ''योगतत्त्व और ब्रह्मचर्य के विषय पर १७ दिन तक श्री भृगुराम स्वामी उपदेश देंगे अन्त:स्थित योग देह अवलम्बनपूर्वक; उतने दिन 'माँ' योगेश्वरी मूर्ति में अटल रहेगी। – ये 'माँ' कौन है? अखण्ड ब्रह्मचर्य क्या है?''

उत्तर - ये 'माँ' ज्ञानगंज की एक परमशिवा रूपी भैरवी माता है जिन्होंने महात्मा भृगुराम परमहंस के सान्निध्य में वास करने का अधिकार प्राप्त किया था। इनका प्रकृत नाम 'योगेश्वरी' या 'यज्ञेश्वरी' अथवा 'उमा भैरवी माता'; वह बोल नहीं सकते। लेकिन जिनका दिव्य संसार है वे परमशिव की परमाशिवा स्वरूपा तो निश्चय ही है एवं वे जो शिवपत्नी है तो उमा के सदृश ही होंगी, इसमें और संदेह कैसा?

आत्मा में संयम सिद्ध होने से सत्यप्रतिष्ठा होती है। यह संयम सिद्ध अवस्था ही अक्षय पद को प्राप्त होती है; तब योगी अखण्ड ब्रह्मचर्य अवस्था पालन करने में सक्षम होता है। अर्थात् तब योगी को एक प्रकार विशुद्ध भावमय जाग्रत-समाधि अवस्था लब्ध होती है एवं उस ब्रह्म भाव में अवस्थान कर ही वे जागतिक-अजागतिक एवं कालातीत भूमि में विचरण करते हैं तथा कर्म सम्पादन करने में सक्षम होते है।

३। पत्र (४) - ''उमा माँ का संसार जो ज्ञानराज्य के संसार से ऊर्ध्व में स्थित दिव्य संसार है। यह दिव्य संसार क्या और कहाँ है?

उत्तर – 'दिव्यसंसार' - इसकी स्थिति काल की परिधि के बाहर है; जैसे, वैकुण्ठलोक, शिवलोकादि अवस्थित है कालातीत भूमि में एवं उन सब लोकों में शुद्धबुद्धात्मागण अपने परिवार परिजनों को लेकर महानन्द में चिदानन्द में वास करते है। ये सब दृश्यमान दिव्यलोक समस्त दिव्यानुशासन से उद्भासित हुए हैं एवं दिव्य के अनुशासन से ही चलते है। उन सबों ने विशुद्ध ज्योतिर्राज्य; भर्गज्योति की रश्मि की तरह प्रकृति को चिन्मय कर महासौन्दर्य मंडितावस्था में प्रकाशित किया है। अर्थात् भर्गज्योति एवं ब्रह्मज्योति के आलोक से ये समस्त लोक उद्भासित हुए है। स्थिर मन्थर आकाश मण्डल में इस लोक की भूमि का अवस्थान है, इसीलिए आकाश में ही आवागमन करना पड़ता है दिव्य यान (वाहन) या दिव्य शरीर से । योगियों का दिव्य संसार होता है परम धाम में; जहाँ सभी चिन्मय है।

उपर्युक्त पत्र में योगी के योगमार्ग की परम उत्कर्ष अवस्था का स्थितिकरण परमधाम में या दिव्यधाम में, जो ज्ञानराज्य के बहु ऊर्ध्व में योगमाया की परिधि में अवस्थित है, उस विषय में एवं दिव्य अहोरात्र चक्र के विषय में बहुत विस्तारित विवरण दिया गया है। वहाँ कहा गया है कि उमा भैरवी माता का संसार और दिव्य संसार सहित महानिशा क्षण का विशिष्ट संबंध है। योगी के अभ्यंतर में महानिशा क्षण है एवं उस योगमार्ग के महानिशा क्षण में ही दिव्य की भूमि में चेतना उन्मीलित होती है एवं उस महानिशा पूर्ण परमब्रह्म के आकाश वक्ष पर परासम्वितमयी माँ की (चिति शक्ति) का प्रकाश लोहित विद्युतरेखा के सदृश स्फूरित होता है। सिद्ध योगियों की सत्ता में वही सम्वित् अवतरित होती है एवं योगी तब परमशिवावस्था में उपनीत होते है। इस अवस्था को 'माँ के क्रोड़ में स्थिति' कहकर भी वर्णन किया गया है। इस अवस्था में उपनीत ना होने पर दिव्य की भूमि में प्रवेशाधिकार नहीं मिलता एवं चिदानंद भाव में 'दिव्य संसार' लब्ध नहीं होता।

–हिन्दी अनुवाद : मातृचरणाश्रित श्रीविमलानन्द

नित्यसिद्ध महात्मा के दिव्य दर्शन में – श्रीरामकृष्णलीला

श्री विष्णुपद सिद्धान्त ठाकुर

गतांक से आगे–

(२८)

श्रीरामकृष्णदेव – ''माँ क्या जातीय-विजातीय मानती हैं? सभी माँ के बच्चे हैं। स्कूल में जैसे एक ही बेंच पर ब्राह्मण, कायस्थ, शूद्र, भद्र बैठ सकते हैं, माँ के पास भी वैसे ही सब समान है। एक ही वृक्ष का फल कोई कच्चा और कोई सड़ा हो, तो क्या यह सोचकर पेड़ उससे घृणा करता है? किसी को कभी छोटा न मानना, किसके अन्दर क्या है, यह जानना क्या आसान है? माँ के जगत् में सभी बड़े हैं। क्या बया पक्षी (एक छोटी चिड़िया जो ताड़, खजूर आदि की टहनियों में लटकता हुआ घोंसला बुनती है) का घोंसला कभी देखा है? मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ प्राणी कहा जाता है, क्या वह वैसा घोंसला तैयार कर सकता है? एक सामान्य से दिखने वाले विषैले कीड़े-मकोड़े की जलन सहना क्या आसान है? इसीलिए कहता हूँ किसी से घृणा मत करो। किसी को छोटा मत मानो।''

विवेकानन्द ने गम्भीर स्वर में प्रश्न किया – ''मनुष्यों के मन में ये सब विकार क्यों आते है? छोटे बड़े का भेद तो होगा ही, क्या शिशु को वृद्ध कहकर बुलाया जा सकता है? जो नीचता या असत्य कर्म करता है, चोर या डकैत को श्रद्धा की दृष्टि से कैसे देखा जा सकता है? असत्य को प्रश्रय देने से जगत् में अधर्म और पाप कार्य बढ़ते जायेगें, तब आप सरीखे साधु-सन्यासियों का स्थान कहाँ होगा?''

रामकृष्णदेव ने कहा –''अरे मूर्ख, अग्नि के पास क्या घास-फुस कूटबुद्धि की चालबाजी (छल) कर सकती है? सूर्य उदय होने पर क्या अंधेरा रहता है? मदारी के पास साँप के विषदन्त रहते हैं! वह सूप जैसा चक्र ही रहता है। माँ का नाम लेकर सब तरह के संतान ही माँ की गोद में सो जाते हैं। पंडितों के सामने क्या मूर्ख खड़े हो सकते है? मैं यह नहीं कह रहा हूँ, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि माँ के पास जैसे सब संतान ही समान हैं, किसी को वह छोटा नहीं मानती, न ही किसी से घृणा करती है, वैसे ही सभी मनुष्य सब को प्रेम कर सकते हैं। स्वयं को बड़ा नहीं मानना, बड़े जैसा आचरण न करना, जितना अपने को छोटा मानोगे, उतना ही नाम-यश पाने के अधिकारी होवोगे, समझे?''

नरेन बोले – ''ये सब बातें तो पाठशाला से ही सुनते हुए आ रहा हूँ – सदा सत्य वचन बोलना, कदाचित् मिथ्या न बोलना – परन्तु ताउम्र मनुष्य यह कहाँ कर पाता है?''

रामकृष्णदेव ने हँसकर उत्तर दिया –''इसका अर्थ नहीं समझ पा रहे हो, इसीलिए दु:ख हो रहा है। इस बात का अर्थ है माँ के लिए सभी नित्य सत्य है, मिथ्या कहकर कुछ भी नहीं है। मनुष्य या जीव जो कर्म करते हैं या कहते हैं, सब माँ का ही दिया हुआ है; माँ के लिए सत्य-मिथ्या कुछ भी नहीं है। जो खाना तुम्हें हजम नहीं होता, वह तुम्हारे लिए असत्य या अखाद्य है किन्तु दूसरे के लिए वह सत्य एवं सुस्वादु खाद्य है। साधु-सन्यासी लंगोटी पहनकर दुनिया घुमते हैं, पर तुम्हारे लिए वह लज्जाजनक होगा। एक रात की मेरी एक कहानी सुनोगे? –

एकदिन आधीरात को माँ ने कहा – 'नंगे होकर सुबह तक पूरे कलकत्ते घुमकर आओ' – मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ? पर आदेश पालन तो करना ही पड़ा। दिगम्बर अवस्था में रास्ते में उस घोर अंधेरी रात में निकल पड़ा। रात्रि को प्राय: तीन प्रहर के समय बड़े बाजार के पास एक पुलिस ने पकड़ लिया। वह मुझे थाने में ले जाना चाहता था, मेरे धमकी देने पर उसने खुद से भी भड़े ऑफिसर को बुलाया। तीन-चार लोगों ने मुझे जबर्दस्ती पकड़कर कहा, 'तुम इतनी रात को नंगे होकर क्यों घुम रहो हो? तुम्हें पुलिस हाजत में भेज दिया जायेगा'। यह सुनकर मैंने वहाँ बैठकर शौच कर दिया और उनसे कहा कि, 'क्या तुमलोग इसे खा पाओगे?' वे सभी थोड़े ठिठककर बोले, 'क्या तुम ऐसा कर पाओगे?' – उनकी बात का उत्तर न देकर जब शौच खाना शुरु किया तो वे सभी वहाँ से पलायन कर गये। इसीलिए कहता हूँ, सभी सत्य है, माँ के जगत् में असत्य कहाँ है?''

विवेकानन्द ने किसी बात का उत्तर न देकर रामकृष्णदेव के पाँवों को छूकर प्रणाम किया और जल्दी से वहाँ से रवाना हो गये। *...क्रमश:*

हिन्दी अनुवाद – मातृचरणाश्रिता श्रीमती सुशीला सेठिया

ब्रह्मवादिनी सती ओघवती

श्रीश्रीमाँ सर्वाणी

माहिष्मती नगर में इक्ष्वाकु वंशीय दुर्योधन नामक एक धर्मात्मा राजा थे। इनके औरस से देवनदी नर्मदा के गर्भ से 'सुदर्शना' नामक एक रूपवती कन्या ने जन्म ग्रहण किया। इस कन्या का विवाह अग्निदेव के साथ संपन्न हुआ। अग्निदेव के औरस से सुदर्शना ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम था सुदर्शन। ओघवती नृगराज के पितामह ओघवान की कन्या थी। सुदर्शन के साथ इनका पाणिग्रहण संस्कार हुआ। नृपति सुदर्शन अति धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। वे अपनी भार्या के साथ कुरुक्षेत्र में निवास करते थे एवं गार्हस्थ आश्रम में रहकर भी उन्होंने मृत्यु पर विजय प्राप्त करने की प्रतिज्ञा की। उन्होंने अपनी पत्नी ओघवती से कहा कि आप अतिथिसत्कार व्रत का पालन करने का संकल्प लीजिए। वह व्रत ऐसा हो कि प्रयोजन होने पर आत्मदान करने में भी कुंठित न हो। इसके अतिरिक्त यदि स्वामी गृह पर उपस्थित न हो तो भी अतिथिसत्कार में कोई त्रुटि न हो। क्योंकि जगत् में अतिथि सर्वश्रेष्ठ होते हैं।

एक दिन सुदर्शन की अनुपस्थिति में ही स्वयं धर्मराज ने ब्राह्मण के वेश में ओघवती का आतिथ्य ग्रहण किया। ओघवती द्वारा ब्राह्मण की अभ्यर्थना कर उनके आगमन का कारण पूछने पर, ब्राह्मण रूपी धर्म ने उनकी ही याचना की। इस पर ओघवती द्वारा अन्यान्य अभीष्ट वस्तुओं का प्रलोभन दिखाने पर ब्राह्मण ने उन सभी वस्तुओं को अस्वीकार कर दिया। तब पति की आज्ञा का स्मरण कर सलज्जभाव से ओघवती ने ''तथास्तु'' कहकर ब्राह्मण के साथ अन्य गृह में गमन किया। इधर सुदर्शन ने घर आकर देखा कि उनकी भार्या अनुपस्थित है। तब उन्होंने बार-बार ओघवती को पुकारना आरंभ किया। उधर ब्राह्मण के बाहुपाश में आबद्ध ओघवती, स्वयं को उच्छृष्ट जानकर स्वामी के आह्वान पर निरुत्तर रही। तब ब्राह्मणरूपी धर्म ने कुटीर के भीतर से ही कहा, ''मैं एक ब्राह्मण अतिथि हूँ। तुम्हारे घर पर आया हूँ, तुम्हारी स्त्री मेरी प्रार्थना को पूर्ण कर रही है। इस अवस्था में आपको जो उचित लगे, वही आप कर सकते हैं।'' अतिथिसत्कार व्रत पालन से विमुख होने पर उनके पीछे मृत्यु हाथ में लौह-मुद्गर धारण कर अदृश्य में सुदर्शन के वध हेतु प्रतीक्षा कर रही थी। किन्तु अतिथि की बातों से विस्मृत सुदर्शन ने इर्ष्या और क्रोध परित्याग कर कहा, ''आपकी अभीप्सा पूर्ण हो; मैं अपना प्राण, पत्नी एवं सर्वस्व अतिथि को दान कर सकता हूँ। मैं सत्य बोल रहा हूँ, इस सत्य द्वारा देवतागण मेरा पालन करे अथवा मेरा दहन करें।'' तब ब्राह्मणवेशी धर्म ने कुटीर से बाहर निकलकर आत्मपरिचय प्रदान कर, सुदर्शन से कहा कि वे सुदर्शन की परीक्षा हेतु आये थे। छिद्राणु-संधित्सु मृत्यु पर सुदर्शन ने विजय प्राप्त की है। ओघवती, सुदर्शन और स्वयं को खुद रक्षा करने में समर्थ थी एवं वे जो कहेगी वह कभी भी निष्फल नहीं होगा। पतिव्रता धर्म एवं सत्यावलंबन कारिणी ओघवती ने तब धर्मराज के वरदान से सत्यरूप ब्रह्मज्ञान प्राप्त किया। इस ब्रह्मवादिनी ने निज तप के प्रभाव से अर्द्ध शरीर द्वारा ओघवती नदी-रूप में लोकपावन और लोककल्याण एवं शेषअर्द्धशरीर द्वारा सुदर्शन के साथ अनुगमन किया। सुदर्शन ने इनके साथ सशरीर शाश्वत सनातन लोक की प्राप्ति की। सुदर्शन मृत्यु को पराजित कर, वीर्य रूपी पंचभूत को अतिक्रम कर एवं गार्हस्थ धर्म द्वारा काम-क्रोधादि षड्-रिपुओं पर विजय प्राप्त करने में सक्षम हुए। तत्पश्चात् देवराज इन्द्र श्वेतवर्ण सहस्र अश्वयुक्त रथ पर सुर्दशन और ओघवती को ले आये। उन दोनों ने उन्नत स्वर्ग लोक को प्राप्त किया। ऐसा कथित है कि देवासुर संग्राम में स्कन्द के देव सेनापति पद पर नियुक्त होने पर ओघवती नदी ने उनके सहायतार्थ निज अनुचरों; सुप्रसाद, सुरेनु और जिष्णु को प्रदान किया था।

धर्मराज यम पुण्यवान लोगों को देखने पर उन्हें नारायण रूप में दर्शन देते है और पापिष्ठ के निकट वे भीषण रूप धारण करते है। अथर्व वेद में उल्लिखित है कि यम ही मृतात्मा को आश्रय देते हैं और भविष्यत् वास के स्थान हेतु निर्देश देते है। उपर्युक्त घटना में सुदर्शन ने मृत्यु को अतिक्रम करने के लिए तपस्या की थी धर्मराज उनकी परीक्षा करने आए थे किन्तु परीक्षा प्रत्यक्षभाव से देनी पड़ी उनकी पतिव्रता सतीसाध्वी स्त्री को। सत्स्वामी के धर्म को धारण कर स्वामी की तपस्या में सहायता करना ही पतिव्रता का धर्म है। सर्वदा सत्यावलम्बन करने वाली ओघवती सत्यस्वरूप ही हो गई जिसके फलस्वरूप धर्मराज की

कठिन-कठोर परीक्षा में सहज ही उत्तीर्ण होकर सुदर्शन को अपने चिरन्तन पतिरूप में प्राप्त कर अक्षय स्वर्ग लब्ध किया। पातिव्रात्य धर्म भक्तिमार्ग के कान्त और दास्यभाव के मध्य आता है एवं अन्त में मधुरभाव की साधना में पर्यवसित होता है। एकमात्र पातिव्रात्य धर्म साधना के मार्ग में ही स्वामी-स्त्री का सम्पर्क चिरन्तन होता है; पातिव्रत्य धर्म गार्हस्थधर्म साधना का एक सुप्राचीन मार्ग है। इस मार्ग का आदि निदर्शन स्थापन किया ब्रह्मर्षि वशिष्ठदेव और देवी अरून्धती ने।

(सहायक ग्रंथ-महाभारत और वामन पुराण)

हिन्दी अनुवाद – मातृचरणाश्रिता श्रीमती ज्योति पारेख

गुरुगीता

(मूल अन्वय, बंगानुवाद व यौगिक और साधारण अर्थ सम्मिलित)

योगीराज श्रीहरिमोहन बन्द्योपाध्याय

(१२)

ज्ञान शक्ति समारूढ़ं तत्त्वमालाविभूषितम्।
भुक्ति मुक्ति प्रदातारं तस्मै श्रीगुरवे नमः।। ४२

–ज्ञानशक्ति समारूढ़ं, तत्त्वमाला विभुषितं, भुक्तिमुक्ति प्रदातारं तस्मै श्रीगुरवे नमः।। ४२

–ब्रह्मज्ञान ही प्रकृत ज्ञान है, एवं आत्मबोध में जो देह-ज्ञान है, उसी को ही अज्ञान कहा जाता है। ब्रह्म सम्पत्ति को दैव सम्पत्ति एवं देह सम्पर्कीय जागतिक सम्पत्ति को आसुरिक सम्पत्ति कहा जाता है; दैव-सम्पद मुक्ति का कारण है एवं आसुरिक-सम्पद बंधन का कारण होती है (गीता १६ अः ५म श्लोक देखो)। इस प्रकार ज्ञानस्वरूप शक्तिपद या ब्रह्मपद पर समारूढ़ होते हुए जीव ब्रह्म भावापन्न होकर तत्त्वमाला द्वारा विभूषित होता है (तत्त्वगण – क्षित्यादि पंचतत्त्व – ऊर्ध्व से निम्न में एवं निम्न से ऊर्ध्व पर्यन्त मालावत् विचरण कर रहे है), उस माला का अवलम्बन करते हुए जो विभूषित हुए हैं अर्थात् माला इनके बंधन का कारण नहीं होती है इसीलिए वह भूषण स्वरूप है; ऐसे व्यक्ति तत्त्वसम्पर्क में जगत् की वस्तु भोग कर रहे है, परन्तु ज्ञानशक्ति सम्पन्न हैं, इसीलिए भोग निर्लिप्तभाव में हो रहा है एवं बंधन का कारण नहीं हो रहा है, एवं भोगांत में जीव को मुक्तिपद या ज्ञान पद पर स्थितिलाभ होती है, इसलिए गुरु भुक्ति व मुक्ति दाता है। ऐसे गुरु को नमस्कार करता हूँ।।४२

अनेकजन्मसंप्राप्त कर्मबंधविदाहिने।
आत्मज्ञानप्रदानेन तस्मै श्रीगुरवे नमः।। ४३

–आत्मज्ञान-प्रदानेन अनेकजन्मसंप्राप्त-कर्मबंधविदाहिने (अनेकानिजन्मानि तेभ्यः संप्राप्तकर्मबंधानि तेषां विदाहिने) तस्मै श्रीगुरवे नमः।। ४३

बहु जन्मार्जित कर्मबंधन का उच्छेद आत्मज्ञानलाभ द्वारा होता है; इस आत्मज्ञान को जिनके संयोग में आकर पाया है तादृश गुरु को नमस्कार।। ४३

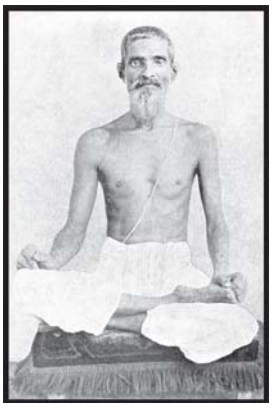

इच्छा द्वारा जन्म होता है, गुरुपद पर जाने से और इच्छा नहीं रहती; अतएव इच्छा के नाश से जन्म भी नहीं होता। गुरुपद पर रहकर वाह्य कार्य करने से इच्छा-वस्तु के संयोग में आने से भी निर्लिप्तभाव में कार्य होकर जीव इच्छा के वशीभूत नहीं होते है, अतएव वह जन्ममृत्यु के अधीन नहीं होता है।। ४३

शोषणं भवसिन्धोश्च ज्ञापनं सारसम्पदः।
गुरोः पादोदकं सम्यक् तस्मै श्रीगुरवे नमः।। ४४

–गुरुः पादोदकं भवसिन्धोः सम्यक् शोषणः सारसम्पदः च ज्ञापनं तस्मै श्रीगुरवे नमः।। ४४

–गुरु-पादोदक (ज्ञानामृत रस), (अज्ञानरूप) भवसिन्धुशोषक एवं सारसम्पद (दैवसम्पद) का ज्ञापक है। ब्रह्म ही सार सम्पद है एवं यह असार जागतिक सम्पद नहीं है; आसुरिक सम्पत्ति के अधिकार से जीव मृत्यु की ओर जाता है, परन्तु ब्रह्मलाभ से जीव अमर होता है। ब्रह्मक्रियान्ते क्रिया की परावस्था में कंठमूल में वायु की स्वतः स्थिति होती है, तब जीव शान्तिवारि पान करता है, वही है गुरु पादोदक, यह अमरत्व पद है। ऐसा अमृत जहाँ से निःसृत होता है तादृश गुरुब्रह्म को नमस्कार।। ४४ *...क्रमशः*

(कलकत्ता आदिनाथ-आश्रम के सौजन्य से प्राप्त)

हिन्दी अनुवाद – श्रीश्रीमाँ सर्वाणी

परमब्रह्म के साक्षी

श्रीश्रीमाँ सर्वाणी

गतांक से आगे––

(३३)

प्राण स्थिर होने पर इन्द्रियाँ निष्क्रिय हो जाती है। समस्त इन्द्रियाँ संकुचित होकर बिन्दु स्थान में आकर विलीन हो जाती है – लय योग; जिसके फलस्वरूप विचित्र जगत् शून्याकार धारण करता है एवं सत्ता का बोध विलुप्त हो जाता है; इस अवस्था में उपलब्धि किया कि अहम्–बोध एक सूक्ष्मातिसूक्ष्म तेजोमय सत्ता को आश्रय कर प्रकाशित होता है; बाद में सुदीर्घकाल तक अभ्यास के फलस्वरूप इस तेजोमय सत्ता की चंचलता का आभास लुप्त होकर ज्योति में परिणत हो जाता है। अभ्यास में परिपक्वता आने पर द्रष्टा और ज्योतिर्मय सत्ता क्रमशः निकटस्थ होकर तादात्म्य लाभ करती है; तब मात्र स्पन्दन ही आत्मबोध के निदर्शन रूप में वर्तमान रहता है। यही है महाज्ञान रूपी संबोधि। परवर्ती अवस्था में सहस्रार स्थित मूला केन्द्र से योगी के सत्ता मध्य परासम्वित का अवतरण होता है जिसके फलस्वरूप ऊर्ध्वशक्ति की धारा एवं अधःशक्ति की धाराओं में एक अवतरण करती है व दूसरी उत्तोलित होती है तथा दोनों शक्तियों की धाराएं हृदय केन्द्र पर आकर एक ही बिन्दु पर मिलती है। इसी तरह योगी नित्यसिद्ध अवस्था प्राप्त करते है। ऐसी अवस्था में उपनीत होकर साधक योगी परमशिव हो जाते है। मेरे अंतर में जब से इस परासंवित का अवतरण हुआ था, उस अवस्था के उपरांत मुझे और साधना नहीं करनी पड़ती, सब स्वचालित संपन्न होते, ऐच्छिक और अनैच्छिक दोनों ही अवस्थाओं में साधना चलती थी ऐसा लगता था। इस अवस्था की उपलब्धि के पश्चात् 'गायत्री' मंत्र-रहस्य को गूढ़ रूप से समझ पायी थी। श्रीश्रीश्यामाचरण बाबा की पुस्तक में सिद्ध वासुदेव मंत्र का प्राधान्य है। किन्तु श्रीश्रीलाहिड़ीबाबा के शिष्य श्रीश्रीप्रणवानन्द गिरि महाराज की सप्तश्लोकी प्रणव गीता पुस्तक में गायत्री मंत्र की उपयोगिता एवं प्रयोजनीयता का ज्ञानपूर्ण प्रसंग वर्णित हैं। मेरे जीवन में परासंवित के अवतरणोपरांत मस्तकस्थ मूलाग्रंथि अर्थात् रुद्रग्रंथि भेद न होने तक मैं गायत्री मंत्र का रहस्य हृदयंगम नहीं कर पायी थी। हृदयग्रंथि भेद होने के उपरांत सभी उन्नत क्रियावानों को गायत्री साधना का प्रयोजन है। *...क्रमशः*

हिन्दी अनुवाद – मातृचरणाश्रित श्रीविमलानन्द

उन्मेष

(१६)

अक्षय तृतीया (दिनांक – २६/०४/०९)

सत्संग में श्रीश्रीमाँ की अमृत कथाएं –

संगीत का सुर ही ब्रह्म है। एकबार गोलोक के रासमण्डल में शिव का संगीत सुनकर राधाकृष्ण का सन्मिलित तनु विगलित होकर दिव्य वारि में परिणत हो गया। उस शुद्ध सत्वमय दिव्य-वारि से ही देवी गंगा आविर्भूत होकर चिन्मय नदी के रूप में इस ब्रह्माण्ड के सप्तलोक में प्रवाहित हुई। गंगा की धारा राधाकृष्ण की विगलित धारा होने के कारण सर्व काल की पाप विनाशिनी एवं सर्वलोक की पतितोद्धारिणी है। गंगा-धारा परमब्रह्म रूप की विगलित आनन्द धारा है। इस अक्षय तृतीया के पुण्य क्षण पर देवी गंगा मर्त्य में आविर्भूत हुई।

भक्त – माँ, आपके अलावा किसी भी महात्मा के दर्शन करने की मेरी इच्छा नहीं होती। महात्मा दर्शन का क्या कोई माहात्म्य है?

श्रीमाँ – हाँ, महात्मा-दर्शन का माहात्म्य अवश्य ही है। महात्माओं के सान्निध्य में जाने का अर्थ ही है पावन गंगा में स्नात होना। शिवकल्प महात्माओं के कारण-शरीर की ज्योति सर्वदा उनके चतुर्दिक फैली रहती है। इसलिए उस शुद्धसत्वमय ज्योति के सान्निध्य में जाने पर गंगा में स्नान करने के समान ही चिन्मय ज्योति में स्नान किया जा सकता है। किसी सद्गुरु का शिष्य यदि महात्माओं के सान्निध्य में जाये तो महात्मन् उसे आशीर्वाद देते हैं। उनकी शुभकामनाओं से, सान्निध्य की चिन्मय ज्योति में साधक की सत्ता की चेतना और एक पदक्षेप प्रसारित हो जाती है। सत्संग से मनुष्यों में विवेक का जागरण होता है।

देखो, तुमलोग अपने परिचित आत्मीयजनों को देखते हो तो आनन्दित होते हो या नहीं?

भक्त – हाँ, आनन्द तो होता ही है!

श्रीमाँ – मुझे भी जो पहचानते हैं, जिनसब महात्मागणों को मैं युगयुगान्तर से देखती आ रही हूँ, जो मेरे विशेष परिचित हैं एवं जिनके संग तुम्हारे बाबा (श्रीसरोज बाबा) के एवं मेरे आत्मीय सम्बन्ध हैं, उन्हें देखकर इसीलिए मेरे अन्तर में आनन्द का संचार होता है। आत्मीक सम्बन्ध का अर्थ ही है, प्रेम का सम्बन्ध। 'प्रेम' एक अनाबिल चिन्मय शक्ति है। एकमात्र भगवत् कृपा से ही 'प्रेम' प्राप्त होता है। मेरे इस दरबार में मेरे दर्शन हेतु अगणित भक्त आते हैं परन्तु उनमें से मेरे साथ हृदय का सम्पर्क स्थापन करने के लिए कितने जन आते हैं? महात्मा होने से ही मैं सभी से स्नेह करती हूँ। विश्वचेतना से साधक का हृदय युक्त हो जाने पर ही उसके मध्य विश्वप्रेम का जागरण होता है। आप्तकाम महात्मागण इस विश्वप्रेम अवस्था का भलीप्रकार अनुभव नहीं कर पाते क्योंकि उनका लक्ष्य होता है असीम की ओर; परन्तु उन्हें भी किसी न किसी अवस्था में इस विश्व प्रेम के स्पन्दन से स्पन्दित होना ही होगा, तभी वे पूर्णसत्य की उपलब्धि कर पायेंगे।

(श्रीश्रीमाँ सर्वाणी द्वारा रचित बंगला ग्रंथ 'उन्मेष' से उद्धृत)

हिन्दी अनुवाद – मातृचरणाश्रिता श्रीमती सुशीला सेठिया

भ्रमण

श्रीश्रीमाँ की प्रथम बद्रीनाथधाम यात्रा

(२)

तीर्थ माहात्म्य के दृष्टिकोण से बद्रीनाथधाम सत्य ही सर्वश्रेष्ठ है। इस तीर्थ की ऐसी मान्यता है कि इस तपोभूमि और महापुण्य देवभूमि बद्रीक्षेत्र में कोई अशुभ ग्रह किसी दिन भी प्रवेश नहीं कर पाता।

यही कारण है कि भारतवर्ष के प्रधान चारों धामों में बद्रीनाथधाम अन्यतम है। वहाँ के मूलमन्दिर को परित: है पंचशिला अर्थात् नारद, नृसिंह, वराह, गरूड़ और मार्कन्डेय एवं पंचतीर्थ – ऋषिगंगा, कुर्मधारा, नारदकुण्ड, प्रह्लादकुण्ड और तप्तकुण्ड। मन्दिर की ऊँचाई प्राय: ५० फुट है, शीतकाल के छ: महीने यह क्षेत्र बर्फ से आवृत रहता है। इसीलिए बदरीविशालजी के श्रीविग्रह को ४२ कि.मी. नीचे आचार्य शंकर द्वारा निर्मित और प्रतिष्ठित जोशीमठ में लेकर आया जाता है वहाँ इन छ: महीनों में शुद्धाचार से पूजा, पाठ, यागयज्ञ इत्यादि सेवा की जाती है।

हिमशीतल हिमालय में बद्रीनाथजी का मन्दिर दर्शनार्थियों के दर्शन हेतु अक्षय तृतीया के दिन से खुल जाता है एवं भाई दूज के दिन से मन्दिर का दर्शन भक्तों के लिए निषिद्ध कर दिया जाता है। उस समय वहाँ के मूल निवासी और तीर्थयात्री पहाड़ से नीचे उतर आते है प्रचण्ड ठण्ड के प्रकोप से बचने के लिए। विभिन्न धर्मग्रंथों के माध्यम से इस महापुण्यधाम की भव्यता और सुंदरता के विषय में मेरे स्मृतिकोष में बहुत सी बातें संचित थी लेकिन मेरे नयन अतृप्त थे उस पावन तीर्थ के दर्शन बिना। इसीलिए अनन्त सौन्दर्य के अधिकारी हिमाद्रिपति नागाधिराज को देखने का आग्रह एवं श्रीश्रीबदरीनाथजी के चरणों तले पहुँचकर उनकी पूजा–आरती को देखने की अभिलाषा तथा अन्तर की प्रार्थना द्वारा, असीम कृपामय की अपार कृपा और आशीर्वाद प्राप्ति के उद्देश्य से हम लोग सद्गुरु श्रीश्रीमाँ के पावन सान्निध्य में निकल चले। गाड़ी में बैठे–बैठे हम लोग अधीर हो रहे थे तभी देखा प्रकृति का अद्भूत खेल, नीले आकाश के मध्य कभी मेघ तो कहीं सूर्य–नारायण का रौद्र रूप तथा बीच–बीच में कहीं–कहीं वृष्टि भी हो रही थी। कुछ समय पश्चात् हमने विश्राम लिया तथा फिर से अग्रसर हुए अपने गंतव्य की ओर। हम लोगों का उतावलापन निरंतर बढ़ रहा था और इसके साथ–साथ समय भी अपनी निश्चित गति से बढ़ रहा था आखिरकार आगत संध्या में हमने हरिद्वार में प्रवेश किया। मातृआदेशानुरूप हम लोगों का प्रथम गंतव्य स्थल था हरिद्वार की पतित पावनी गंगा के तीर पर हरकी–पौड़ी के पुल के

समीप, १२७ वर्ष के कायासिद्ध महात्मा श्रीश्रीटाट् वाले बाबा का आश्रम। हम लोगों ने गाड़ी को आश्रम के नजदीक ही लगा दिया और आश्रम जाने के पथ में हम लोगों ने देखा कि महात्माजी मुख्य द्वार के सामने ही खड़े थे। श्रीश्रीमाँ को देखते ही उन्होंने माँ को गले लगा लिया वर्षा की नन्हीं बूँदों की भाँति स्नेह वर्षण होने लगा।

हम सभी ने उन्हें आदर सहित प्रणाम निवेदन किया वे हमें स्नेहाशीर्वाद देते हुए अपने आश्रम में ले गये। स्वयं के द्वारा प्रतिष्ठित और नित्य पूजित प्रत्येक देव-देवियों के मन्दिरों के दर्शन उन्होंने श्रीश्रीमाँ को करवाए। उन्होंने अपने गुरुदेव सिद्ध महात्मा मेहेरबाबा एवं अपना भी (छोटी उम्र का) एक विग्रह तैयार कर अपने हाथों से प्रतिष्ठित किया था।

इसके पश्चात् उन्होंने श्रीश्रीमाँ की मातृरूप में पूजा-आरती की तथा साथ ही साथ गंगा-आरती भी सम्पन्न की, वहाँ उपस्थित सभी भक्तों के समक्ष श्रीश्रीमाँ को 'मेरी माँ, मेरी माँ' कहकर जहाँ अपनत्व प्रदान किया वहीं श्रीश्रीमाँ की पूजा कर उन्हें यथोचित और अभूतपूर्व सम्मान से भूषित भी किया। संध्या-आरती के पश्चात् उन्होंने अपने हाथों से श्रीश्रीमाँ और हम सभी में प्रसाद वितरण किया। अकल्पनीय इन कायासिद्ध महात्माजी के आप्यायन और स्नेहयुक्त आचरण से श्रीश्रीमाँ अत्यंत आनन्दित हुई एवं कलकत्ता में तैयार किए टाट्वस्त्र अपने हाथों से पहनाए साथ में सभी भक्तों के लिए मिठाई भी भेंट स्वरूप दी। महात्माजी भी आनन्द से प्रफुल्लित हो उठे। श्रीश्रीमाँ ने महात्माजी को अपने बद्रीनाथधाम जाने के मूल उद्देश्य से अवगत करवाया एवं अन्नपूर्णा माँ का विग्रह, लक्ष्मीजनार्दनजी के विग्रह के प्रतिष्ठा उपलक्ष्य पर आमंत्रण और उनकी सादर उपस्थिति के लिए अनुरोध किया। इसी बीच उनके शिष्य पुष्कर के सन्तोष दास टाट्बाबा का दूरभाष आया, वे हमारा समाचार जानना चाहते थे कि हमलोग कहाँ तक पहुँचे हैं। मैंने उन्हें अवगत करवाया कि माँ एवं हम सब उनके गुरुदेव के आश्रम में ही है। उन्होंने अत्यंत हर्षित हो जिज्ञासा किया, श्रीश्रीमाँ की बद्रीनाथधाम की यात्रा कब से आरम्भ होगी? यह जानने के पश्चात् मुझ से दूरभाष पर सम्पर्क रखने के लिए कहा। उस आश्रम में बहुत समय व्यतीत करने के पश्चात् महात्माजी की अनुमति और आशीर्वाद लेकर हम लोग गुरुभाई सच्चिदानंदजी द्वारा रात्रि विश्राम के लिए व्यवस्थित हरिदासधाम में पहुँचे। यह स्थान हरिद्वार के प्राचीन जैन मन्दिर के एकदम समक्ष में है।

इस हरिदासधाम की यह विशेषता थी कि सिर्फ साधु-सन्यासियों के लिए ही नहीं वरन् समस्त तीर्थयात्रियों के लिए भी रहने और सोने की व्यवस्था समुचित ढंग से की गई थी। हम लोगों के लिए तीन कक्ष की व्यवस्था की गई थी जो हमारे लिए पर्याप्त थे। प्रातःकाल श्रीश्रीमाँ के निर्देशानुसार भाई सच्चिदानंद और उनकी स्त्री गीताभाभी को लेकर हम लोग केशवानंद जी के आश्रम में गए। वे योगीराज श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय के क्रियायोग की धारा में गुरुपरंपरा से दीक्षित सिद्ध योगी महापुरुष थे। उस आश्रम में एक मन्दिर उनके विशाल विग्रह से सुशोभित है। इसके अतिरिक्त उस आश्रम में ही योगीराज श्रीश्रीश्यामाचरण लाहिड़ी महाशय का समाधि मन्दिर भी है, जो कि सुन्दर व्यवस्था द्वारा वहाँ सुरक्षित है। समाधि मन्दिर के निकट में ही है गुप्त साधनक्षेत्र में चार गुहा स्वरूप घर, अद्भूत रूप से निर्मित एवं सुसंरक्षित। साधना में उच्चावस्था प्राप्त क्रियाह्निक, जो अधिक समय तक क्रियायोग साधना में आसन पर बैठते है, उनके उद्देश्य से कोलाहल-मुक्त निर्जन परिवेश के मध्य अवस्थित ये गुहाएँ दीर्घ समय तक साधना के सुविधार्थ निर्मित है। समाधि मन्दिर के उत्तर में है नित्य पूजित माँ कात्यायनी का विग्रह मन्दिर। कात्यायनी माता नवदुर्गा का एक विशेष रूप है। वे साधकों की साधना के पथ की पाथेय हैं। साधना की एक अवस्था में साधकों को इस मातृरूप का दर्शन होता है। नवदुर्गा और दशमहाविद्या की प्रत्येक योगयुक्त देवी मूर्ति की योगव्याख्या है, आप श्रीश्रीमाँ द्वारा लिखित पुस्तकों एवं त्रैमासिक पत्रिकाओं से उस निगूढ़ तत्त्व के विषय में जान सकते है। अनेक योगी महापुरुष इसी परिप्रेक्ष्य में कात्यायनी माता की मूर्ति पूजार्चना करते है। हम लोगों ने श्रीश्रीमाँ के साथ आश्रम के सभी स्थानों का निरीक्षण किया तथा कई तस्वीरें भी खींची, उसके पश्चात् वहाँ के कार्यालय में गये। वहाँ से कुछ आध्यात्मिक पुस्तकें भी खरीदी। वहाँ उपस्थित सबों से भावभीनी विदाई लेकर वहाँ से प्रस्थान किया। वहाँ न्यास के कुछ सदस्यों ने श्रीश्रीमाँ को श्रद्धा निवेदन किया एवं मुख्य द्वार पर्यन्त उन्होंने श्रीश्रीमाँ के साथ आकर पुनराय वहाँ उपस्थित होने का निमंत्रण भी दे डाला। *...क्रमशः*

–मातृचरणाश्रित स्वामी संवेदानंदजी

हिन्दी अनुवाद–मातृचरणाश्रिता श्रीमती ज्योति पारेख

योग प्रसंग पर उपलब्धित आलोक

श्रीश्रीमाँ सर्वाणी

प्रश्न ३४ : जप का क्या उद्देश्य है?

उत्तर : हम सबों का मन सर्वदा ही नानाप्रकार की कामनाओं एवं वासनाओं से युक्त रहता है, वृत्ति के विकल्प से आक्रान्त रहता है। इन सब आक्रमणों के फलस्वरूप मन चंचल होकर तरंगायित हो रहा है। मन या चित्त के वृत्ति का आंदोलन हुआ, वायु का तरंग विशेष। वायु की गति में वक्रता आने पर जो तरंग चित्त में प्रवाहित होती है उसे ही 'वासना' कहते हैं। इस प्रकार हमलोगों के देहाभ्यंतर में ४९ (उनचास) वायु द्वारा मन की चंचलता से अशांत गति विशिष्ट होती है। जप है चिन्मय शब्द की आवृति। सद्गुरु प्रदत्त बीज मंत्र सदृश चिन्मय शब्द की आवृति करते-करते चित्त-वृत्ति के मध्य जो समस्त वायु के अणुयों की गति वक्र हो गयी हैं, वे वक्र गति युक्त अणुओं के कंपन क्रमशः शांत हो जाते हैं। फलस्वरूप चित्तवृत्ति शांत हो जाती है। तब चित्त में अन्य कोई विक्षिप्तता उत्पन्न न होकर, स्थिर चित्त में जप चलता रहता है। चित्त पर ये जो वायु के स्पंदन है ये सब वर्णमाला है। यह सभी वर्ण चिंतन के प्रवाह से चित्त पर निरंतर उदित होकर परस्पर संयुक्त होते है। विभिन्न भाव में मिश्रण के परिणामतः चित्त में वृत्ति के रूप में अनुभूत होते हैं तथा विक्षिप्तता की सृष्टि करते हैं। निरंतर जप से वायु की वक्रता दूर हो जाती है क्योंकि जप का मंत्र होता है नादात्मक। दीर्घकाल जप के फलस्वरूप मंत्र की शक्ति स्फूरित होने के साथ-साथ वायु की वक्रता भी दूरीभूत हो जाती है। जप के मंत्र को नाद में परिणत करना ही हुआ जप का प्रकृत उद्देश्य। नाद उत्थित होने के पश्चात् साधक को मंत्र सिद्धि प्राप्त होती है। वास्तविक तथ्य है कि वर्णात्मक स्थूल शब्द के अभ्यंतर में नादात्मक चेतन शब्द की उपलब्धि कर पाने से, तब चैतन्य ही मुख्य भाव में प्रकाशित होता है, परिणाम स्वरूप वक्र वायु की गति सरलता को प्राप्त करती है। जप के प्रभाव से अखंड चैतन्य ध्वनि को ज्ञात किया जा सकता है।

प्रश्न ३५: 'जप की माला' क्या है?

उत्तर : जप की माला को अक्षमाला कहते हैं। मूलाधार से लेकर आज्ञाचक्र पर्यन्त जो छः चक्र हैं वे सब यंत्र स्वरूप हैं। इन यंत्रों की वहिर्मुख गति से जैसे सृष्टि का विस्तार होता है, वैसे ही उनकी अंतर्मुख गति से सृष्टि प्रशमित होती है। प्रत्येक चक्र के दल (पँखुड़ी) के अनुसार पृथक-पृथक दलों में प्रत्येक पर एक विशिष्ट प्रकार की वर्ण रश्मि का विकीर्णन देखा जाता है। इन सभी वर्णों या रश्मियों को 'अक्षर' कहते हैं। यही हैं मातृकावर्ण। प्रत्येक चक्र की वर्ण रश्मि उस चक्रस्थित उद्भासित क्षेत्र (राज्य) को आलोकित कर अवस्थित रहती है। साधक को साधन बल एवं गुरुकृपा से विकिर्णित अक्षर रश्मियों को संकुचित कर उसी चक्र के केन्द्रस्थल पर प्रतिष्ठित करने में सक्षम होने से 'एकाग्रता' अवस्था प्राप्त होती है। एकाग्रता के साथ-साथ साधक योगी के अंतर में प्रज्ञालोक प्रतिष्ठित न हो ऐसा संभव नहीं है। जप द्वारा चक्रस्थित एक रश्मि के संकुचन होते ही उसके आश्रित अन्यान्य रश्मियाँ या उपरश्मियाँ स्वतः ही संकुचित होने लगती हैं एवं चक्र केन्द्र पर मध्य विन्दु रूप में केन्द्र शक्ति के रूप में अधिष्ठित होती हैं। उस चक्र के मध्य विन्दु में चेतना लय होने पर योगी उस चक्र स्थित समस्त विषयों से अवगत हो जाता है। मूलाधार जिस प्रकार चतुर्दल है, उसी प्रकार स्वाधिष्ठान षट्दल, मणिपुर दशदल, अनाहत् द्वादश दल, विशुद्ध सोलह दल एवं आज्ञा द्विदल - कुल मिलाकर समस्त दल संख्या है पचास। इन पचास दलों पर वर्ण अवस्थित हैं। यही है अक्षमाला – योगियों की जपमाला। प्राण की गति को अंतर्मुख कर प्रत्येक चक्रों पर प्राणायाम के अनुलोम-विलोम मंत्र जप द्वारा 'अंतःजप की माला' को ही जप करना कहा जाता है। क्रियावान साधक इसी प्राकर 'माला-जप' संपन्न करते हैं।

–हिन्दी अनुवाद : मातृचरणाश्रित श्रीविमलानन्द

आश्रम समाचार

६ जुलाई – श्रीश्रीजगन्नाथदेव के रथयात्रा के दिन सायंकाल में आश्रम के घरेलू अनुष्ठान में श्रीश्रीमाँ ने कुछ अपूर्व भजनों को स्वर दिया। उपस्थित भक्तवृंदो ने भक्तिभाव से आप्लुत हृदय द्वारा श्रीश्रीमाँ के सान्निध्य में इस मनोहर संध्या को अतिवाहित किया।

१९ जुलाई – गुरुपूर्णिमा के दोपहर में श्रीश्री गुरुमहाराजाओं के भोग निवेदन एवं प्रसाद वितरण अनुष्ठान के पश्चात् शाम में श्रीश्रीमाँ ने समागत भक्तमंडली को दर्शन दिया एवं कुछ शिक्षामूलक उपदेशों से उन्हें अनुग्रहित किया। अनुष्ठान के आरंभ में गुरुभ्राता श्री पार्थ प्रतिम चक्रवर्ती ने विगत कई वर्षों के विभिन्न अनुष्ठानों की कुछ वीडियो-रिकार्डिंग भी दिखाये। स्मृति के सिंहावलोकन का यह क्षण सभी उपस्थित भक्तों हेतु उपभोग्य रहा। तत्पश्चात् हिरण्यगर्भ की पूर्ववर्ती संख्या एवं श्रीश्रीमाँ द्वारा विरचित 'महात्माओं के सान्निध्य में' (द्वितीय भाग), बंग-भाषी पुस्तक का विमोचन हुआ। अंत में आश्रम के गुरुभ्राताओं एवं गुरुभगिनियों ने एक मनमोहक संगीतानुष्ठान की प्रस्तुति की।

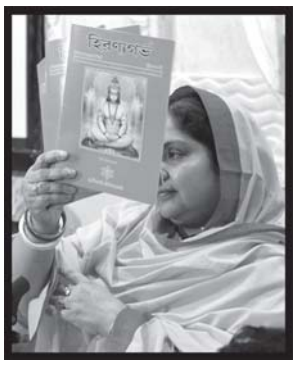

७ अगस्त – इस दिन सुबह सत्संग में श्रीश्री माँ ने क्रियायोग विषय पर प्रवचन दिया। इसमें श्रीश्री माँ ने पहलीबार सभी लोगों के लिए क्रियायोग पर वक्तव्य प्रस्तुत किया। दीक्षित संतानों के अतिरिक्त भी उस दिन अपार जनमानस उपस्थित था एवं श्रीश्रीमाँ के आध्यात्मिक प्रवचन द्वारा उद्बुद्ध एवं समृद्ध हुए। अखण्ड महापीठ में आयोजित अनेक अनुष्ठानों में यह विशेष-रूपेण स्मरणीय था।

२५ अगस्त – श्रीकृष्ण जन्माष्टमी तिथि पर श्रीश्रीराधा माधव को द्विप्रहर का भोग निवेदित किया गया। इसी पुण्य तिथि को परमपूज्य श्रीश्रीबाबा की जन्म तिथि है। सायंकाल श्रीश्रीमाँ एवं गुरुभ्राताओं एवं गुरुभगिनियों के द्वारा कुछ भजनों का परिवेशन किया गया। श्रीश्रीमाँ के कंठ से निःसृत अपूर्व भजनों ने सबों को मंत्र-मुग्ध कर दिया।

३ सितम्बर – इस दिन आश्रम में श्रीश्रीरामदेव बाबा की पूजा हुई।

५ सितम्बर – गणेश चतुर्थी की पुण्य तिथि पर श्रीश्री अन्नपूर्णाक्षेत्र में श्रीश्री गणेश पूजा अनुष्ठित हुई।

२५ सितम्बर – इस संध्या में आध्यात्मिक सभा के २०वे पर्व पर 'केनोपनिषद्' पर अपूर्व व्याख्यान का परिवेशन किया गुरुभ्राता डा: वरूण दत्त ने।

३० सितम्बर – महालया के पावन दिवस पर श्रीश्रीमाँ के दर्शन हेतु बहुत सारे भक्तवृंद उपस्थित हुए।

आगामी अनुष्ठान सूची

नवरात्रि दुर्गा पूजा – २ - ११ अक्टूबर

६ अक्टूबर (पंचमी):– संध्या संगीतानुष्ठान

८ अक्टूबर (सप्तमी):– संध्या संगीतानुष्ठान

९ अक्टूबर (अष्टमी):– श्रीश्री श्यामाचरण लाहिड़ी बाबा के तिरोभाव दिवस उपलक्ष्य पर दोपहर में भण्डारा।

१० अक्टूबर (नवमी):– दोपहर में श्रीश्री दुर्गा देवी का महाप्रसाद भण्डारा।

लक्ष्मीपूजा – १५ अक्टूबर, शनिवार

रास पूर्णिमा – १४ नवम्बर, सोमवार

वार्षिक साधारण सभा – २० नवम्बर, रविवार

वार्षिक अन्नपूर्णा देवी प्रतिष्ठा पूजा – ७ दिसम्बर, बुधवार

वार्षिक लक्ष्मी-जनार्दनजीऊ की प्रतिष्ठा पूजा – ८ दिसम्बर, गुरुवार

श्रीश्रीसारदा माँ की आविर्भाव तिथि – २० दिसम्बर, मंगलवार

अध्यात्मिक सभा – २५ दिसम्बर, रविवार

श्रीश्रीगुरुमहाराजाओं का मंदिर प्रतिष्ठा दिवस – १४ जनवरी, २०१७, शनिवार

बिज्ञप्ति

पुस्तकालय के वार्षिक संरक्षण हेतु सदस्यता शुल्क (१००/- रुपये) ३१ जनवरी २०१७ तक भुक्तान कर दिया जाये।

Vetala and Bhairava – Legend and Tattwa

Lord Shiva is the fountainhead of Yoga and Tantra. Yoga is the ascending path of 'realization through union' – from Muladhara to Sahasrara – that enables realization of individual existence as pure consciousness and identification of the self with the supreme soul. Tantra is the descending path of 'realization in diverse existence' – from top to the Shakta Sahasrara (below the Muladhara) – that enables realization of how this self or 'I' consciousness is entwined everywhere in the fabric of the diversity of creation including the physical world and its subtle elements. Tantra also has a simultaneous upward or 'nivritti marg' which enables full realization of Shiva-hood. Lord Shiva personifies the state of liberated consciousness and enunciates the actions that the liberated one takes for enabling divine manifestation through principles of Yoga and Tantra. The life of Lord Shiva is replete with unique events, many of which reveal mysteries of creation and offer avenues of spiritual practice for emancipated soul-beings to embark upon, re-experience and reiterate from their personal realizations, the inherent truth in them, leading to reaffirmation and advancement of divine spiritual science. In that sense, the life of Lord Shiva is the ultimate reality with others being 'experiential experiments' of individual souls created by the Supreme to relive that eternal truth.

Among the events of Lord Shiva's life special emphasis may be given to those related to his family. The tale of self-mortification of Devi Sati and the dismemberment of her body with each dropped piece forming a Shakti-peeth on earth to preserve creation is well known. The penance of Devi Parvati through the Nava Durga sadhana, birth of Lords Ganesha and Kartika are legends not only because of their yogic interpretation but also because of how these events manifest the celebration of success in sadhana of emancipated beings who participated in the leela of Lord Shiva and left a permanent force within creation for supporting next generation sadhakas to achieve the same more easily.

The extended family of Lord Shiva consists of esoteric beings – the Ganas – who are sadhaka warriors of great variety. The more famous ones include Nandi, Bhringi, Veerabhadra, Mahakaal, etc. They are emancipated beings who in their own ways represent various principles of yoga and tantra, often apparently fearsome. They not only manifest states of spiritual evolution but like the Lord's close family members the Ganas have also engraved certain fundamental forces within creation that help aspirants in the path. In this article we shall elaborate on two such entities, namely Vetala and Bhairava.

The birth of Lord Kartikeya is well known and has been a topic of an earlier

article. He manifested from the brilliant effulgence that emanated out of Lord Shiva when his companionship with Devi Parvati was intercepted by the Gods. From the remnants of the effulgence that was held by Lord Agni, emanated two more powerful beings – two other 'sons' of Lord Shiva. Being dark coloured in two different hues, Lord Brahma christened them as Bhringi and Mahakaal. Accepted by Lord Shiva and nurtured in the loving care of Devi Gouri, they grew up as part of Lord Shiva's close family and earned the capability and trust to rise to the position of Head-Ganas with the responsibility of guarding the bedroom of the supreme duo.

Once during this period, while Bhringi and Mahakaal were guarding the door, Devi Parvati came out of their room in a state of Samadhi-trance, her clothes disheveled. Taken completely aback, the two guards first stared at her fully startled and then stood in front with their heads bowed – disoriented in their thoughts and heaving deep sighs. Seeing them in such facial and mental expressions and annoyed at their having seen her in such a state, she cursed them saying that they would be born on earth in human wombs but have faces like monkeys. Hearing this, the two humbly requested that if they are to take human births, then let them be born when Lord Shiva and Devi Parvati also descend there and be their parents. Their innocence would be established by this. After a while, Lord Shiva, coming to know of the future course of events, took a human birth.

In due course of time, Lord Shiva took birth as the grandson of Prajapati Daksha, son of Poushya. His name was 'Chandrasekhar'. On the other side Shivani was born in the family of Prajapati Ikshvaku and her name was 'Taravati'. Through divine providence, Chandrasekhar and Taravati were married and out of their wedlock, two monkey-faced children were born. They were christened 'Vetala' and 'Bhairava'. Other than these two, Chandrasekhar and Taravati also had three more valorous sons, namely Upachar, Daman and Alarka, who were elder to Vetala and Bhairava. Akin to the five fundamental elements, these five siblings were all conquering in their pride and generosity and soon through perseverance became physically strong and powerful, attained skill and mastery in the martial arts and became well versed in the scriptures. They were always together and shared strong bonds of companionship. However, Chandrasekhar was not as fond of the younger two as much as the elder three. He gave the first born three much of his wealth and kingdom but deprived Vetala and Bhairava of what they deserved. Saddened Vetala and Bhairava began to wander in faraway places. During their travels they met with Kapot Muni. They related their life's tale to the sage and sought his guidance on tapasya for liberation. Through his yogic insights the sage then informed Vetala and Bhairava of their past and advised them to take refuge in Lord Mahadeva. He asked them to go to Kamrup Sandhyachal and sent them to Sage Vashishta.

Thereafter taking the advice of Kapot Muni, Vetala and Bhairava went to Kamrup, took initiation from Rishi Vashishta and performed worship of Lord Shiva. On successful completion, they were blessed and forsook their earthly bodies to receive subtle God-like illuminated embodiments. Receiving amrita – the elixir of eternal life – they attained divine powers, divine knowledge and divine forms. Seeing their achievement Lord Shiva said, 'I am pleased

with you. If you desire my eternal divine gift then go and serve Ishwari Adyashakti. Without her agreement, I will not be able to impart you the final fruit of your penance. So, my children go ahead with her worship diligently.' Following the Lord's directive the duo went to Kamakshya hills and embarked upon the worship of the divine mother. Having pleased her with their worship and service, Vetala and Bhairava re-attained their original forms and reinforced with their sadhana, returned to Shiva's abode – their true home – as immortal beings. Through this sadhana they cemented within creation both yogic and tantric principles for others to get assistance in the future.

While Vetala and Bhairava are known as followers of Shiva and part of his Ganas, in accordance to the foundations of Tantra, 'Vetala' and 'Bhairava' form two stages or principles along the Jiva's evolution in Shiva sadhana. The form of Shiva that is seen at the feet of Devi Kamakshya, is a transformed representation of Vetala-Purna-Shiva – the supreme consciousness, which manifests as the Swayambhu Linga, emerging from the Shakta Sahasrara below the Muladhara and appears into the Muladhara, thereby linking the universal physical and subtle elemental world to individual consciousness and life. Vetala tattwa is very intricate. It is related to realization of the relationship, power and working nature of consciousness in the apparently physical forms of creation. The sadhaka, worshipping the supreme mother, in search of the nature of 'I' or Shiva-consciousness within the gross and subtle forms, uncovers and realizes various Vetala-Shiva forms as he/she crosses the various layers of creation. Thus the Panchanan Shiva representing the Swayambhu Linga emerging from the Shakta Sahasrara into the Muladhara with its monkey-like face represents the Vetala-Shiva form. In the path of tantra, which is concerned with the realization of the working of 'I' consciousness in the phenomenal world after having attained the upward realization of Shiva-hood and been liberated from bondage, many sadhakas, crossing the five physical-existence (Pancha-bhuta) related chakras downwards (from Vishuddha to Muladhara) enter into the Shakta Sahasrara, attain the Vetala-yoni and become Vetala-Shiva. Such beings, through their astral / subtle forms constantly help other aspirants realize the 'I' consciousness in the gross apparently non-living physical. There is also another reference to Vetala as some kind of spirit-like beings, known to be miscreants who cause disruption in critical life-events like marriages, childbirth, etc. These are therefore known more as devilish creatures and have no linkage with the Bhringi-form of Shiva-Vetala in the Shakta Sahasrara.

In accordance to Tantra, Bhairava is yet another stage in the evolutionary state on the path to Shiva-hood. Many sadhakas who are unable to attain full 'I' consciousness in their lifetimes, take up astral and subtle 'Bhairava' forms after release from the body after death and continue to perform sadhana on their earlier designated (pancha mundi) asana in their astral embodiments. During this period while they complete their own sadhana, they also help other sadhakas on the path by demonstrating the subtle principles of consciousness and thereby imparting deep insights to them. Thus Bhairava is a partial force-form of Lord Shiva.

There are many references to Bhairavas in the Puranas. The Brahma-Vaivarta Purana mentions that from the right eye of Shiva

several fearsome-looking Bhairavas (Aghoras) emerged. Bhairavas are the body-guards of Adi Shiva. In the Vamana Purana, it is mentioned that Bhairavas arose from the blood of Shiva which oozed out when Andhaka struck him. (Interestingly Andhaka is also related to Bhringi in some places.) In general, Shiva's Ganas are also referred to as Bhairavas. In the Kashi-kanda of Skanda Purana, we find the deadly looking Kala Bhairava emerging from the angst of Lord Shiva and being designated by Lord Shiva to remain as Lord Protector of his earthly abode of Kashi and relieve people of their sins. Thus we see that Bhairava is a generic name of the Shiva's fiery force that performs many acts of the supreme consciousness' liberating acts.

(Based on Sree Sree Maa's essay on the topic)

– Prof. Partha Pratim Chakrabarti,
Her Blessed Child

Gems From the Garland of Letters

[Letters of Bhagwan Kishori Mohan]

(20)

Spiritual Advice Towards a Disciple

(...Continuing)

Although the Supreme *Brahman* is beyond all limitative forms, the entire projected world is His manifestation; although He cannot be confined within assertive personifications, He expresses Himself in myriad ways through the infinitude of multifarious embodied beings. The *Shruti* elaborates, "*Paschatya-chakshuh srinetye karnah*". Meaning – In spite of having no eyes, He is all witnessing; He possesses absolute audibility, although He does not have ears. He is endless and unceasing – His power, grandeur and magnificence is also infinite. Although essentially formless, He can take any form according to His will and withdraw out of a form as and when He so wishes.

There does not exist a feat which is beyond His capacity. Whatever is ordinarily impossible becomes easily realizable through His influence. The Brahman is untainted, ever merciful and the epitome of absolute compassion and impartiality. In spite of His supreme qualities, He is un-attributable; and although beyond attributes, He is faceted with magnificent qualities. He is all-powerful, omniscient and has cognizance of even the deepest and slightest perturbations of thought. He is the almighty Lord and Governor of the entire creation. At the same time, He is seated within each embodied individual (*Jiva*) supervising and controlling all activities of the *Jiva*. He is spontaneously self-revealing. It is His divine power of expression which illuminates the sun, moon, fire, thunder and the world. He cannot be revealed by any other entity. Rather, whatever you behold and perceive are expressive forms of His manifestation. There cannot be a separate distinct existence within or external to Him. This is why the *Shruti* proclaims, "*Ekamevadwitiyam*" (the only One and nothing else) or, "*Sarvang Kshalidang Brahma*" (*All this* (*the entire universe*) *is indeed Brahman*).

The Brahman acts as the *Jiva*'s liberator (*uddharkarta*) as well as allocator of the fruits resulting from actions committed by him in the past (*karma-phal-data*). Adopting the path of unwavering devotion (*Bhakti-yoga*), *Jiva* attains the state of ultimate liberation through His divine grace. The

Almighty provides the quintessential nourishment and sustains the entire world through His supreme power; otherwise, the world would be immediately disseminated into utter disorder and destruction within a whisker. The *Shruti* says, "*Tasya Prasasanat Gargi, Chandra Suryou Vidhitrau, Antah-Pravisthah Shanta Jananang*". He is the supreme all-pervading Lord and Commander of the entire existence. Remaining within the absolute control of His governance, the Gods such as *Indra*, *Yama*, *Varuna*, *Vayu*, *Rudra* etc. perform their respective duties with sincere alarm and perfection. The true grandeur and supremacy of His glory is beyond realization and unfathomable in its entirety – the *Brahman* is incomprehensible even to the *Vedas*.

Bhagwan Kishori Mohan

I will now briefly discuss on the realm and extent of the *Jiva*'s authority. If all actions in the universe are being performed by God, you may think, "Does the *Jiva* have no authority?" The answer is — although the inspirations behind the *Jiva*'s actions originate from the *Paramatma*, the committed actions themselves are guided by the *Jiva*'s own orientation and endeavor. Hence, it is necessary to acknowledge and recognize the authority and jurisdiction of the *Jiva*.

This has been emphasized in the maxims of the "*Parattutchra Tattwa*" in "Vedanta Darshan". – "*Prayatna sapekshastu karta shastrartha-battyat*.." etc. The utility and importance of spiritual scriptures ceases to exist if *Karmic*-authority of the Jiva is not recognized. The *Shruti* clearly distinguishes and shows *Jiva* the distinct paths of inward-exposition (*Nivritti Marga*) and outward-distraction (*Pravritti Marga*) in order to direct and guide him to the divine path of liberation. If *Jiva* did not have the capability to orient and conduct himself according to these instructions, then the prescribed guidance of the *Shruti* would not serve any useful purpose. Why would the *Shruti* prescribe something which the *Jiva* is incapable to follow?

The instructions and advise contained in the *Shruti*s are not applicable to animals, birds or insects because these organisms do not possess the ability to apply and conduct themselves according to these instructions. Spiritual guidance of the *Shruti* has been designed for *Jiva*s of the Human or Super-Human categories. *Jiva*'s *karma* or authoritative-actions are distinct from divine actions. Divine actions initiated by God do not induce the generation and experience of *karmic*-fruits (*karmaphal*) resulting from those actions. However, Jiva does experience the fruits of the authoritative actions committed by himself during his lifetime and even after leaving his mortal coil during death. He suffers in sorrow due to his committed sins and enjoys in pleasure due to his good-deeds. The fruits of all these actions are decided through the supreme judgment of God. *Vedanta-Darshan* says, "*Phalamat Upapattyeh*".

...to be continued

—Her blessed child, **Sri Arnab Sarkar**

Sri Sri Saroj Baba as Spiritual Supremo

(27)

Dada (Sri Sri Baba) had an eye on everything-

My (Ashis Banerjee) house is located a little interior from the Ramrajatala railway station. I used to come back from office and then after a while cycled to Dada's house. On one such day, when I was cycling from my house, I found the railway level crossing was closed. I tried to insert myself and the cycle from below the gate-bar and as I was about to cross the railway line, I found the train was very near. I crossed the rail-line with the cycle in cyclonic speed and the train stopped at the station after a few seconds. Several roadside people started shouting at me for my recklessness. Anyway, I finally reached Dada's house. As I entered the room, Dada immediately asked, "Ashis, what was the necessity of hurrying so much? You could have crossed the line after the departure of the train!" After some stray talks, I said in the context of the incident, "Dada, how could you know things in advance?" Dada answered absolutely unperturbed, "The air speaks out, the air gives me the information beforehand".

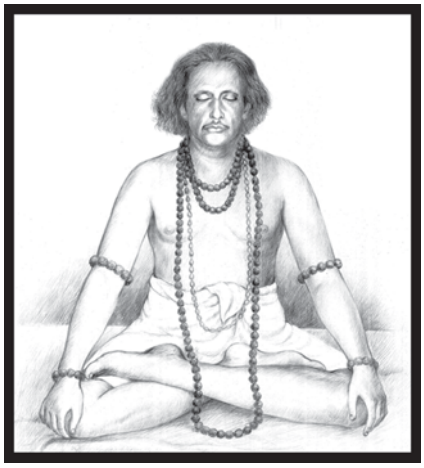

(28)

Noble works used to attract Sri Sri Baba's attention very fast-

One day, Dada (Sri Sri Baba) was sitting on the first floor i.e. the room to the left side after climbing the staircase. Several devotees came to see Dada, in the meantime one old lady was coming down the stairs very cautiously and slowly (the lady had problem in walking due to ageing) after meeting with Dada. I was climbing up the stairs and on seeing the old lady coming down very cautiously, I held her and helped her to reach the ground floor. She blessed me. When finally I reached Dada's room, he put his palm on my head and said, "I bless you so that you can always help a man in need throughout your life". (The staircase was not visible from Dada's room and no devotee had seen me helping the old lady. Then how could Dada see and know this incident?)

(29)

The compassion of the Sadguru can transmit prana (life principle) in a dead human in a moment-

The mahatmas, who are sadguru, come into the locality to rescue or uplift a man and then disappear from there instantly. This is because they do not want those uplifted people to get themselves busy in showing gratefulness to them. Our gurumaharaj narrated such an incident to Ashisda -

"Our gurudev (Lahiri Baba) was wandering in different parts of the Himalaya with his gurudev Sri Sri Nangababa then, when one day they came to a locality (probably a village in Garhwal beside a river) where they found a small boy, who died from snake-bite. The family members were sprinkling water on the dead child. On enquiry, it was known that the boy

was the only child of the family and thus they were weeping bitterly. The father and the mother of the child, suddenly saw those two huge-bodied sanyasins, fell down on the feet of Nangababa and prayed for his life. They kept on embracing Nangababa's feet. Sri Sri Nangababa's mind became drenched with motherly sentiment, he went near the child and infused life in the child through certain kriyas. Everybody present there became overwhelmed with joy, surrounded the child and the mother of the child embraced him and started crying. Nangababa said to our Baba, "My son, let us disappear from here before the people can understand anything." Immediately they left the place. Thus these great mahatmas, in the form of sadguru, confers magnanimity to the people of the locality and then disappear.

(30)

Baba's eye on the disciples performing kriya every moment-

Everyday when I went to office, I would go to Ramrajatala bus-stand by cycle and when there was some time for the bus to start, I used to stand and perform kriya in the process taught by Dada and would feel joyful. One day, when I returned from office in the evening and went to Dada, he said, "Is it prudent to perform kriya in full stomach? With full stomach, kriya cannot be done with perfection and moreover it damages the body. The gurumaharajas become discontented if you do kriya anywhere and anytime". I followed this advice from that day.

(31)

The Sadguru is the universal witness-

I (Ashis Banerjee) was sitting with Dada on one day. There was one more gentleman there who was busy talking with Dada (Sri Sri Baba). Dada was also talking something important with him. I was sitting alone and chanting 'Pranab mantra' mentally. After sometime, suddenly Dada asked the gentleman, "Dada, are you chanting the Pranab mantra?" The gentleman said 'no'. Dada kept quiet. I understood that Dada informed me indirectly that "Ashis, I keep an eye on everything."

(Our strings are tied to Sree Sree Maa. There is no fear as she will attract us as soon as we go out of that circle).

...to be continued

-Sri Pradip Chattopadhyay, Shibpur

-*Translated into English by Her Blessed Child* **Dr Barun Dutta**

Forthcoming Events

Navaratri Durga Puja: 2nd Oct – 11th Oct
6th Oct (Panchami): – Evening Programme
8th Oct (Saptami): 6:30 PM – Bhajan Sandhya
9th Oct (Ashtami) : Food distribution in the afternoon on the occasion of Lahiri Mahasaya's death anniversary.
10th Oct (Navami) : Mahaprasad of Sree Sree Durga Devi will be distributed in the afternoon.
Kojagari Laxmi Puja: 15th Oct, Saturday
Raas Purnima: 14th Nov, Monday
Annual General Meeting: 20th Nov, Sunday
Anniversary of the enthronement ceremony of Mata Annapurna: 7th Dec, Wednesday
Anniversary of the enthronement ceremony of Sri Laxmi-Janardanjiu: 8th Dec, Thursday
Birth Anniversary of Sree Sree Sarada Maa: 20th Dec, Tuesday
Spiritual Congregation: 25th Dec, Sunday
Enthronement Anniversary of Sri Sri Guru Maharajas : 14th Jan, 2017, Saturday

The Philosophy of Truth

The Proof of Unreality of the World

Chapter 10

Next day morning, the devotee, keen to listen, came to the mahatma, sat down and said, "My Lord! How can one make the mind desireless in this world after seeing the direct and truthful manifestations of the world? It seems absolutely impossible!

Mahatma – My son! your mind stays in three different states - waking, dreaming and deep sleep (*sushupti*) throughout the twenty-four hours of the day and presents three different types of play with you. That I am talking with you now, your mind is visualizing all these houses, mountains and other things of the world, the conviction of your mind that 'you' are your body which measures three and a half times your hand - all these pertain to the state called 'waking state'. In this state, the mind enjoys the objects of this world with his physical body. When the physical body becomes tired in carrying out the orders of the mind, the mind then makes the body take rest in some comfortable place (bed) and by being inside the body, imagines plenty of scenes including elephant, horse, tiger, bear, palace, hut etc. out of previous memories. The mind itself visualises those scenes and sometimes it shouts, being frightened of death and at other times it laughs out of joy. This state of the mind is called the 'dream state'. In this way, the mind plays with its own created world of imagination and finally when it becomes tired of doing so, then it passes off to sleep. In other words, it disappears into the world of ignorance from where it has originated. Hence it is said that in sushupti the mind dissolves into its own cause. This state of the mind is called 'sushupti' or 'deep sleep'. In this state the mind becomes free from all pros and cons (*sankalpa and vikalpa*) and fuses with its own cause, hence the mind becomes disentangled with all worldy things. But in waking and the dreaming state, the mind is always connected with something. Now, watch deeply the waking and the dreaming states of your mind. Ask your mind in the waking state - 'The visible world around you is existent or non-existent, reality or a non-reality?" Your mind will then answer, "There is nothing called world or creation." Now which state of the mind appears true and believable? In the waking state, your mind says, 'there is creation' and in the sushupti state, there is 'no creation'. The same mind, speaking differently in two different states. So, which assertion are you going to accept as truth and which as false?

...to be continued

(Excerpts from Sri Kalikananda Abadhoot's "Satya-Darshan" in Bengali)
-Translated into English by Her Blessed Child **Dr Barun Dutta**

The degree of freedom from unwanted thoughts and the degree of concentration on a single thought are the measures to gauge spiritual progress. When there are thoughts, it is distraction; when there are no thoughts, it is meditation. **–Sri Ramana Maharshi**

Notice

Annual library membership fee of Rs. 100/- (for proper maintenance of books) has to be deposited before 31st January, 2017.

Galpo Holeo Satyi
(Truth in Fiction)
Bedtime Tale

It was a full moon day. The weather was just perfect for the ensuing celebration in Mother's house. A delicious feast was organized and in the evening The Holy Mother sang some delightful bhajans. Many people from Vrindavan and its outskirts came to receive prasad and enjoy the atmosphere of divine bliss in the little home of Maa. By the time the visitors left, it was quite late in the night. The children quickly cleaned up the place and then gathered around their beloved Mother. It was story telling time. On every festival night they would hear a new story from Maa. "Let me think a little" said Mother as she closed her eyes. Suddenly someone called from outside, "Radhe Radhe!" Two children rushed out and returned within a minute to report, "Maa, Maa, a great sage has come. He wants to talk to you." Maa immediately got up and went to the door to welcome the visitor. A seat was arranged and he sat down. Maa prostrated before him saying, "Pranam Brahmarshi Vashishta, welcome to our humble abode. We are honoured that you have come here on such an auspicious day." He also folded his hands, bowed down before Mother and paid respects to her, saying "Pranam to you Sree Sree Maa! Glory to Parameshwari, the Mother of the Universe". Maa looked a little embarrassed at this salutation and tried to cover it up by calling the little ones, "Children, come and pay your respects to the great rishi. Remember not to touch his feet." "There is no harm if they touch my feet", said Rishi Vashishta, "They are my own children." "You do not know how naughty they are," replied Mother. The children looked at the sage and then at each other. Each of them was thinking the same thing. Unable to control himself one of them whispered aloud, "Doesn't he look so much like Sri Krishna, as if a replica with slight variations?" The saint smiled. "Shh, keep quiet", whispered Maa, "He is one with Sri Krishna and therefore looks so similar." Another immediately said, "Sage Vashishta looks so much like our father when we last saw him! Is he the same person or his twin?" Maa enlarged her eyes and put her finger on her lips. The kids immediately controlled themselves and thereafter put up their very best behaviour. One by one, they went to the great one, fully prostrated before him and said, "Please see that our Mother never ever suffers in any way. Bless us that we may never stray away from her and that she never leaves us." The sage blessed each and every one of them. At the end, Maa told the children, "Now go inside. The sage has come to talk to me." "But our story?" blurted out one boy. Rishi Vashishta looked at him and asked, "What story?" Maa explained that she was about to tell them a story when the sage arrived. "We must not disappoint them then" said the sage, "Let me tell them a story". The children were delighted and sat in a semi-circle surrounding the sage and Maa in quiet anticipation.

In a strange language, the great sage began his tale, "The story has its origins in Nityaloka, the imperishable, everlasting abode of Parameshwar, Sri Krishna and Parameshwari, Sree Radha, the Supreme Divine Father and Mother. Parasamvit, the undivided supreme divine consciousness, permeates everything in this beautiful, self-luminous world of Akshar Parabrahman – the trees, the birds, the animals, the people, the rivers, the sky, the ether, the manifested as well as the unmanifested. Like ice and water co-exist in the polar seas making it impossible to ascertain whether water is concentrating into ice or ice is diluting into water – so do forms and formless co-exist in harmonious union in Nityaloka, neither separate nor not separate, beyond both –

linked together in infinite ways with identical atoms and molecules of Parasamvit – each conjoined with the other through eternal self-existence, undivided self-awareness and unalloyed self-bliss. They mingle seamlessly into each other like two passing clouds merge and separate, sharing every element of their beings to the mutual delight of the other. Like a necklace continually sways with the wind in infinite ways, so does the eternal divine leela go on uninterrupted in the great ocean of Parasamvit – moving, continuously, effortlessly and inexplicably from one new play into another – with Purushottama Sri Krishna the crown bead of the necklace and His Parama-Prakriti and Para-Shakti, Sree Radha the powering thread that joins up every other bead to Sri Krishna in divine union."

The children listened with pin drop silence as the sage continued, "In this timeless world, Sri Krishna and Sree Radha were sitting together when a child came to them and asked, 'Father, can you give me something to play with?' The Lord smiled and lifted his hands and from nowhere, materialized two toys – one a wheel with a handle and the other a conch shell – and handed it over to the child. The little one held them in his two hands with delightful amusement and asked, 'How can I play with them?' Sri Krishna replied, 'If you shake the handle of the first toy, then the wheel will begin to revolve. It is a special cutting machine or scissor that generates vibrations powerful enough to cut through the continuum of consciousness allowing you to detach out what appears to be individual pieces or blocks. The conch shell does the reverse – it is a special sewing machine or stitcher. When the conch is blown it generates vibrations which can stitch together and unify the individual pieces that have been created by the scissor and can also reattach it back to the original Akshar Parabrahman or thread it with Parasamvit that links everything into the Eternal. With these two toys you can make new things by cutting and stitching. Go and play with it.' 'What are they called Father?' he asked. 'The wheel is called Kalachakra and the conch is called Omkar', replied the Lord. The child took the two toys and ran away to play with it on his own." The sage stopped and looked at the children to see if they could understand his long funny sentences and use of peculiar words. They seemed to lap up everything. "Please continue, Sir. What happened next?" they asked.

The rishi continued, "The child went to a secluded place and began to fiddle around with the toys. He soon discovered that they were very powerful instruments and both could be operated in an infinite variety of ways. Suddenly an idea struck him. He would cut and stitch his own self with the toy and make new things which would be part of him and in that way also a part of the Supreme Divine Manifestation. But before he started, he pondered a little on the possible consequences and after a little thought ran back to his divine parents. 'What happened?' asked his Mother, 'Why are you looking so serious? Do you not like the toy?' she asked. The child replied, 'I have got a strange idea. I want to cut my own self and take out individual pieces with this toy and stitch it in such a way that it will have a connection with the supreme divine. This will result in a new creation. A new realm of separate individuality will be created but will be properly threaded together to provide avenues to reconnect and mingle back into Nityaloka. But I am apprehensive. With this, in an apparent sense, I am going to be separated from you and that is why I am feeling restless. I need an assurance that this play will be controlled by you and that, like now, I will always find you within me, whether I am separate, stitched or whole.' The Lord replied, 'Do not worry my child. I shall always remain with you, pervading every bit of you with my omnipresence and omniscience. Again I shall manifest in innumerable life forms within you which shall

learn to mingle with me in infinite possibilities.' 'Will you be there always with me in your fully manifested form?' asked the about-to-be-creator as well as created little child. Parameshwar replied, 'Whenever you truly need me, when your balance is disturbed, I shall descend as avatar with all my powers and resurrect myself in a form of life to revive your harmony. Your creative child-play shall always be controlled by me. Whenever I see you in deep trouble, I shall play my flute to set things right.' The child now asked Parameshwari, 'What about you?' 'I will always be with you,' she replied. 'Will you also only remain omnipresent and physically manifest specifically on occasions when you feel that I need you?' asked the child. 'I shall ever be with you my child, wherever you are, whether you need me or not,' came the reply. 'Promise?' asked the little one and immediately came the reply, 'I promise, my child.' Hearing this, the delighted Lord smiled and spoke to the child, 'My child, you have received the word of one who never fails anybody. Now you can give and take birth in peace. Parameshwari shall manifest in the most wonderful ways in your realms and shall nurture every form within you with utmost care. Her finest form in your realms will be one of unequalled, unblemished love. She will be the manifested divine power on earth and shall bring you back to me, your origin. Remember, my child, all that you shall create shall be created in the Supreme Mother, Adya-Shakti; all shall proceed from her, everything shall live in her and by her as she shall live in all; in the world that you shall create, there shall be an apparent separation – separation of knowledge and wisdom, power and force, action and movement, portions and whole. Remember that all knowledge and wisdom shall be her knowledge and wisdom, all power shall be her power, all force her force, all action her action and all movement her movement. Veritably all of existence shall be portions of her power of existence. While I shall play the flute and you shall cut and stitch, it is she who will do everything in your playful creation – create the illusion of separate existence, and ensure the re-unification through self-perfection. Be at ease my child. You have nothing to fear.' The little one now calmed down and became cheerful. He was prepared for the momentous child-play."

The sage became silent and looked at the children around. Their eyes said, "Please continue Sir," and he restarted, "The child, whose name was Vishwa-Vidhata, started his unmindful play. He turned the wheel of Kalachakra on himself and blew the Omkar on his new creation, called Vishwa, which was also part of himself. From his being – the realms of the supreme divine consciousness – emerged Life, Mind and Matter. The Everlasting Spirit, the spark of Parasamvit, pervaded and permeated everything – Life, Mind and Matter – yet remained apparently invisible, unmanifest. Matter separated into earth, water, fire, air and ether and Mind into mind, intellect and ego. Life pervaded all as Mind pervaded Life and Matter formed the basis where everything rested. Vishwa-Vidhata tried to reconstruct the forms of Nityaloka creating trees and birds, animals and people, rivers and sky. The colours were not as glowing as his parental abode, but he tried hard and did reasonably well. Through Kalachakra he created Maya or Illusion and through Omkar he performed Yoga or self-perfecting union. And in this world was born the great beings of Nityaloka, the Brahmarshi rishis, who looked like Krishna. And of course, amidst them came the Mother of the Universe in many forms including this." The sage stopped and pointed to Sree Sree Maa. The children rushed to their Mother and embraced her. She blushed. "Now go and sleep. Let me talk to the sage in peace."

– Prof. Partha Pratim Chakrabarti,
Her Blessed Child

My Life With Anirvan
Part - XXIX

Before I left for Srinagar, Kashmir, on my pilgrimage to Amarnath, I received the following letter from Anirvanji.

Om *Haimavati, Shillong*
8.7.64

My dear Gautam,

Your letter was delivered to me on the evening of the 6th though it had arrived on the 4th. I hope this reaches you before you start on your pilgrimage.

I am glad to hear that Moni Daroga is amicable. Hope, everything will be settled without much hindrance.

I have no objection to Sharad's coming here by the end of October. This will leave me free to go further ahead with the work of Veda Mimamsa[1], which I am now pressing upon me. I shall then leave by 12th November or so and go to Allahbad to see my sick friend immediately after my arrival at Calcutta. I want to travel by train this time. Will Sudha and Sharad be able to avail of hill-concession? I do not know.

I am dying to have a picture of Swagata. I have not seen her but I feel her like a ray of joyous sunshine from above. Strange enough. She came on earth on a day which had a special meaning for me. That night, I had a vision of the advent of the Divine Mother and hence I named her Swagata. Well, outwardly it might all be a fancy, but inly my heart melts in joy whenever I think of her. May little Swagata grow into the full splendour of Her Light and joy!

My heartiest congratulations to Agarwalji for his victimisation. May his Sangha grow in strength from day to day and bring about th fall of the Satanic power which has gripped the country.

I shall be with you mentally in your pilgrimage. May it be a response to the call of the void into the deep."

My love for you all and special good wishes for Sharad and Jyoti.

I am O.K. now and have began to work though without any hurry.

Ever yours … A

Paramananda Agarwal was a friend of ours at Calcutta. He had become a member of the working committee of Jana Sangha (West Bengal) a political party representing the Hindu nation, established in 1952. Agarwalji and some other leaders of Jana Sangha were arrested then for their political activity. Anirvanji kenw him as he attended the Dharma Sabha at Keyatala Road.

I find, there is a letter from Lizelle Reymond during this period enquiring about Sri Anirvan's illness.

5, rue des Alpes
Jeneva-28.5.1964

My dear Gautam,

Everybody is looking these days towards India with sorrow and also with a great anxiety. You must all be very upset. I am sure. But the future is there with much hope also.

Incidentally, I have heard that Sri Anirvan was severally ill. Can you give me some news of what is going on? I would be thankful to you. I wish also you would tell me how your plans stand as you are now playing a big part in Sri Anirvan's life. I had hoped to come to India this year but my chances are fading though I have not lost my hopes for another spring!

By the way, did you send a receipt of the last cheque to Pierre Oppliger? In his last

[1] Veda Mimamsa – Vol II which was published in 1965 after Anirvanji's coming over to Kolkata. Veda Mimamsa Vol I was already published in 1961.

letter he mentioned that he had not got it. Kindly do it.

I hope that you are all well. The family is growing around you.

My love to all of you,

Yours Sita

As planned, I left Calcutta on 12th July 1964 – reached Srinagar on 15th July. After a stay of two days at Srinagar, in a houseboat 'Capri' at the Dal Lake, I arrived at Sri Ramakrishna Maha Sammelan Ashram, Naghadaudi, Achhabal, on 18th July, where I stayed for about a month before embarking on the pilgrimage of the Amarnath Caves.

Swami Ashokanandaji, the head of the Ashram, was all love and care during my stay there. The dream of Swami Vivekananda of establishing an ashram in the beautiful Kashmir Valley was fulfilled by Swami Ashokananda. But that is another story.

While I was in the Ramakrishna Ashram at Achhabal, I received the following letter from Anirvanji.

Om *Haimavati, Shillong*

Guru Purnima, 24.7.64

My dear Gautam,

Today is the Guru Purnima day. May Lord Vyas shower his grace on you.

Your letter reached here on the 21st. So it took only four days to reach from one end of India to the other end! I don't know of course when this letter will reach you.

I am sure, you are feeling fine. Forget everything. Live in the void. Dive into the depth of pure existence. The pilgrimage to the Lord of immorality is through Death. Die to everything. Don't write to me if you feel like it. I shall understand. I shall always be with you.

But if you feel free to write, of course you will write. The worship of Death should not be constriction. It should be like Nachiketa, the eternal spirit of adolescence in facing the resplendent death – *Vaivasvata Yama*.

Light … more light … and still more light!

Convey my regards to Swamiji,

With love,

Ever yours … A.

Before I started on my pilgrimage to Amarnath, Sharad had already returned to Calcutta from his business tour on 23rd June. Jyoti and their 7 months old daughter Madhuri – Anirvanji's Swagata – had also come to Calcutta along with Shard. After their return, Sharad had written to Anirvanji in my absence. Anirvanji's answer to his letter is informative and interesting.

Om *Haimavati, Shillong*

5.8.64

My dear Sharad,

Your inland letter of the 29th. Yes, I am quite fit now and have begun my work in right earnest, though I am not straining myself. A queer feeling has come upon me. Often I feel as if I am dead and so it does not matter whether I work or not and yet I am working. The work then seems like play!

I had one letter from Gautam, after he had reached Achhabal. I hope, he has plunged into the depth for which he had been pining so long.

Did Sri Chatterjee[2] tell you that one of his friends (who wants to remain unknown at present) had proposed to build a new Haimavati in the suburbs of Calcutta as soon as possible, say by December next?

I think, it will be best for us to travel via Barauni. Reservation perhaps can be arranged from Gautam ten days ahead. If I

[2] Sri A. B. Chatterjee, Smt Bina Das, Ram Swarup and Ram Swarup's (businessman) friend Hariprasad Lohia, all together had managed to purchase a plot of land with the help of Swami Lokeswarananda, then head of the R.K. Mission Residential College at Narendrapur.

remember right, was there a friend of yours in Amingaon? I wonder, if he is still there.

I shall begin the preliminary packing in October with the help of a friend, so that we may not be in a hurry before the departure from here. How are Bablu and Kiki? Doing their best? *My love to you all and a very special quota for tiny Swagata!*

Ever yours … A

- Sri Gautam Dharmapal

News in Brief

6th July - On the pious occassion of Sri Jagannathdev's Rathyatra, Sree Sree Maa presented a set of enchanting *bhajans* in the evening. The songs spiritually overwhelmed the audience of devotees present.

19th July - Prasad was offered to Sri Sri Gurumaharajas and distributed in the afternoon on the holy occasion of Guru Purnima. In the evening, Sree Sree Maa gave darshan and provided important spiritual instructions to the devotees present. The evening began with the projection of a few video clips recorded during various programs at the Ashram in the past few years. Everybody's hearts were filled with nostalgia as the video show made them walk back through their memory lanes. The previous issue of the journal along with the book "*Mahamaner Sannidhe – Part II*" (in Bengali) written by Sree Sree Maa, were released on this day. After this, a musical programme of devotional songs was presented by the ashramites.

Balak Bhojan at Akhanda Mahapeeth

7th August – On this day, in the morning, Sree Sree Maa herself delivered an enlightening discourse on the essential principles and the mechanisms in the path of Kriyayoga. Along with Sree Sree Maa's disciples, many non-initiated devotees also attended this satsang and were spiritually inspired and motivated by this discourse. Among many festivities and occasions at Akhanda Mahapeeth, this was special and will remain etched in everybody's mind.

25th August – Like every year, on the holy occasion of Sri Krishna Janmashtami, prasad was offered to Sri Sri Radhamadhava in the afternoon. To pay homage to our beloved Sri Sri Baba on his birth anniversary, a beautiful cultural programme was organized in the evening. Sree Sree along with the ashramites presented a set of *bhajans*. The audience was mesmerized by the beautiful ebchanting devotional songs by Sree Sree Maa.

3rd September – On this day, the worship of Sri Sri Ramdev Baba was performed in the Ashram premises.

5th September – On the auspicious occasion of Sri Sri Ganesh Chaturthi, the worship of Lord Ganesha was performed at the premises of Sree Sree Annapurna Kshetra.

25th September – On this day, the twentieth session of the 'Adhyatmik Sabha' was organized. In this session, our Guru-brother Dr. Barun Dutta continued with the third and final part of his discourse on the "Kenopanishad".

30th September – On the occassion of Mahalaya, a large number of devotees arrived at the Ashram to have a darshan of Sree Sree Maa.

Subscription for Hiranyagarbha

Hiranyagarbha is a quarterly journal. The subscription fee for the journal in case of hand collection is **Rs. 80.00** and for postal delivery is **Rs. 100.00** per year (within India). Subscription forms may be obtained at the Ashram premises or by emailing to akhanda.mahapeeth@gmail.com. For information and help, contact Sri Arnab Sarkar (Mob. 094748-96776), Smt. Keya Chakraborty (Mob. 094324-56831), Sri Mohit Shukla (Mob. 094321-70365); Website : www.akhanda-mahapeeth.org.

হিরণ্যগর্ভের গ্রাহক হবার জন্য অথবা গ্রাহকত্ব পুণর্নবিকরণের জন্য
নিম্নের ফর্মটি পূরণ করে আশ্রমের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন।

Form No. .....

Akhanda Mahapeeth
Mata Sharbani Trust

Hiranyagarbha Subscription Form/Renewal Form

1. Subscription in Favour of (Name) : .....
2. Address : .....

.....

.....

3. Phone No. 1..... 2..... Email : .....
4. Period of Subscription : ☐ 1 year / ☐ 2 years / ☐ 3 years.

   From (Date) : ..... To (Date) : .....
5. Delivery Mode : ☐ Hand Collection / ☐ Postal Delivery.
6. Payment Mode : ☐ Cheque / ☐ Cash. Amount in Rs. .....

.....

Details of Cheque (drawn in favour of "Mata Sharbani Trust").....

.....

7. Checked by (Name) : .....

Signature :.....Date :.....